কাদিয়ানী কাহিনী

গোলাম আহ্‌মাদীদের যবানী

অধ্যাপক শেখ আইনুল বারী আলিয়াভী

প্রকাশক
সূফিয়া প্রকাশনী
কিউ, ৪ আকড়া রোড
কোলকাতা-৭০০ ০২৪
ফোন- ২৮৬৯ ০৮৮১
ফ্যাক্স - ২৮৩৯ ০৯৮৪

মুদ্রাকর
স্বদেশী লেজার প্রিন্টিং
৫৮ এ/বি লোয়ার রেঞ্জ
কোলকাতা-৭০০ ০১৯
দূরাভাষ- ২২৮০-০৫০৫

১ম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৮৬
২য় প্রকাশ-১৯৯৬
৩য় প্রকাশ - জানুয়ারী ২০০৩
মূল্য-২৪ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

১) আহলে হাদীস কার্যালয়, ১নং মারকুইস লেন, কোল-১৬।
২) আইনী মনযিল, এস-১০২ মারেরোড, কোলকাতা-৭০০ ০১৮।
৩) শামসী বুক সেন্টার, শামসী, মালদহ।
৪) আহলে-হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র-অফিস বড়ুয়া, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।
৫) আজাদ লাইব্রেরী, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ।
৬) আব্দুল আযীম, আখনবাজার চুঁচুড়া, হুগলী।
৭) ইসলামীয়া লাইব্রেরী, কেওটশা বাজার, উত্তর ২৪ পরগনা।
৮) মাওলানা মোশতাক হোসেন, ইটাহার, উত্তর দিনাজপুর।
৯) মাওলানা রহমাতুল্লাহ, চান্দাই মাদ্রাসা নগর, বাঁকুড়া।
১০) মাওলানা আব্দুর রউফ, খারীচালা বাজার, বরপেটা আসাম

Quadiyani Kahini
Golam Ahmadider Zabani
By ---Prof. Maulana Hafez Sk. Ainul Bari Aliavee.

রসুলুল্লাহ সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই অচিরে আমার উম্মতের মধ্যে (৩০)ত্রিশজন মিথ্যুক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে। তারা প্রত্যেকেই মনে করবে যে, সে নবী। অথচ আমিই সর্বশেষ নবী। আমার পর কোন নবীই নেই।
(তিরমিযী, ২য় খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা, মিশকাত- ৪৬৫ পৃষ্ঠা)।

কাদিয়ানী-কাহিনী

গোলাম-আহ্‌মাদীদের যবানী

: প্রণেতা :

মাওলানা হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী
(এম, এম, ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট রেকর্ড (কলিকাতা); আদীবে কা-মেল ফার্ষ্ট ডিভিশন ফার্ষ্ট রেকর্ড; এম, এ, (আলীগড়)

বিসমিল্লা-হির রহ্‌মা-নির রহীম

উৎসর্গ

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের বাশিন্দা মির্যা গোলাম আহমাদ নিজেকে আখেরী যুগের প্রতিশ্রুত মাসীহ (ইবনে মারয়্যাম) হবার দাবী করেন। তাঁর ঐ দাবীর সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পাঞ্জাবের বাটালার এক আহলে হাদীস আলিম **মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী** – যিনি মির্যার সহপাঠী ছিলেন – তাঁর দাবীটিকে প্রশ্ন আকারে দুশোরও বেশী আলিমের নিকট পেশ করেন। অতঃপর তাঁরা সবাই মির্যা গোলাম আহমাদকে কাফির বলে ফাত্‌ওয়া দেন।

তাঁর এই বইটি ভণ্ডনবী মিরযার প্রথম প্রতিবাদকারী উক্ত **মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী** রহমাতুল্লা-হি আলাইহির রূহের শান্তির জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে উৎসর্গিত হল।

রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না-ইন্নাকা আন্তাস সামীউল আলীম

মোর এই নগণ্য কীর্তি, স্মরণ করাবে মম স্মৃতি।
তাই মম অগোচরে, দুআ করিও মোর তরে।

—গ্রন্থকার।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিসমিল্লা-হির রহ্মা-নির রহীম

ভূমিকা

যাঁর অপার কৃপায় এই গ্রন্থটি প্রকাশ পেল সেই আল্লাহ তাআলার শতকোটি প্রশংসা। অতঃপর যাঁর মাহাত্ম্যকে কালিমামুক্ত করার জন্য এই পাতাগুলো মসিলিপ্ত করা হল সেই শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর আল্লার লাখ লাখ দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। তারপর যাঁরা তাঁর নির্ভেজাল মত ও পথের অনুসরণ করে থাকেন তাঁদের উপর করুণাময়ের আশীষ প্লাবিত হোক।

একদা মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ভবিষ্যদ্বানী কোরে বলেন, অতিশীঘ্র আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আর্বিভাব হবে। তাদের প্রত্যেকেই মনে করবে যে, সে আল্লাহর নবী। অথচ আমিই শেষনবী এবং আমার পরে আর কোন নবীই নেই (আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত, ৪৬৫ পৃষ্ঠা । অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, আমি আ-কিব। আর আকিব সেই, যার পরে কোন নবীই নেই । (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ৫১৫ পৃষ্ঠা) সুতরাং হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর পর আর কোন কায়া কিংবা ছায়া নবী আসতেই পারেনা। তবে তাঁর ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী দাজ্জালরূপী (৩০)ত্রিশজন মিথ্যুক নবী আসবেন।

যেমন ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মহানবী (সঃ) এর জীবনের শেষ দিকে দশম হিজরীর শেষে ইয়ামামাতে মোসায়লামা ইবনে হাবীব কাযযাব এবং ইয়ামনের সানআতে আসঅদ ইবনে কা'ব আনাসী ও তুলায়হা ইবনে খুঅয়লিদ আসাদী নামে তিন ব্যক্তি নবী হবার মিথ্যা দাবী করেন। (তাহ্যীবু সীরাতে ইবনে হিশাম,৩২৩-৩২৫ পৃষ্ঠা, ইবনে আসীরের আলকা-মিল ২য় খণ্ড,২০৫পৃষ্ঠা)। তারপর হযরত আবু বাকরের যুগে সাজজাহ বিনতে হারেস নামে এক নারীও নবী হবার দাবী করেন (তারীখে ইবনে জারীর, ২য় খণ্ড,৪৯৭ পৃষ্ঠা) এরপর থেকে সময়ে সময়ে কিছুব্যক্তি নবী হবার দাবী করতে থাকে। পরিশেষে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান উপশহরের

এক আত্মভোলা ব্যক্তি মিরযা গোলাম আহমাদ ১৯০৮ সালের ৫ই মার্চে নিজেকে রসুল ও নবী বলে দাবী করেন (কাদিয়ানী-পত্রিকা বাদ্র ৫ই মার্চ, ১৯০৮ সংখ্যা) এবং এই দাবীর প্রমাণে তিনি কুরআন ও হাদীসকে বিকৃত কোরে বহু বইও লেখেন। ফলে কিছু মুক্তমন ও সরলপ্রাণ লোককে তিনি তাঁর কাদিয়ানী-আহমাদী মতবাদের জালে ফাঁসিয়ে বিভ্রান্ত করেন।

তাঁর মৃত্যুর পর থেকে এখন পর্যন্ত তাঁর চারজন খলীফা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ কোরে আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশে তাঁর ভ্রান্ত মতবাদ জোরেশোরে প্রচার কোরে বেশ কিছু লোককে বিভ্রান্ত করেছেন এবং আরো করার চেষ্টায় লিপ্ত আছেন। ইদানিং পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন পল্লীতে তাদের তৎপরতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং কিছু কিছু আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিকে তারা কাদিয়ানী মতবাদে দীক্ষিত কোরে ফেলেছে। ফলে কুরআন ও হাদীসের নির্ভেজাল সত্যের অনুসারীদের টনক নড়ে উঠেছে। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, কাদিয়ানী তথ্য ও তত্ত্ব সংক্রান্ত বই বাংলা ভাষায় খুব কমই লেখা হয়েছে এবং দুচার খানা যা লেখা হয়েছিল তাও এখন দুস্প্রাপ্যে পরিণত হয়েছে। ফলে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং যুগের চরম চাহিদাতে এই তথ্যসমৃদ্ধ বইটি প্রকাশ করা হল। এই বইটি পড়ে কাদিয়ানী ভায়েরা যদি বিভ্রান্তিমুক্ত হন এবং মিরযা গোলাম আহমাদের স্বরূপ জানতে পেরে কাদিয়ানী মতবাদ থেকে তওবা করেন তাহলে এই লেখনীটিকে আমার পরকালের পাথেয় জ্ঞান করব। আল্লাহ গো ! আমাদের সবাইকে প্রকৃত ইসলাম বুঝবার এবং সেইমত আমল করার তওফীক দাও। আর যারা এই বইটি প্রথম প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নমুখী সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকে 'জাযা-য়ে-খায়র' দান কর-আমীন !

তারীখ ঃ- ১৪ই মার্চ, ১৯৮৬
২রা রজব, ১৪০৬ হিঃ
শুক্রবার

শেষনবীর শাফাআতের আশাধারী
শেখ আইনুল বারী আলিয়াভী
এস-১০২, মারেরোড, কলি- ৭০০ ০১৮

৩য় সংস্করণ প্রসঙ্গে

আল্লাহর অশেষ হাম্‌দ যে, এই বইটির ৩য় সংস্করণ ২য় সংস্করণের ৬ বছর পর বের হল। ১৯৮৫ সালের শেষদিকে পঃ বাংলার মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম এবং বর্ধমান ও ২৪ পরগনা জেলাগুলোর কতিপয় গ্রামে কাদিয়ানী-কুফরী মতবাদ মাথা চাড়া দিয়েছিল। তখন ১৯৮৬ সালে এর ১ম সংস্করণটা প্রকাশিত ও চারিদিকে প্রচারিত হওয়ার ফলে ঐ মতবাদের প্রচার পঃ বাংলায় নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। তার ১০ বছর পর ১৯৯৬ সালে কাদিয়ানী তৎপরতা মাথা চাড়া দেওয়ায় ১৯৯৬ সালে এই বইয়ের ২য় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার ফলও পাওয়া গিয়েছিল। বর্তমান ২০০২ সালে টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে পেটের দায়গ্রস্থ ২/৩ জন মৌলভীকে কাদিয়ানী বানিয়ে তাদের দ্বারা কাদিয়ানী মতবাদ বাংলার আনাচে কানাচে প্রচারের আপ্রান চেষ্টা চলছে।

তাই এই বইটির ৩য় সংস্করণ ৭৩টি বইয়ের সাহায্যে প্রকাশ করা হল। এতে বেশ কিছু তথ্য সংযোজিত হয়েছে। আল্লাহ এর দ্বারা বিভ্রান্ত কাদিয়ানীদের ইসলামের সুপথে ফিরিয়ে আনুন এবং নড়বড়ে-ঈমান অভাবীদেরকে এর দ্বারা কাদিয়ানীদের স্বরূপ জানার ও তাদের খপ্পরে না পড়ার তওফীক দিন-আমিন!

এই বইয়ে উদ্ধৃত আরবী, ফার্সী ও উর্দু উদ্ধৃতগুলো এই বইয়ের শেষ চারটি পৃষ্ঠাতে দেওয়া হয়েছে। আর ওগুলোর বাংলা উচ্চারণ বিভিন্ন পৃষ্ঠাতে ছড়িয়ে আছে।

তারীখ ঃ- ২৯শে নভেম্বর, ২০০২
২৩শে রমাযান
১৪২৩, শুক্রবার

ইতি-
পাঠকদের দোআর আশাধারী
শেখ আইনুল বারী আলিয়াভী

আহমাদী–মতবাদ ও কাদিয়ানী অবতারবাদ

ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার বাটালা মহকুমার অন্তর্গত কাদিয়ান উপশহরের এক পণ্ডিত মির্যা গোলাম আহমাদ ৫৬ বছর বয়সে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী নিজেকে (কেয়ামতের কিছু আগে আবির্ভূত) প্রতিশ্রুত মসীহ (ইবনে মারয়াম) হবার দাবী কোরে বলেন ঃ **মাসীহ্ কে না-ম পর ইয়েহ আ-জিয্ ভেজা গয়া** ঃ- অর্থাৎ মসীহের নামে এই অক্ষমকে পাঠালো হয়েছে (১- ফতহে ইসলাম, ১৯৭৭ সংস্করণের ১৬ পৃষ্ঠার টীকা ও তাওযীহে মারাম, ৩য় পৃষ্ঠা, ১৯৭৭ সংস্করণ। এই দাবীর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর এক সহপাঠী বাটালার আহলে-হাদীস আলেম মওলানা মোহাম্মাদ হোসায়ন বাটালভী (রহঃ) তাঁর দাবীকে প্রশ্ন আকারে দুশো আলেমের নিকট পেশ করলে সবাই এক বাক্যে মির্যাকে কাফের ফতওয়া দেন।

অতঃপর উক্ত মাসীহ্ দাবীর ৩ বছর ১ মাস, ২৫ দিন পর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ মে'য়া-রুল আখ্য়্যার শিরোনামে এক ইশতেহার প্রকাশ কোরে উক্ত মির্যা সাহেব নিজেকে আখেরী যুগের মাহদী বলে দাবী করেন। তারপর তার ১৪ বছর পরে ১৯০৮ সালের ৫ই মার্চে কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'বাদরে' তিনি ঘোষণা করেন ঃ- **হামা-রা- দাওয়া-হায় কে হাম্ রসূল আওর নাবী হ্যায়**

"আমার দাবী যে, আমি রসূল ও নবী।"

একদা তিনি বলেন ঃ-

মাঁই নে আপনে এক্ কাশ্ফ্ মেঁ দেখা কে মাঁই খোদ্ খোদা হুঁ অর্থাৎ একদা আমি কাশফে (হৃদয়ে ভাবের উন্মেষে) দেখলাম যে, আমি নিজেই খোদা (২–আয়িনায়ে কামালা -ত্ ৫৬৪ পৃষ্ঠা ও মোকাশিফাত ৯ম পৃষ্ঠা, কাদিয়া-নিয়্যাত আপনে আ-য়িনে মেঁ, ৪৮ পৃষ্ঠা

মির্যা সাহেব ১৮৮০ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত ২৮ বছরে ত্রিশেরও (৩০)বেশী দাবী করেন। যেমন তিনি শ্রীকৃষ্ণ, তিনি আদম, ইবরাহীম, মুসা, ইয়াকুব প্রমুখ (আলায়হিমুস সালাম) (৩–দুররে সামীন ১০০ পৃষ্ঠা।

তার বিভিন্নমুখী দাবীগুলো প্রমাণ করে যে, মির্যা গোলাম আহমাদ সাহেব বহুরূপী ও পাগল। উক্ত বহুরূপী সাহেব ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চে শয়তানী কুমন্ত্রনায় একটি জামাআত কায়েম করেন এবং নিজের নামানুসারে

তিনি ঐ জামাআতের নাম দেন -আহমাদী জামাআত- ১৯০৮ সালের ২৬শে মে।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তারা হলেন কাদিয়ানী ও লাহোরী। লাহোরী আহমাদীরা মির্যা গোলাম আহমাদকে নবী ও রসুল বলে মানেনা (৪- পয়গামে সুলহ পত্রিকা, ১৬ই অক্টোবর ১৯১৩ সংখ্যা, ২য় পৃষ্ঠা, মাসিক আলফুরকান, কাদিয়ান ৯৩ পৃষ্ঠা, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৪২ সংখ্যা)। তারা তাঁকে মোজাদ্দেদ ও সংস্কারক হিসাবে মানে। এই লাহোরী- গ্রুপের বিখ্যাত ব্যক্তি পাকিস্তানের বিজ্ঞানী ডঃ আব্দুস সালাম এবং স্যার যাফ্রুল্লাহ খান।কিন্তু ভারতের কাদিয়ানী আহমাদীরা তাঁকে নবী বলে স্বীকার করে। একদা তিনি বলেন, **"কে আছ, যে আমার জীবনীতে কোন দোষ বাহির করিতে পার"** (৫- তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমাদিয়া কর্তৃক প্রকাশিত মহা-সুসংবাদ, ২১ পৃষ্ঠা, ৭ম সংস্করণ, এপ্রিল - - ১৯৭৫) । তাই দেখা যাক যে, কাদিয়ানী–নবী মির্যা গোলাম আহমাদের ব্যক্তিগত জীবন কেমন ছিল।

মির্যার জন্মসনে কারসাজি

মির্যার জন্ম সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, আমার জন্ম ১৮৩৯ কিংবা ১৮৪০ এর শেষ সময়ে হয়েছিল (৬– কেতাবুল বারিয়্যার ১৪৬ পৃষ্ঠার টীকা ও কেতাব হায়াতুন্নবী, ১ম খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা)। তোহফায়ে গুলড়াভিয়্যাহ, ১৫৪ পৃষ্ঠার টিকায় লিখিত তাঁরই অন্য বর্ণনা অনুসারে তাঁর জন্মসন হয় ১৮৪৩ সালে অন্যদিকে লাহোরী আহমাদী গ্রুপের নেতা মওলানা মোহাম্মাদ আলী বলেন, মির্যা সাহেব ১৮৪৪ সালে জন্মেছিলেন (রিভিউ অফ রিলিজিঅনস্, মে–১৯২২ সংখ্যার ১৫৪ পৃষ্ঠা)। ১৮৯১ সালে মির্যা সাহেব দিল্লী গেলে তখন জনাব মোহাম্মাদ দীন সাহেব মির্যা গোলাম আহমাদকে জিজ্ঞেস করেন, এখন আপনার বয়স কত ? তিনি বলেন, ৬৪ কিংবা ৬৫ বছর (বাদর পত্রিকা, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯০৮ সংখ্যার ৮ম পৃষ্ঠা। এই বর্ণনানুসারে তাঁর জন্ম হয় ১৮২৭ সালে। তাঁর রচিত কোন বইয়ে তাঁর জন্ম তারীখের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর চেলারা বলেন, তাঁর জন্ম তারীখ ১৮৩৫ ইসাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার (৯- পূর্বোক্ত মহা-সুসংবাদ, ২৮ পৃষ্ঠা)। এইজন্যই ফারসী ভাষায় বলে ঃ- পীরাঁ নামী পারান্দ মুরীদাঁ মী পারা-নান্দ অর্থাৎ পীররা ওড়েননা, মুরীদরা ওড়ায়।

যিনি নিজের জন্মসাল সম্পর্কে কয়েকরকম কথা বলেন, তিনি কি নবী, না ভণ্ড ?

বংশ পরিচয়ে বহুরূপী মির্যা

মিরযা বলেন, আমার নাম গোলাম আহমাদ এবং আমার পিতার নাম গোলাম মোরতাযা, আর আমার দাদার নাম আতা মোহাম্মাদ (১০-কেতাবুল বারিয়্যাহ, ১৩৪ পৃষ্ঠা)। তাঁর মায়ের নাম ছিল চেরাগ বিবি। যিনি হোশিয়ারপুর জেলার মেয়ে ছিলেন (১১- মিরযার পুত্র বাশীর আহমাদ কাদিয়ানী রচিত সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, ৭ম পৃষ্ঠা)। মির্যা বলেন,আমি আমার বাপদাদার জীবনী সংক্রান্ত বইয়ে পড়েছি যে, তাঁরা ছিলেন মোঘল গোত্রের লোক। এইরূপ আমার পিতার মুখেও ঐ কথা শুনেছি।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমার নিকট অহী পাঠিয়েছেন যে, তাঁরা তুর্কীজাতী (মোঘল) নয়, বরং তারা ছিলেন পারস্য বংশীয়। আর আল্লাহ আমাকে এ খবরও দিয়েছেন যে, আমার দাদীদের কেউ কেউ নাকি ফাতেমার বংশধর ও আহলে বায়তের মধ্যে ছিলেন (১২-যামীমা হাকীকাতুল অহী, ৭৭ পৃষ্ঠা) । অন্য বর্ণনায় মির্যা বলেন, আমি ফাতেমার বংশধর ফাতেমী এবং আমার খান্দান ইসহাক (নবীর) বংশধর (১৩-তোহফায়ে গোলড়াভিয়াহ, ২৯ পৃঃ)। আর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, আমি হাশেমী। কারণ, আমার কতিপয় দাদী সাইয়েদ বংশের ছিলেন, কিন্তু আমার পিতা নন (১৪- লেকচার শিয়ালকোট, ১৭ নম্বর)। কোন বর্ণনায় তিনি বলেন, আমি ইসরায়ীলী (১৫- এক গালাতী কা এযা-লা, ১৭ পৃষ্ঠা ১৯৭০ সংস্করণ।

উপরের বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, মিরযার জন্মসনের মত তাঁর বংশের ও ঠিক নেই। একদা তিনি বলেন, ডাহা মিথ্যুকের কথায় স্ববিরোধী বক্তব্য থাকবে (১৬- যামীমাহ বারা-হীনে আহমাদিয়াহ, ৫ম খণ্ড, ১১২ পৃঃ, আলকা-দিয়ানিয়্যাহ, ২০৭ পৃষ্ঠা)। তাহলে মিরযা সাহেব নিজেরই সাক্ষ্যানুযায়ী ডাহা মিথ্যুক নন কি? আর ডাহা মিথ্যুকব্যক্তি নবী, না দাজ্জাল?

মির্যার শিক্ষাদীক্ষা

মিরযা বলেন, আমি যখন যৌবনে পদার্পন করি তখন কিছু ফারসী পড়ি এবং আরবী ব্যাকরণের সার্ফ ও নাহভের কিছু অংশ ও অন্যান্য বিদ্যাও

পড়ি। আর তিব (হেকীমী) গ্রন্থাবলীর সামান্য অংশ পড়ি। কিন্তু হাদীস ও ফেকহের নীতিশাস্ত্র এবং ফেকহশাস্ত্র খুব বেশী পড়াশুনার সুযোগ পাইনি। তা কেবল শিশির বিন্দুর মত ছিল (১৭-আত্‌তাবলীগ এলা মাশায়িখিল হিন্দ, ৯৫ পৃষ্ঠা, আলকাদিয়ানিয়্যাহ, ১২৭ পৃঃ)। শিয়ালকোটের নাইট স্কুলে তিনি ইংরাজীর একটি কিংবা দুটি বই পড়েছিলেন (১৮- (মিরযার পুত্র বাশীর আহমাদ রচিত সীরাতুল মাহদী; ১ম খণ্ড, ১৩৭পৃঃ)।

এই অল্পবিদ্যার কারণে মিরযা সাহেব তাঁর রচিত বইয়ে কতিপয় এমন মারাত্মক ভুল করেছেন যা শুনলেও হাসি পায়। যেমন তিনি লিখেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর জন্মের কিছুদিন পর তাঁর পিতা মারা যান। (১৯- পয়গামে সুলহ; ১৯ পৃঃ)। অথচ ইসলামী ইতিহাসে সামান্যতম জ্ঞানসম্পন্ন লোকও জানে যে, মহানবী (সঃ) এর জন্মের আগে তাঁর পিতা মারা যান। তিনি লিখেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)এর এগারটি (১১টি)পুত্র ছিল। সবাই মারা যান (২০- চশ্‌মায়ে মারেফাত, ২৮৬ পৃঃ আলকাদিয়ানিয়্যাহ, ১২৮ পৃঃ)। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, প্রিয়নবী (সঃ) এর মাত্র তিনটি, (মতান্তরে) চারটি পুত্র ছিল। এটাও মির্যার ভূল তথ্য।তিনি আর এক জায়গায় বলেন, প্রতিশ্রুত সন্তানটি ইসলামী মাসের ৪র্থ মাস অর্থাৎ সফর মাসে জন্মগ্রহণ করে (২১- -তিরয়্যাকুল কুলুব, ৪৩ পৃষ্ঠা)। যেকোন শিশুও জানে যে, সফর মাস চাঁদের চতুর্থ মাস নয়, বরং তা দ্বিতীয় মাস। এ সমস্ত মারাত্মক ভুলগুলো মির্যার আফিম খাওয়ার ঘোর নয় তো ?

ঘুষখোর, মদখোর ও চরিত্রহীন মির্যা গোলাম আহমাদ

মির্যা গোলাম আহমাদের পরিচিতগণ বলেন, শিয়ালকোটের কাছারীতে চাকুরী করার সময় মির্যা সাহেব খুব ঘুষ খেতেন। সেই ঘুষেরই চার হাযার টাকা দিয়ে তিনি তাঁর দ্বিতীয় বিবির অলংকার তৈরী করেছিলনে (রায়ীসে কা-দিয়ান, ২৪ পৃষ্ঠা)। তাঁর পিতা তাঁর বিরুদ্ধে আওয়ারাগিরি ও বদচলনের অভিযোগ সারাজীবন করতে থাকেন (২৩- ঐ-৪৩ পৃষ্ঠা, কাদিয়ানিয়্যাত আপনে আয়ীনে মেঁ ২৩ পৃষ্ঠা)। একদা তিনি এক বেশ্যা মেয়ের সারাজীবন বেশ্যাগিরির উপার্জন চাঁদা হিসেবে গ্রহণ করেন (২৪- চৌদভেঁ সদী কা মাসীহ, ৮৮ পৃষ্ঠা)।

একদা তিনি তাঁর এক মুরীদ মোহাম্মাদ হোসায়েনকে এক পত্রে লেখেন ঃ- এখন মিঞা ইয়ার মোহাম্মাদকে পাঠানো হল। আপনি নিজে খাবার জিনিষগুলো

কিনে দেবেন এবং এক বোতল ওয়াইনের টনিক পিলুমরের দোকান থেকে কিনে দেবেন। টনিক কিন্তু 'ওয়াইন' চাই। এটা যেন খেয়াল থাকে (খুতুতে ইমাম বনামে গোলাম, ৫ম পৃষ্ঠা, মাজমুআহ মকতুবাতে মিরযা বনামে মোহাম্মাদ হোসায়ন কোরায়শী। পিলুমরের দোকানে জিজ্ঞেস করা হয় যে, টনিক ওয়াইন কি জিনিষ ? উত্তরে বলা হয় যে, টনিক ওয়াইন একপ্রকার শক্তিবর্দ্ধক ও নেশা আনয়নকারী মদ, যা বিলেত থেকে মুখ মোড়া বোতলে আসে। ওর দাম আট টাকা (সওদায়ে মিরযা, ৩৯ পৃষ্ঠা, মিরযায়িয়্যাত আওর ইসলাম, ১২৯ পৃষ্ঠা)।

মির্যা বাশীরুদ্দীন মাহমুদ বলেন, মসীহে মওউদ (মির্যা সাহেব) তিরয়্যা-কে এলাহী ওষুধটি খোদাতাআলার নির্দেশমত তৈরী করেন। ওর একটা বড় অংশ আফিম ছিল। তাতে আরো কিছু আফিম বাড়িয়ে দিয়ে প্রথম খলীফা (নুরুদ্দীনকে) হুযুর (মির্যা সাহেব) ছমাসেরও অধিক দিতে থাকেন। এবং তিনি নিজেও কখনো কখনো বিভিন্ন রোগের চাপের সময় তা ব্যবহার করতে থাকেন (২৭– কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত পত্রিকা আলফায্‌ল, ১৯শে জুলাই- - ১৯৯৯ সংখ্যায় মিরযা বাশীরুদ্দীন মাহমুদের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

এক বর্ণনায় মির্যা সাহেব নিজেই বলেন, আমি যদি বহুমূত্র রোগের কারণে আফিম খাবার অভ্যাস করি তাহলে আমি ভয় খাই যে, লোকেরা ঠাট্টা কোরে একথা না বলে দেয় যে, প্রথম মসীহ তো মদখোর ছিল এবং দ্বিতীয় মসীহ আফিম খোর (২৮– রিভিউ অফ রিলিজিয়নস্‌, এপ্রিল- ১৯০৩ সংখ্যা, ১৪৯ পৃষ্ঠা)। এখানে প্রথম মসীহ বলতে ঈসা আলায়হিস সালাম এবং দ্বিতীয় মসীহ মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী।

পাকিস্তান লায়ালপুরের আলমিম্বর পত্রিকায় কাদিয়ানীদের বিশ্বস্ত সূত্র থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেছে যে, মির্যা সাহেব না-মাহরম (যাদের সাথে বিয়ে হারাম নয় এমন) নারী দ্বারা পা টেপাতেন। ঐ না-মাহরম নারীগণ বুড়ীও হোত এবং যুবতীও থাকতো (২৯– আলমিম্বর ৯ই শওওয়াল–১৩৮৭ হিজরী)।

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, কাদিয়ানীদের নাবী মির্যা গোলাম আহমাদ ঘুষখোর, মদখোর, আফিমখোর ও চরিত্রহীন ছিলেন। অতএব ঐ বদ গুণগুলো তাঁর চারিত্রিক দোষ নয় কি ? এইসব কারণে মনে হয় তিনি দেড় ডজনেরও অধিক রোগগ্রস্থ ছিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় মারাত্মক রোগ নিম্নে বিবৃত হল।

কাদিয়ানী-নবী বহু জটিল রোগী

মিরযা সাহেব ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে 'মসীহ' হবার দাবী করেন। কিন্তু ওর দুবছর আগে তাঁর পুত্র প্রথম বশীরের মৃত্যুর (৪ঠা নভেম্বর, ১৮৮৮ এর) কয়েকদিন পর তিনি হিষ্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হন। তারপর থেকে তিনি রীতিমত হিষ্টিরিয়ায় আক্রান্ত হতে থাকেন (৩০- সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, ১৩ ও ২২ পৃষ্ঠা)। মিরযা নিজে বলেন, আমার দুটি অসুখ আছে। একটি দেহের উপরের দিকে এবং অপরটি দেহের নীচের দিকে। অর্থাৎ মৃগী এবং বহুমূত্র (৩১- বাদর, ৭ই জুন ১৯০৬ সংখ্যার ৫ম পৃষ্ঠা)। তিনি বলেন, আমার এই দুটি রোগ সেইসময় থেকে আছে যখন থেকে আমি নিজেকে আল্লাহর তরফ থেকে প্রত্যাদিষ্ট (অহী প্রাপ্ত)বলে প্রচার করেছি (৩২- হাকীকাতুল অহী, ৩০৭ পৃঃ)। আমার বহুমূত্র রোগ প্রায় বিশ বছর থেকে আছে (৩৩- ঐ- ৩৬৩-৩৬৪ পৃঃ)। কখনো দিনরাতে একশো বার পেশাব আসে (৩৪- বারাহীনে আহমাদিয়াহ, ৫ম খণ্ড, ২০১ পৃঃ নুযূলুল মসীহ, ২৩৫, পৃঃ কাদিয়ানিয়্যাত আপনে আয়ীনে মেঁ, ৩৬ পৃঃ)। আমার টিবি রোগও হয়েছে (৩৫- তিরয়্যা-কুল কুলুব ৭৬ পৃঃ)। আমি একজন চিররোগী ব্যক্তি (৩৬- বিয়াযে নুরুদ্দীন ১ম খণ্ড, ২২১ পৃঃ, যামীমা আরবায়ীন ৪৭৩ নং, ৪র্থ পৃষ্ঠা)।

হাকীম নুরুদ্দীন সাহেব বলেন, মৃগী হল মালীখুলিয়া রোগের একটি শাখা এবং মালীখুলিয়া পাগলামীর একটি ভাগ (৩৭- বিয়াযে নুরুদ্দীন, ১ম খণ্ড, ২১১ পৃঃ। সুতরাং মিরযা গোলাম আহমাদের সমস্ত এলহাম ও অহী মৃগীরোগের পাগলামী নয় কি ? যিনি দিনরাতে একশো বার পেশাবখানায় দৌড়ান তাঁর কাছে জিবরায়ীল আসে, না ইবলীস শয়তান আসে ? এ ব্যাপারে তাঁর এক ভক্তের সাক্ষ্য শুনুন।

এক অ্যাসিস্টান্ট সার্জেন ডাঃ শাহনাওয়ায খান কাদিয়ানী বলেন, কোন এলহামের দাবীদার ব্যক্তির ব্যাপারে যদি এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তিনি হিষ্টিরিয়া, মালীখুলিয়া ও মৃগী রোগী ছিলেন তাহলে তার দাবীর প্রতিবাদে আর কোন আঘাতের প্রয়োজনই হয়না। কারণ,এটা এমন একটা আঘাত যা তার সত্যতার সৌধকে জড় থেকে উপড়ে ফেলে (৩৮– রিভিউ অফ কাদিয়ান, আগষ্ট ১৯২৬ সংখ্যার ৬ ও ৭ম পৃঃ) । আল্লামা বুরহাদ্দীন 'শারহুল আসবা-ব অলআলা-মা-ত লিআমরা-যির রা-স' গ্রন্থে বলেন, মৃগীরোগ এমন রোগ যার ফলে তার স্বাভাবিক খেয়াল ও চিন্তাশক্তি বিগড়ে যায়। পরিশেষে তা

এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, ঐ রোগী মনে করতে থাকে যে, সে অদৃশ্যজ্ঞানী আলেমুল গায়েব এবং কোন কোন ঐরূপ রোগী ভাবতে থাকে যে, সে ফেরেশ্‌তা (৩৯- আলকা-দিয়ানিয়্যাহ ২৪-২৫ পৃষ্ঠা)।

মির্যার চোখেরও দোষ ছিল। যার ফলে তিনি সম্পূর্ণ চোখ মেলতে পারতেন না। তাঁর পুত্র মিরযা বাশীর আহমাদ বলেন, একদা হযরত (মিরযা সাহেব) তাঁর কতিপয় মুরীদ ও ভক্তের সাথে ছবি তুলতে চান। তখন ক্যামেরাম্যান তাঁকে কিছুটা চোখ খুলতে বলেন। যাতে ছবিটি পরিষ্কার হয়। তাই হযরত (মিরযা সাহেব) খুব কষ্ট কোরে চোখ মেলতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না (৪০- সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং উক্ত কাদিয়ানী ডাক্তারের সাক্ষ্যনুযায়ী একথা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় না কি যে,মৃগী ও হিষ্টিরিয়া রোগী কাদিয়ানী-নবী মিরযা গোলাম আহমাদের এলহাম ও অহীপ্রাপ্তির দাবীগুলো আল্লাহর অহী নয়। বরং তিনি যখন মদখেয়ে চুর হোয়ে থাকতেন এবং আফিমের ঘোরে চোখ লাল কোরে বসে থাকতেন এবং সেই সময় মৃগী রোগ তার ওপরে চাপলে তিনি মাটিতে মুখ রগড়াতে থাকতেন তখন ইবলীস শয়তান তার ঘাড়ে চেপে বসে তাকে বিভিন্ন প্রকার কুমন্ত্রণা দিত যেগুলোকে তিনি এলহাম ও অহী মনে করতেন।কারণ, তার অহীগুলো ছিল কাফেরী ও মোশরেকী। যেমন তিনি বলেন ঃ- **মাঁই নে য়েক্ কাশ্‌ফ্ মেঁ দেখা কে মাঁই খোদ্ খোদা হুঁ**--অর্থাৎ আমি একটি কাশফে (হৃদয়ে ভাবের উন্মেষে) দেখলাম যে, আমি নিজেই খোদা (৪১- মনযুর ইলাহী সম্পাদিত মোকা-শেফা-ত, ৯ম পৃঃ)। অন্য এক কাশফের বিবরণে মিরযা বলেন, **আল্লাহ তাআ'-লা-নে রুজূলিয়াত্ কী কুওঅত কা- এয্‌হা-র্ ফারমায়া**— কাশফের অবস্থা তার উপরে এমনভাবে প্রতিফলিত হয় যে, তিনি নারী হোয়ে যান এবং আল্লাহ তাআলা তার উপরে পুরুষ শক্তি প্রয়োগ করেন (৪২– কাযী ইয়ার মোহাম্মাদ খান কাদিয়ানী রচিত ইসলামী কুরবানী, ৩৪ পৃষ্ঠা)।

কাদিয়ানী ধর্ম্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে পার্থক্য

একদা জুমআর খোতবায় মিরযার দ্বিতীয় খলীফা বশীরুদ্দীন মাহমুদ বলেন, হযরত মসীহে মওউদের (মিরযা গোলাম আহমাদের) মুখনিঃসৃত বানী আমার কানে বাজছে। তিনি বলেন, একথা ভুল যে, অন্যান্যদের সাথে আমাদের মতভেদ কেবল ঈসার মৃত্যু ও কতিপয় মসলায় আছে। তিনি বলেন, আল্লাহ

তাআলার সত্ত্বা, রসুলে করীম সল্লাল্লা-হু আলায়হি অসাল্লাম, কুরআন, নামায, রোযা, হজ্জ্ব, যাকাত, মোটকথা তিনি বিশদভাবে বলেন, প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের সাথে তাদের মতভেদ আছে (৪৩- আলফযল কাদিয়ান, ৩০শে জুলাই, ১৯৩১ সংখ্যায় প্রকাশিত মিরযা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমাদের জুমআর খোতবা)। প্রথম খলীফা বলেন, ওদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) ইসলাম এক এবং আমাদের (কাদিয়ানী ধর্ম)আলাদা (৪৪- ঐ—পত্রিকা ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯১৪ সংখ্যা।

কাদিয়ানীদের স্বতন্ত্র আল্লাহর পরিচয়

মিরযা গোলাম আহমাদ বলেন ঃ- **রব্বুনা-আ-জ্বন**— আমাদের রব্ব (প্রতিপালক আল্লাহ্) হাতীর দাঁত (৪৫– বারহীনে আহমাদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, ৫৫৫ পৃঃ কা-দিয়ানিয়্যাত আপনে আয়ীনে মেঁ, ৮৪ পৃঃ)। মিরযা বলেন, **এক এলহামে খোদা আমাকে বলেছেন,** আমি (অর্থাৎ খোদা) নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং রাত জাগি ও ঘুমাই (৪৬) মনযুর এলাহী কাদিয়ানী সম্পাদিত মিরযা গোলাম আহমাদের আরবী এলহাম-সংকলন আল বুশরা, ২য় খণ্ড ৭৯ পৃঃ, আলহাকাম কাদিয়ান ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩)। অন্য এলহামে আল্লাহ মিরযাকে বলেন, আমি রসুলদের কথার জওয়াব দিই এবং ভুল করি ও নির্ভুলও থাকি (৪৭- ঐ-পৃষ্ঠা—বাদর, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩ সংখ্যা) । আমার নাম নিতে আল্লাহ লজ্জা পেলেন। তাই ঐ লজ্জা আমার নাম নিতে তাঁকে বাধা দিল (৪৮- হাকীকাতুল অহী, ৩৫৬ পৃঃ)।

আর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, বারা-হীনে আহমাদিয়ার ৪র্থ খণ্ডের ৪৯৬ পৃষ্ঠায় যেমন সন্নিবিষ্ট আছে সেই মোতাবেক মারয়্যামের মত ঈসার রূহ আমার মধ্যে ফুঁকে দেওয়া হল এবং **ইস্তিআ'-রহ্ কে রঙ্গ মেঁ মুঝে হা-মেলাহ্ ঠায়রা-য়া গয়া**—পরোক্ষভাবে আমাকে গর্ভবতী করা হল (৪৯- কাশতিয়ে নূহ, ৬৮ পৃষ্ঠা, কাদিয়ান ছাপা, ৫ই নভেম্বর, ১৯০২ সংস্করণ। কারণ, মিরযা বলেন ঃ-**মুঝে খোদা সে এক্ নিহা-নী তাআ'ল্লুক হায় জো কা-বেলে বায়া-ন্ নেহী**— আমার সাথে খোদার এক গোপন সম্পর্ক আছে যা বর্ণনাযোগ্য নয় (৫০- বারা-হীনে আহমাদিয়া, ৫ম খণ্ড, ৬৩ পৃঃ, কাদিয়ানিয়্যাত আপনে আয়ীনে মেঁ ৪৮ পৃষ্ঠা) । তিনি বলেন, আমাকে এক এলহামে আল্লাহ বলেন ঃ- **আন্তা মিন্নী ওয়া আনা মিনকা ০ যুহূরুকা যুহূরী** অর্থাৎ হে মিরযা ! তুমি আমার মধ্য হতে এবং আমি তোমার মধ্য হতে। তোমার আত্মপ্রকাশ আমারই

বিকাশ (৫১- অহীয়ে মোকাদ্দাস, ৭৩ পৃষ্ঠা । আমাকে আল্লাহ বলেন ঃ- **আন্তা মিম্ মা-য়িন**--তুমি আমার পানী হতে তৈরী (৫২) আনজা-মে, আতহাম ৫৫ পৃঃ, আলকাদিয়ানিয়্যাহ, ১০০ পৃঃ। অন্য এলহামে আল্লাহ বলেন ঃ- **ইয়া আহ্মাদ! ইয়াতিম্মু ইস্মুকা অলা-ইয়াতিম্মু ইসমী** হে আহমাদ! তোমার নাম পূর্ণতা পাবে। কিন্তু আমার নাম পূর্ণতা পাবেনা (৫৩) আরবয়ীন, ৩নং ৬ষ্ঠ পৃঃ)।

ফলকথা কাদিয়ানী নবীর আকীদায় আল্লাহ মানুষকে লজ্জা করেন ও ব্যাভিচার করেন এবং নামায পড়েন, রোযা রাখেন ও ভুলভ্রান্তি করেন। এই রূপ উক্তিকারী- দাজ্জালের ফেতনা থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন— আমিন ! এবার দেখুন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এবং অন্যান্য নবীদের সম্পর্কে আহমাদীরা কি ধারণা পোষণ করেণ।

নবীদের সম্পর্কে কাদিয়ানীদের ধারণা

মিরযা বলেন, বহু নবী এসেছেন, কিন্তু আল্লাহ্র পরিচয়জ্ঞানে আমার উপরে কেউ টেক্কা মারতে পারেনি। তাছাড়া সমস্ত নবীকে যা দেওয়া হয়েছে আমাকে একা তার চেয়েও বেশী দেওয়া হয়েছে।(৫৪- দুররে সামীন ২৮৭ ও ২৮৮ পৃঃ। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন ঃ- **উতীতু মা-লাম্ ইয়ু'তা আহাদুম মিনাল আ'-লামীন** অর্থাৎ আমাকে যা দেওয়া হয়েছে তা পৃথিবীর আর কাউকে দেওয়া হয়নি (৫৫- হাকীকাতুল অহী, ১০৭ পৃঃ ১৯৫২ সংস্করণ, ওরই যামীমাহ, ৮৭ পৃঃ)। খোদা তাআলা একথা প্রমাণ করার জন্য যে, আমি তাঁর তরফ থেকে প্রেরিত এত বেশী চিহ্ন দেখিয়েছি যে, সেগুলো যদি হাযার নবীর মধ্যেও বেঁটে দেওয়া হয় তাহলে তা তাঁদেরও নবী হওয়ার প্রমাণ হতে পারে (৫৬- চশমায়ে মা'রেফাত, ৩১৭ পৃষ্ঠা)। নবী সল্লাল্লা-হু আলায়হি অসাল্লাম এর মোজেযা (অলৌকিক) ঘটনা ছিল তিন হাযার, কিন্তু আমার মোজেযা দশ লাখেরও বেশী (৫৭- তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন, ৪১ পৃঃ, আলকা-দিয়ানিয়্যাহ ৬ পৃঃ)। মিরযার পুত্র বাশীর আহমাদ বলেন, **গোলাম আহমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি রসুলুল্লাহ এর চেয়েও তীব্র ও শক্তিশালী ছিল** (৫৮- রিভিউ অফ রিলিজিঅনস ১৪৭ পৃষ্ঠায় 'কালেমাতুল ফাসল' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, আলকা-দিয়ানিয়্যাহ, ৮৪ পৃঃ)। হাঁ, আফিমখোর, মদখোর ও মেয়েবাজ ব্যক্তির আধ্যাত্মিকতা পূতচরিত্র নবীর চেয়ে তো বেশী হবেই।

মিরযা বলেন, **ঈসার তিন দাদী ও নানী ব্যাভিচারীনী ও দেহ ব্যবসায়ী নারী ছিলেন** (৫৯- যামীমাহ আনজা-মে আতহাম ৬ষ্ঠ পৃঃ, কাদিয়ানিয়্যাত আপনে আয়ীনে মেঁ, ৯২ পৃঃ)। হাঁ, ঈসার প্রায়ই গাল দেওয়া ও মুখ খারাপ করার অভ্যাস ছিল।................ একথাও যেন মনে থাকে যে, কিছু মিথ্যা বলাও তাঁর অভ্যাস ছিল (৬০- চশমায়ে মাসীহী, ৯ম পৃঃ)। মারয়্যামের পুত্র (ঈসা) কৌশল্যের পুত্রের চেয়ে কিছু ভাল ছিলনা (৬১- আনজা-মে আতহাম, ৪১ পৃষ্ঠা। প্রকৃতপক্ষে মৃগীরোগের কারণে ঈসা পাগল হোয়ে গিয়েছিলেন (৬২-সত্যবচন ১৭১ পৃষ্ঠার টীকা)। ঈসার সারাজীবনে তিনবার শয়তানী এলহাম হোয়েছিল। তাই একবার ঐ এলহামের কারণে তিনি আল্লাহকে অস্বীকার করতেও তৈরী হয়ে গিয়েছিলেন (৬৩- যামীমাহ আনজা-মে আতহাম, ৬ষ্ঠ পৃঃ কাদিয়ানিয়্যাত, ৯২-৯৫ পৃষ্ঠা)।

যিনি নিজেকে দ্বিতীয় 'মসীহ' বলে দাবী করেছেন তিনি প্রথম মসীহকে মৃগীরোগী, পাগল ও চরিত্রহীন বলে আখ্যায়িত কোরে নিজের দোষ কাটাতে চান কি ? যিনি মহানবী (সঃ) এর উপরেও টেক্কা মারতে চান তিনি ইবলীস শয়তানের চেলা ছাড়া নবী হতে পারেন কি ?

ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে মিরযা বলেন, ঈসা (আঃ) যাদুকর ছিলেন এবং তাঁর থেকে যা প্রকাশিত হয়েছে সে সবই ঐ যাদুর কারণে হয়েছে (৬৪- এযা-লাতুল আওহা-ম, ৩০৯ পৃঃ, আলকা-দিয়ানিয়্যাহ, ১৫০ পৃঃ)। তাই প্রশ্ন ওঠে যে, যিনি নিজেকে মাসীলে-মাসীহ বা ঈসার মত বলে দাবী করেন তাঁর থেকে যে দশলাখ অলৌকিক চিহ্ন প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো তার মেসরেজম ও যাদুর কারণে হয়েছিল কি ?

কাদিয়ানী নবীর এলহামী কিতাব বিশ পারা

কাদিয়ানী নবী মিরযা গোলাম আহমাদ বলেন ঃ- **খোদা কা কালাম ইস কাদার মুঝ পার্ না-যিল হুওয়া হায় কে আগার উঅহ্ তামা-ম্ লিক্খা-জা-য়ে তো বিশ জুয্ সে কাম্ নেহী হোগা**- খোদার বানী আমার উপরে এত অবতীর্ণ হয়েছে যে, সেসব যদি লেখা হয় তাহলে তা বিশ পারার কম হবে না (৬৫- হাকীকাতুল অহী, ৩৯১ পৃঃ ।

এক বিখ্যাত কাদিয়ানী কাযী মোহাম্মাদ ইউসুফ বলেন, খোদা তাআলা হযরত আহমাদ আলায়হিস সালামের (মিরযা গোলাম আহমাদের) সমস্ত

এলহামকে "আলকেতাবুল মুবীন" বলেছেন এবং এলহামগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে 'আয়াত' নাম দিয়েছেন। মিরযা সাহেবকে এই এলহাম কয়েক দফা করা হয়েছে। সুতরাং তাঁর অহীকে আলাদা আলাদাভাবে আয়াত বলা যেতে পারে। কারণ, খোদা তাআলাই ওগুলোর ঐরূপ নাম দিয়েছেন (৬৬- আননুবুওঅতো ফিল ইলহা-ম্ ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা।

মিরযা তাঁর অহীর প্রতি ঈমান সম্পর্কে বলেন ঃ- মুঝে আপনী অহি পার্ **অয়সা-হী ঈমা-ন্ হায় জেয়সা- কে তাওরাত ও ইনজীল্ আওর কুরআ-নে হাকীম পার হায়** অর্থাৎ আমার নিজের অহীর উপর ঐরূপ বিশ্বাস আছে যেমন তওরাত এবং ইনজীল ও কুরআনে হাকীমের উপরে আছে (৬৭– তাবলীগে রেসালত, ২য় খণ্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা।

তিনি অন্য বর্ণনায় বলেন, আমি খোদা তাআলার কসম খেয়ে বলছি, আমি ঐসব এলহামের উপর ঐরূপ ঈমান রাখি যেমন কোরআন শরীফের উপর এবং খোদার অন্যান্য কেতাবের উপর। আর কোরআন শরীফকে আমি যেভাবে নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে খোদার কালাম বলে মনে করি ঠিক তেমনিভাবে ঐসব বাণীকেও, যা আমার উপরে অবতীর্ণ হয়ে থাকে খোদার কালাম বলে বিশ্বাস করি (৬৮– হাকীকাতুল অহী, ২১ পৃষ্ঠা)।

তাই কাদিয়ানীদের এক বিখ্যাত প্রচারক জালালুদ্দীন শাম্‌স বলেন, হযরত মসীহে মওউদ (আঃ) তাঁর এলহামগুলোকে আল্লার বাণী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। অতএব ওর মর্যাদা আল্লার কালাম হবার কারণে কোরআন মাজীদ, তওরাত ও ইনজীলের মত (৬৯– মুনকেরীনে সাদা-কাত কা আনজা-ম, ৪৯ পৃষ্ঠা)।

মিরযার উপর অবতীর্ণ ঐ কোরআনের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর পুত্র ও কাদিয়ানীদের দ্বিতীয় খলীফা মিরযা বশীরুদ্দিন মাহমুদ এক জুমআর খোতবায় বলেন, এখন আর কোন কোরআনই নেই সেই কোরআন ছাড়া যা হযরত মসীহে মওউদ (মিরযা গোলাম আহমাদ) পেশ করেছেন............ আর কোন নবী নেই সেই নবী ছাড়া যিনি হযরত মসীহে মওউদের আলোকে দেখা দেন (৭০- আলফাযল পত্রিকার ১৫ই জুলাই, ১৯২৪ সংখ্যায় মিরযা মাহমুদের জুমআর খোতবা দ্রষ্টব্য; মাওলানা ইহসান ইলাহী যহীর রচিত মিরযা-য়িয়াত আওর ইসলাম, ৪৭,৪৮,৫০,৫২, ৫৪ পৃষ্ঠা)। কাদিয়ানী- কোরআনের একটি আয়াত এই ঃ- **ইন্নাল্লা-হা ইয়ানযিলু ফিল ক-দিয়া-ন্** অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ

কাদিয়ানে অবতরণ করেন (৭১ –আলবুশ্‌রা- ৫৬ পৃষ্ঠা, আলকাদিয়ানিয়্যাহ ১১৭ পৃষ্ঠা)। অন্য বর্ণনায় ইয়ানযিলু শব্দের বদলে ইয়াতানাযযালু' শব্দ আছে (৭২- আনজা-মে আতহাম, ৫৫ পৃষ্ঠা)।

কাদিয়ানী নবীর উপর অহীর অবতরণ
এবং ফেরেশ্‌তার আগমন

শেষনবী হযরত মুহম্মাদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু অসাল্লাম এর এন্তেকালের পর আল্লাহর অহী নিয়ে এই জগতে জিবরাঈল (আঃ) এর আগমন বন্ধ হয়ে গেছে। তথাপি কাদিয়ানী নবী বলেনঃ **আ-মাদ নায্দে-মান্ জিবরাঈল** আলাইহিস্ সালাম অর্থাৎ আমার নিকট জিবরীল আলায়হিস সালাম এলেন এবং আমাকে বেছে নিলেন। আর আমার আঙুলটি নাড়া দিয়ে এশারা কোরে বললেন, খোদা তোমাকে শত্রুদের থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন (৭৩ মিরযা রচিত মাওয়াহিবুর রহমান, ৪৩ পৃঃ, মিরযায়িয়্যাত, ৪৬ পৃঃ)। মিরযার ঐ অহি নাকি কখনো ইংরাজী ভাষাতেও অবতীর্ণ হোত। যেমন তিনি বলেন, একদা আমি ১জন ফেরেশ্‌তাকে এক নবযুবক ফেরেশ্‌তার বেশে দেখলাম। তার বয়স ২০ বছরও পার হয়নি। সে একটি চেয়ারে বসেছিল এবং তার সামনে একটি টেবিল ছিল। তখন আমি তাকে বললাম, তুমি খুবই সুন্দর।সে বললো, হ্যাঁ (৭৪– তাযকেরায়ে অহিয়ে মোকাদ্দাস, ৩১ পৃঃ)। তারপর সে ইংরাজীতে এলহাম পাঠাল ঃ- I Love You আমি তোমাকে ভালোবাসি; I Shall Help you আমি তোমাকে সাহায্য করব; I Can What I Will Do আমি যা চাইব তা করতে পারি। আমি ঐ উচ্চারণ ও বাকশৈলী দ্বারা বুঝতে পারলাম যে, সে ইংরেজ, আমার মাথার কাছে কথা বলছে (৭৫ বারা-হীনে আহমাদিয়া, ৪৮০ পৃঃ আলকাদিয়ানিয়্যাহ, ১৫পৃঃ)। তাঁর নিকট আগমনকারী এক ফেরেশ্‌তার নাম টিচি (৭৬ অহিয়ে মোকাদ্দাস, ৪৮৬ পৃঃ)। আরো কয়েকজনের নাম এই ঃ- মাট্টন লাল (৭৭– অহিয়ে মোকাদ্দাস, ৫১৬ পৃঃ) এবং খয়রাতি, শেরালী, রুস্তম আলী (৭৮– অহিয়ে মোকাদ্দাস, কাদিয়ানী নকশা, ৪৩ পৃঃ)।

পৃথিবীর কোন নবীরই নিকটে একটি ছাড়া দুটি ভাষাতে অহী নাযেল হয়নি। কিন্তু কাদিয়ানী ভণ্ডনবীর কাছে আরবী ছাড়া ইংরেজীতে ঐশী-প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাও জিবরায়ীলের রূপধারণকারী 'টি চি ও মাট্টন লাল' ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে। মিরযা তাঁর এই-শয়তানী অহীগুলোকে প্রমান করার জন্য

কোরআনী অহী বিকৃত করার অপচেষ্টা করেছেন এবং কোরআন সম্পর্কে পাগলের প্রলাপও বকেছেন! নিম্নে তা লক্ষ্য করুন।

মিরযার ইহুদী-কীর্তি কুরআন বিকৃতি

মিরযা বলেন, আমি কুরআনের ভুল বের করতে এসেছি (৭৯- এযালাতুল আওহা-ম, ৩৭১ পৃঃ)। কুরআন শরীফের মধ্যে যে সকল মোজেযার কথা উল্লিখিত হয়েছে সেগুলো সব 'মেসমেরিযম' (৮০ ঐ-৪৮,৫২,৭৫,৭৫৩ পৃঃ)। কোরআন শরীফ খোদার কেতাব ও আমার মুখ নিঃসৃত বানী (৮১ হাকীকাতুল অহী, ৮৪ পৃঃ কাদিয়ানী রহস্য ১৪ পৃঃ)। সূরা হজ্জের ৫২ নং আয়াত অমা-আরসালনা-মিন ক্বলিকা মির রসূলিন থেকে মিরযা সাহেব 'মিন ক্বাবলিকা' শব্দ দুটি তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীতে উড়িয়ে দিয়েছেন। (৮২- এযা-লায়ে আওহা-ম্ ৬১৯ পৃষ্ঠা, আ-য়িনায়ে কামা-লাতে ইসলা-ম, ৩৩০ পৃষ্ঠা, রবওয়া ছাপা, ১৯৭০ সংস্করণ। সূরা রহমানের ২৬ নং আয়াতে কুল্লুমান আলাইহা-ফা-ন-কে মিরযা বিকৃত কোরে- **কুল্লু শাইয়িন ফা-ন** লিখেছেন (৮৩-এযালায়ে আওহাম, ১৩৬ পৃঃ)। সূরা হিজরের ৮৭ নং আয়াত এর মধ্যে 'অলাকাদ' এর জায়গায় তিনি ইন্না শব্দ বদলে দিয়েছেন (৮৪- বারা হীনে আহমাদিয়া, রবওয়া ছাপা, ৫৫৮ পৃঃ)। সূরা তওবার ৬৩ নং আয়াতের মাঝে মিরযা সাহেব একটা শব্দ **'ইয়ুদ্বিলহু'** ঢুকিয়েছেন এবং (ফআন্না লাহু ও জাহান্নামা) শব্দ দুটি বাদ দিয়েছেন। (৮৫-হাকীকাতুল অহী, লাহোর ছাপা, ১৩০ পৃঃ ১৯৫২ সংস্করণ)।

সূরা আনফালের ২৯ নং আয়াতের শেষাংশের শব্দগুলো তিনি বাদ দিয়েছেন এবং তার বদলে **ওয়া ইয়াগফির লাকুম অল্লা-হু যুল ফাযলিল** আযীম শব্দগুলো লিখে আয়াতটিকে বিকৃত করেছেন (৮৬ মিরযা রচিত আয়িনায়ে কামা-লা-তে ইসলাম, রবওয়া ছাপা, ১৯৭০ সংস্করণ, ১৫৫ পৃঃ) সূরা আম্বিয়ার ২৫ নং আয়াতের মির রুসূলিন শব্দের পর মিরযা সাহেব সূরা হজ্জের ৫২ নং আয়াতের শেষাংশ অলা-নাবিয়্যিন থেকে ফী উমনিয়্যাতিহী পর্যন্ত শব্দগুলো জুড়ে দিয়ে আয়াতটি বিকৃত করেছেন। সেইসঙ্গে তিনি তার জুড়ে দেওয়া শব্দগুলোর মধ্যে 'অলা নাবিয়্যিন' এর পর একটি নতুন শব্দ **'মুহদাসিন'**ও ভরে দিয়েছেন। উপরন্তু তিনি নিজের ভণ্ডামি ঢাকার জন্য বলেন যে, বিখ্যাত সাহাবী ইবনে আব্বাস ঐরূপ পড়েছেন (৮৭ বারাহীনে আহমাদিয়াহ, লাহোর ছাপা, ১৯৭০ সংস্করণ, ৩৪৮ পৃঃ, ঐ রবওয়া ছাপা,

১৯৫৬ সংস্করণ, ৬৩৩ পৃঃ মাসিক পৃথিবী, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৮৪ সংখ্যা, ৩৪-৩৭ পৃষ্ঠা)।

কিছু ইহুদীর চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ- (**মিনাল লাযীনা হা-দূ ইয়ুহাররিফূনাল কালিমা আম মাওয়া-যিয়ি'হী**) অর্থাৎ কিছু ইহুদী (আল্লাহর কেতাব তওরাতের) শব্দগুলোকে তার জায়গা থেকে বিকৃত করে থাকে (সূরা নিসা, ৪৬ আয়াত)।

অতএব যিনি নবী সেজে আল্লাহর বানী বিকৃত করেন এবং কুরআনের ভুল ধরতে এসেছেন তিনি নবী, না ইহুদী দাজ্জাল?

কোরআন মাজীদে যেসব আয়াতে হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লা-হু আলায়হে অসাল্লামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে কিছু আয়াতকে কাদিয়ানী নবী মিরযা গোলাম আহমাদ নিজের মনগড়া অহী বানিয়ে তদ্বারা নিজের মাহাত্ম্য প্রমাণের ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। যেমন তিনি সূরা ইয়াসীনের দুটি আয়াত **ইয়া-সীন০ এবং ইন্নাকা লামিনাল মুরসালীন০** এবং সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াত (**অমা-আরসালনা-কা ইল্লা রহমাতাল লিল আ-লামীন**) প্রভৃতি আয়াতগুলোকে নিজের মর্যাদা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন (৮৮ হাকীকাতুল অহী, ১০৭ ও ৮৩ পৃষ্ঠা, ঢাকার মাসিক পত্রিকা পৃথিবী, ডিসেম্বর, ১৯৮৪ সংখ্যা, ৩৮, ৩৯ পৃঃ)। এছাড়া তিনি নিজের জন্মস্থান 'কাদিয়ান' শহরকেও কোরআনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বলেন, আল্লাহ বলেছেন ঃ (**ইন্না-আনযালনা-হু ক্বারীবাম মিনাল কা-দিয়ান**) অর্থাৎ আমি একে কাদিয়ানের নিকট অবতীর্ণ করেছি। মিরযা বলেন, এই এলহামী আয়াতটি কুরআন শরীফের ডান পাশের পাতার মাঝখানে লেখা আছে (৮৯- এযালায়ে আওহা-ম, ৭৭ পৃঃ পূর্বোক্ত পৃথিবী, ৩৯ পৃঃ)।

মিরযা সাহেব তাঁর গ্রন্থে নিম্নের শব্দগুলোকেও কোরআনের আয়াত বলেছেনঃ (**অল্লা-দিলহুম বিলহিকমাতি অলমাওয়িযাতিল হাসানাতি**)। এই শব্দ সম্বলিত কোন আয়াতই গোটা কোরআনের কোথাও নেই। তথাপি মিরযা সাহেব তাঁর রচিত গ্রন্থ ফরয়াদে দার্দ- আলবালাগ- গ্রন্থের ৮ম, ১০ম, ১৭ ও ২২ পৃষ্ঠায় এটিকে আয়াত হিসেবে উল্লেখ করেছেন (৯০ নূরুল হক ১ম খণ্ড, ৪৬ পৃঃ জামামা দিয়ানিয়াহ, ১৪৮ পৃঃ)। মিরযা সাহেব তাঁর এক গ্রন্থে বলেন, দেখ, আল্লাহ তায়ালা কোরআনে কারীমে কি বলেন ঃ- **লা ইউজাদু আমলাম্ মিম্** আমিরজালা আলাইয়্যা অ আনা আহলিকুল মুফতারী আজালান অলা

আমহিল্ হু (৯১ তাযকিরাতুশ শাহাদাতাইন, ৩৪, ও পৃঃ শেষোক্ত, ১৪৯ পৃঃ)। এই শব্দগুলো তাঁর বহু কেতাবে কয়েকবার ছাপা হয়েছে। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল যে, কুরআনেও কিছু মতভেদ আছে। যাতে মুসলমানেরা বিভ্রান্ত হয় এবং কুরআনের উপর আস্থা হারায়।

সূরা আলে ইমরানের ৮১ নং আয়াতে সুম্মা জা-আকুম রসূলুন এর মধ্যে যে রসূল আসার উল্লেখ আছে এবং সূরা আহযাবের ৭নং আয়াতে ওয়া ইয আখাযনা- মিনান নাবিয়্যীনা মীসা-কাহুম এর মধ্যে যে মীসা-ক বা অঙ্গীকারের কথা আছে তা নাকি কাদিয়ানী রসূল আসার অঙ্গীকার। কাদিয়ানীরা তাই বলেন। গত ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮৫ রবিবারে ২৪ পরগণা জেলার হাকিমপুর অনুষ্ঠিত কাদিয়ানী ও সুন্নী বিতর্কসভায় কাদিয়ানীরা ঐরূপ কথা বলেছিলেন।

তাই প্রশ্ন ওঠে, যিনি কোরআনের শব্দে ও মর্মার্থে বিকৃতি ঘটান তিনি কি নবী, না অভিশপ্ত ইহুদীদের এজেন্ট।

কালেমা ও দরূদেও আহমাদীদের বিকৃতি

মিরযা গোলাম আহমাদ বলেন, আমি আমার দলকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন খাঁটি মনে কলেমা তাইয়েবা লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ এর উপর ঈমান রাখে (৯২- আইয়্যা-মুস সুলহ, ৮৬ পৃঃ আকা-য়েদে আহমাদিয়্যাত, ৮৫ পৃঃ, ১৯৭৫ সংস্করণ, কাদিয়ান ছাপা)। কিন্তু আহমাদীদের তৃতীয় খলিফা মিরযা নাসের আহমাদ কাদিয়ানীর আফ্রিকা সফরের উপর ভিত্তি করে AFRICA SPEAKS নামে একটি সচিত্র বই বের হয়েছে। তাতে নাইজেরিয়ায় অবস্থিত আহমাদীদের কেন্দ্রিয় মসজিদের ছবি ছাপা হয়েছে। ঐ মসজিদে কাদিয়ানীদের কলেমা লেখা আছে এইরূপ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু আহমাদুর রসূলুল্লাহ (৯৩ পূর্বোক্ত মাসিক পৃথিবী, ৩৯ পৃঃ)।

আমরা মুসলমানরা নামাযে যে দরূদ পড়ি তাতে চার জায়গায় মোহাম্মাদ (সঃ) নামটি আছে, কিন্তু আহমাদ শব্দ কোথাও নেই। অথচ কাদিয়ানের যিয়াউল ইসলাম প্রেসে মুদ্রিত "দরূদ শরীফ" নামক পুস্তিকার ৪৪ পৃষ্ঠায় কাদিয়ানীদের দরূদে 'মুহাম্মাদ' শব্দের পরেই চার জায়গায় আহমাদ শব্দ ভরে দেওয়া হয়েছে এভাবে ঃ- আল্লা-হুম্মা স্বল্লে আলা-মুহাম্মাদিন ওয়া আহমাদ ...... ওয়া আলা-আ-লি মুহাম্মাদিন ওয়া আহমাদ০ আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা- মুহাম্মাদিন ওয়া আহমাদ .... ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন

ওয়া আহমাদ০ (পূর্বোক্ত পৃথিবী, ৪০ পৃষ্ঠা)।

হাদীসেও ডাকাতি এবং হাদীস সম্পর্কে কটুক্তি

কাদিয়ানী নবী মিরযা গোলাম আহমাদ কোরআনে যেমন বিকৃতি ঘটিয়েছেন তেমনি তিনি জাল হাদীসও রচনা করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ-ইন্না রসূলাল্লা-হি সুয়িলা আ'নিল কিয়া-মাতি মাতা-তাকূমু ০ ফাকা-লা রসূলুল্লা-হি স্বল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লামা তাকূমুল কিয়া-মাতু ইলা-মিয়াতি সানাতিন মিন তা-রীখিল ইয়াওমি আলা-জামীয়ি'বানী আ-দাম অর্থাৎ একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল যে, কেয়ামত কবে হবে? তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আজকের তারিখ থেকে একশো বছর পর্যন্ত সমস্ত আদম সন্তানের উপর কেয়ামত সংঘটিত হবে (৯৫– ইযালাতুল আওহা-ম; ২৫৩ পৃষ্ঠা। উক্ত শব্দে দুনিয়াতে কোন হাদীসই নেই। ওটা জাল হাদীস। সমস্ত নবীদের উপর মিথ্যারোপ কোরে মিরযা গোলাম আহমাদ বলেন, পূর্ববর্তী সমস্ত নবীদের কাশ্‌ফ এ বিষয়ে একত্রিত হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ চোদ্দ শতকে জন্মগ্রহন করবেন এবং তিনি পাঞ্জাবে জন্মাবেন (৯৬– আরবায়ীন; ২৫ পৃষ্ঠা)। এটাও মিরযার তৈরী জাল হাদীস।

অন্য এক বর্ণনায় মিরযা বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন শহরে যখন বিপদ আসে তখন সেই শহরবাসীদের উচিত তখনই ঐ শহরকে ছেড়ে দেওয়া। অন্যথায় তারা সেইসব লোকেদের মধ্য গন্য হবে যারা আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধ করে। (৯৭– কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত "আলহাকাম" পত্রিকার ২৪শে আগষ্ট; ১৯০৭ সংখ্যায় ভক্তদের প্রতি মিরযার ঘোষনা। এটাও মিরযার তৈরী জাল হাদীস।

হাদীসে-রসূল সম্পর্কে মিরযা মন্তব্য করেন ঃ- হাদীসূঁ কী কিতা-বূঁ কী মিসা-ল তো মাদা–রী কে পেটারে কী হায়--অর্থাৎ হাদীসের গ্রন্থাবলীর উদাহরণ সাপ ও বাঁদর নাচ প্রদর্শনকারীর বাক্সের মত। উক্ত নাচ প্রদর্শনকারী যা ইচ্ছা তাই বের করে থাকে। তেমনি তোমরা ওথেকে যা চাও তা বের করে নাও (৯৮– আলফায্‌ল; ১৫ই জুলাই; ১৯২৪ সংখ্যায় মিরযা বশীরুদ্দীন মাহমুদের জুমআর খোতবা দ্রষ্টব্য)। তাই তিনি বলেন, যে–সমস্ত হাদীস আমার সমর্থনের বিরোধী হয় সে হাদীসগুলোকে আমি ছেঁড়া কাগজের মত নিক্ষেপ করি (৯৯– এ'জা-যে আহমাদী; ২৯-৩০ পৃষ্ঠা। অথচ অনাত্রে মিরযা নিজেই

বলেন ঃ- হাদীস্ কী কাদ্র না কার্না- ইসলা-ম কা এক উয্ও কা-ট্ দেনা-হায়- হাদীসের মর্যাদা না দেওয়া ইসলামের একটি অঙ্গ কেটে ফেলা হয় (১০০- কাশতিয়ে নূহ; ১০ম পৃষ্ঠা; অক্টোবর ১৯০২ সংস্করণ, আকা-য়েদ আহমাদিয়্যাত; ৩২ পৃষ্ঠা, ২য় সংস্করণ; ১৯৭৫। যিনি হাদীসের গ্রন্থাবলীকে সাপ ও বাঁদর নাচের বাক্স বলেন এবং নিজের অপছন্দ হাদীসগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দেন। তিনি ইসলামের একটি অঙ্গ কেটে ফেলেন না কি ? সুতরাং কাদিয়ানী ও আহমাদীদের ইসলাম মিরযার মনগড়া ইসলাম নয় কি?

তাই আহ্মাদীদের সাপ ও বাঁদর নাচ দেখানেওলা মিরযা গোলাম আহমাদ তার মনোপূত যে হাদীসগুলো বেছে নেন কেবল সেগুলোই কাদিয়ানীরা গ্রহন করে থাকেন। যেমন মিরযার পুত্র ও আহমাদীদের দ্বিতীয় খলীফা মিরযা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমাদ বলেন, আর কোন হাদীসই নেই কেবল সেই হাদীস ছাড়া যেগুলো হযরত মসীহে মওউদের আলোকে দেখা পাওয়া যায়। (১০১- আলফাযল, ১৫ই জুলাই; ১৯২৪ সংখ্যা।

মিরযার জন্মস্থান কাদিয়ান মক্কার চেয়েও মর্যাদাবান

নবীকূল শিরোমনি ও শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ) এর জন্মস্থান এবং পবিত্র অহীর সুদীর্ঘ তের বছরের অবতীর্ণস্থল মক্কা শরীফের নাম সমগ্র কোরআনের এক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে (সূরাতুল ফাত্হ, ২৪ আয়াত) আর এক জায়গায় মক্কার প্রাচীন নাম বাক্কা উল্লিখিত হয়েছে (১০২- সূরা আল ইমরান, ৯৬ আয়াত। কিন্তু এর বিপরীত কাদিয়ানী নবী মিরযা গোলাম আহমাদের জন্মস্থান 'কাদিয়ান' নামটি মিরযার এলহামপ্রাপ্ত গ্রন্থ "কেতাবে মুবীনের" দু জায়গায় স্থান পেয়েছে। যেমন মিরযার এলহামে আছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ কাদিয়ানে অবতরণ করেন (১০৩- আলবুশরা, ৫৬ পৃষ্ঠা, আনজামে আতহাম, ৫৫ পৃষ্ঠা) এবং অন্য এলহামে আছে, আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় আমি ওকে (কোরআনকে) কাদিয়ানের নিকট অবতীর্ণ করেছি (১০৪- এয়া-লায়ে আওহাম, ৭৭ পৃষ্ঠা)। তাই মিরযা গোলাম আহমাদ বলেন ঃ- **জো লোগ্ কা--দিয়ান নেহী আ-তে মুঝে উন কে ঈমান্ কী খাতরাহ্ হী রহা হায়--** যারা কাদিয়ানে আসেনা, আমাকে তাদের ঈমানের আশংকাই থাকে (১০৫- মিরযা মাহমুদ আহমাদের বক্তৃতা সংকলন 'আনওয়ারে খেলা-ফাত', ১১৭ পৃষ্ঠা। মিরযার পুত্র মিরযা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমাদ বলেন, আমি তোমাদেরকে সত্যি সত্যি বলছি যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে বলে দিয়েছেন, কাদিয়ানের

মাটি বরকতময়। এখানে মক্কা মোকাররমাহ ও মদীনা মোনাওঅরার মত বরকত অবতীর্ণ হয়ে থাকে (১০৬- উক্ত মিরযা মাহমুদেরই বক্তৃতা আলফাযল, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

অন্য বর্ণনায় উনি বলেন ঃ- **আব্ মাক্কাহ্ আওর মাদীনাহ্ কী ছা-তিয়োঁ কা দুধ খোশ্ক্ হো চুকা হায়০ জাব্কে কা-দিয়ান কা দুধ বিলকুল তা-যাহ হায়০** এখন মক্কা এবং মদীনার বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে। কিন্তু কাদিয়ানের দুধ সম্পূর্ণ তাজা আছে (১০৭- হাকীকাতুর্ রূয়া, ৪৬ পৃষ্ঠা)। কাদিয়ানের মসজিদকে স্বয়ং মিরযা গোলাম আহমাদ 'কাবা শরীফের' সমতুল্য বলেন এভাবে ঃ- "বাইতুল ফিক্র এর ভাবার্থ সেই বেদী যাতে এই অক্ষম গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যস্ত থাকে এবং বাইতুয্ যিক্র এর ভাবার্থ সেই মসজিদ, যা ঐ বেদীর পাশেই তৈরী করা হয়েছে। (অমান দাখালাহূ কা-না আ-মিনা) আয়াতটি এই মসজিদের গুনে বর্ণিত হয়েছে (বারা-হীনে আহমাদিয়্যাহ, ৫৫৮ পৃষ্ঠা, মিরযা-য়িয়্যাত, ৬০ পৃষ্ঠা।

উক্ত আয়াতটি 'কাবা শরীফের' গুণপ্রকাশক হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। যা কোরআনের সূরা আলে ইমরান এর ৯৭ নং আয়াত। কিন্তু কাদিয়ানী নবী ঐ আয়াতটিকে কাদিয়ানের "বাইতুয যিকর" মসজিদের গুনবাচক হিসেবে ব্যবহার করে প্রমাণ করেছেন যে, ঐ মসজিদটি দ্বিতীয় 'কাবা ও কেবলা'। তাই এক কাদিয়ানী কবি বলেন ঃ-

১) খাঁই কেবলা ও কা'বাহ্ কাহুঁ
২) ইয়া সিজদাহ্ গা-হে কুদসিয়াঁ০
৩) আয় তাখ্ত্ গা-হে মুরসালাঁ,
৪) আয় কা-দিয়াঁ আয় কা-দিয়াঁ

অর্থাৎ আমি কেবলা ও কা'বা বলব, না পবিত্র ব্যক্তিদের সেজদার জায়গা বলব? হে রসূলদের বাসস্থান! হে কাদিয়ান, হে কাদিয়ান! (১০৯- কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত আলফাযল পত্রিকা, ১৮ই আগষ্ট, ১৯৩২ সংখ্যা। অন্য এক বর্ননায় 'আলফাযল' পত্রিকাতেই ঐ মসজিদকে বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে-আকসা বলা হয়েছে। যেমন পত্রিকাটি বলে, মেরাজের সময়ে হযরত সল্লাল্লা-হু আলায়হি অসাল্লাম মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে-আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। সেই মসজিদে আকসা এই মসজিদ যা কাদিয়ানের পূর্বদিকে অবস্থিত। যা মসীহে মওউদের (মিরযা গোলাম আহমাদের) বরকত ও পূর্ণাঙ্গতার

ছবি, যা আঁহযরত সল্লাল্লা-হো আলায়হে অসাল্লামের তরফ থেকে দানস্বরূপ (১১০- খোতবায়ে এলহা-মিয়্যার ভূমিকা, কাদিয়ানিয়্যাত, ১৮৮ পৃষ্ঠা, মিরযায়িয়্যাত আওর ইসলাম; ৫৯ পৃষ্ঠা।

তার মিরযার পুত্র দ্বিতীয় খলীফা মিরযা বশীরুদ্দীন মাহমুদ বলেন, এই কাদিয়ান সেই জায়গা, যাকে আল্লাহ তাআলা সমগ্র দুনিয়ার জন্য নাভী হিসেবে তৈরী করেছেন এবং একে সমগ্র পৃথিবীর জন্য 'উম' (মা) স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাই 'ফায়য' (আধ্যাত্মিক সঞ্জীবনী সুধা) সারা পৃথিবী এই জায়গা থেকেই পেতে পারে। (১১১- আলফায্‌ল, ৩রা জানুয়ারী, ১৯২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত মিরযা মাহমুদ আহমাদের বক্তৃতা। মিরযা নিজে এক কবিতায় কাদিয়ানকে 'হরম শরীফ' বলে উল্লেখ করেছেন এভাবে ঃ-

যামীনে কা-দিয়াঁ আব্‌ মুহতারাম হায়
হুজূমে খাল্‌কসে আরযে- হারম্‌ হায়০
আরাব না-যাঁ হায় গার্‌ আরযে হারম্‌ পর
তো আরযে- কাঁদিয়াঁ ফাখ্‌রে আ'জম হায়০

অর্থাৎ কাদিয়ানের মাটি এখন সম্মানিত, লোকের ভিড়ে হরম শরীফে পরিণত (১১২- এক্তেখা-ব দুর্রে সামীন, লাহোর ছাপা, ৪৪ পৃষ্ঠা)। আরবরা যদি হরমভূমি নিয়ে হয় গর্বিত, তাহলে অনারবরা কাদিয়ান নিয়ে হর্ষিত (১১৩- দুর্রে সামীন, ৫২ পৃষ্ঠা, কাদিয়ানিয়্যাত, ১৮৮ পৃষ্ঠা।

কাদিয়ানী-আহমাদীদের উপরোক্ত বর্ণনাগুলো একথা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, কাদিয়ানী নবীর জন্মস্থান কাদিয়ান উপশহর মক্কা ও মদীনার চেয়েও মর্যাদাবান এবং কাদিয়ানীদের 'কেবলা' সমতুল্য।

আহমাদীদের তীর্থস্থান কা-দিয়ান

পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের তীর্থক্ষেত্র মক্কার কাবাশরীফ। কিন্তু আহমাদীদের তীর্থস্থান মক্কার পূন্যধাম নয়, বরং মিথ্যুক নবীর জন্মস্থান পাঞ্জাবের কাদিয়ান। যেমন মিরযা নিজেই বলেন, কাদিয়ানে কেবল অবস্থান করাই নফল হজ্জের চেয়েও উত্তম (১১৪- আয়ীনায়ে কামা-লা-তে ইসলাম, ৩৫২ পৃষ্ঠা)। ইয়াকুব আহমাদ কাদিয়ানী বলেন, মিরযা গোলাম আহমাদ বলেছেন, কাদিয়ানে আসাই হল হজ্জ (১১৫- আলফায্‌ল, ৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৩ সংখ্যায় মিরযা মাহমুদ আহমাদের বক্তৃতা দ্রষ্টব্য। মিরযার পুত্র দ্বিতীয় খলীফা মিরযা বশীরুদ্দীন

মাহমুদ আহমাদ বলেন, আমি বলছি যে, মক্কা মোআযযামার হজ্জ মকুব হয়ে গেছে এবং ওর জায়গায় কাদিয়ানে আসা হজ্জের মর্যাদা রাখে (১১৬- আলফায্‌ল, ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সংখ্যা। ইনি আরো বলেন, আমাদের বার্ষিক কন্‌ফারেন্স হজ্জের মত। কারণ, হজ্জের জায়গাগুলো এমন লোকেদের অধিকারে আছে যারা আহমদীদের হত্যা করা বৈধ মনে করে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা কাদিয়ানকে ঐ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন (১১৭- বারাকা-তে খেলাফাত, ৫ম ও ৭ম পৃষ্ঠা, আলকাদিয়ানিয়্যাহ, ১১৬ পৃষ্ঠা, মিরযায়িয়্যাত, ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা, কাদিয়ানিয়্যাত, ১৮৯ পৃষ্ঠা)। এই কারণেই মিরযা গোলাম আহমাদ তিন লাখ টাকার মালিক হোয়েও মক্কায় হজ্জ করতে যাননি।

মিরযার জীবনে রোযা ও যাকাত নেই

মিরযা সাহেব রমযান মাসে প্রকাশ্যে খাওয়াদাওয়া করতেন। কেউ আপত্তি করলে তিনি কোন না কোন ওযর পেশ করতেন (১১৮- সীরাতুল মাহদী, ২৪১ পৃঃ, কা-ভিয়াহ, ২য় খণ্ড, ২৮১ পৃঃ, কাদিয়ানিয়্যাত, ১০৭ পৃঃ। মিরযা বাশীর আহমাদ বলেন, আমার পিতা কেক খেতেন। কিছু লোক সন্দেহ করতো যে, ঐ কেক নাকি শূকরের চর্বি দিয়ে তৈরী (১১৯- সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ১৩৫ পৃঃ)। একদা মিরযা গোলাম আহমাদ বলেন, এখন আমার নিকটে তিন লাখেরও বেশী টাকা আছে (১২০- হাকীকাতুল অহী, ২১১-২১২ পৃঃ আলকাদিয়ানিয়্যাহ, ৮০-৮১ পৃষ্ঠা। অথচ তিনি এত টাকার মালিক হওয়া সত্ত্বেও জীবনে কোনদিন এক পয়সাও যাকাত দেননি।

কাদিয়ানী মতে জেহাদ হারাম

কোরআন ও হাদীসে ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে যে, প্রয়োজন হলে মুসলমানদের উপর জেহাদ ফরয। কিন্তু কাদিয়ানী নবীর ধর্মে জেহাদ হারাম। তাই মিরযা গোলাম আহমাদ বলেন, আজকের পর তলোয়ারের জেহাদ খতম করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আজকের পর আর কোন জেহাদই নেই। শুধু তাই নয়, বরং এখন যেকেউ কাফেরদের উপরে হাতিয়ার চালাবে এবং নিজেকে-'গাযী' বলবে সে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লা-হু আলায়হি অসাল্লাম এর বিরোধী স্বীকৃতি পাবে (১২১- মিরযা রচিত আরবাঈন, ৪ নং, ১৫ পৃষ্ঠা। অন্য বর্ণনায় মিরযা বলেন, আমি জেহাদের নিষিদ্ধতা এবং ইংরাজদের আনুগত্যের ব্যাপারে এত গ্রন্থ ও ইশতেহার প্রকাশ করেছি যে, ঐসব পুস্তিকা যদি একত্রিত করা হয় তাহলে

তা দিয়ে পঞ্চাশটি (৫০)আলমারী ভর্তি হতে পারে। আমি ঐসব গ্রন্থ সমস্ত আরবদেশে এবং মিসর ও সিরিয়া, কাবুল ও রোম পর্যন্ত পৌছে দিয়েছি (১২২– তিরয়্যাকুল কুলুব, ১৫ পৃষ্ঠা।

মিরযা বলেন, আমি বাইশ (২২) বছর থেকে নিজের উপর এটা ফরয (অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য) করে নিয়েছি যে, এমন সব গ্রন্থ যাতে জেহাদের বিরোধিতা থাকে তা ইসলামী দেশগুলোতো নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দিই (১২৩-তাবলীগে রেসা-লাত, ১০ম খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)। কিন্তু আফসোস যে, এই দোষ বিভ্রান্ত মুসলমানদের মধ্যে এখনও বিদ্যমান আছে। যার সংশোধনে আমি (৫০)পঞ্চাশ হাযারেরও বেশী আমার লিখিত-পুস্তিকা এবং বিরাট কলেবরের, গ্রন্থাবলী ও ইশ্তেহারাদি এই দেশে এবং অন্যান্য দেশে প্রচার করেছি (১২৪--সিতারায়ে কাইসারিয়্যাহ, ১০ পৃষ্ঠা।

আমি এইসব গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অর্থাৎ উর্দু, ফারসী, আরবীতে লিখে সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রে ছড়িয়ে দিয়েছি। এমনকি ইসলামের দুটি পবিত্র শহর মক্কা ও মদীনায় খুবই ভাল কোরে প্রচার করেছি এবং রোমের রাজধানী কনষ্ট্যান্টিনোপল ও সিরিয়া, মিসর এবং কাবুলে ও আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহরে যতদূর সম্ভব ছিল প্রচার করেছি। যার ফলে লাখ লাখ লোক জেহাদের সেই ভুল ধারনা ত্যাগ করেছে যা অবুঝ মোল্লাদের শিক্ষা দেবার কারণে তাদের মনে গেঁথে গিয়েছিল। (১২৫– ঐ - ৩ ও ৪ পৃষ্ঠা, কাদিয়ানিয়্যাত আপনে আয়ীনে মেঁ – ২০৬, ২০৮, ২১১ পৃষ্ঠা।

এক কবিতায় মিরযা গোলাম আহমাদ বলেনঃ

আব্ ছোড় দো জেহা-দ্ কা আয় দোস্তো খেয়া-ল্
দীন্ কে লিয়ে হারা-ম্ হায় আব্ জাঙ্গো কেতা-ল
দুশমন হায় উঅহ্ খোদাকা-জো কারতা-হায় আব্ জেহা-দ
মুনকির নাবী কা হায় জো ইয়েহ রাখতা হায় ই'তিকা-দ

এখন জেহাদের ধারণা ছেড়ে দাও হে বন্ধুগণ! কারণ, এখন ধর্মের জন্য মারপিট করা অবৈধ ও হারাম। সে খোদার দুশমন, যে এখন জেহাদ করে। যে এই ধারনা রাখে, সে নবীকে অস্বীকার করে (১২৬– যামীমাহ তোহফায়ে গোলড়াভিয়াহ, ২৬ পৃঃ ১৯০২ সংস্করণ, এক্তেখাব দুররে সামীন, ৪৫ পৃষ্ঠা; লাহোর প্রেস দিল্লী ছাপা।

মিরযার উপরোক্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, এখন জেহাদ হারাম এবং জেহাদকারী আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দুশমন। এবার দেখুন জেহাদের ব্যাপারে মহানবী (সঃ) কি বলেন। তিনি (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মরে গেল অথচ সে জেহাদ করলোনা এবং সে নিজের মনে জেহাদের আকাংখাও রাখলোনা সে মোনাফেকীর উপরে মরলো।১২৭-মুসলিম মিশকাত, ৩৩১ পৃষ্ঠা। অন্য বর্ণনায় তিনি (সঃ) বলেন, যেব্যক্তি তীর ছোঁড়া শিখলো। তারপর সে তা (অভ্যাস করা) ত্যাগ করলো সে আমার দলভুক্ত (মুসলমান) নয় (১২৮-মুসলিম মিশকাত, ৩৩৬ পৃষ্ঠা।

প্রিয়নবী (সঃ) এর উক্ত হাদীস অনুসারে জেহাদের হুকুম বাদচালকারী মিরযা গোলাম আহমাদ মুসলমানদের দলভুক্ত হতে পারেন কি? এবং তিনি মুনাফেকীর উপরে মরেন নি কি ? তাঁর জীবনী প্রমান করে যে, মিরযা এমনই কাপুরুষ ছিলেন যে, তিনি মুর্গী যবহ করতেও পারতেনা। যেমন তার পুত্র মিরযা বাশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমাদ বলেন, একদা হযরত (মিরযা গোলাম আহমাদ) একটি মুর্গীর বাচ্চা যবহ করতে গিয়ে নিজের আঙুল কেটে ফেলেন। আঙুল থেকে খুন গড়িয়ে পড়লে তিনি তওবা কোরে দাঁড়িয়ে পড়েন। তারপর সারাজীবন তিনি কোন জানোয়ার যবহ করেননি (১২৯-সীরাতুল মাহ্দী,২য় খন্ড,৪র্থ পৃষ্ঠা, আলকা-দিয়া-নিয়্যাহ,২৩ ও ১২৯ পৃষ্ঠা।অতএব এইরূপ কাপুরুষ ও ভীরু ব্যক্তির পক্ষে জেহাদ হারাম বলাই অপরিহার্য নয় কি?

কাদিয়ানী ক্যালেণ্ডার আলাদা

কাদিয়ানীরা তাঁদের ক্যালেণ্ডারও আলাদা তৈরী করেছেন, যা ইসলামী ক্যালেণ্ডার থেকে ভিন্ন। তাঁরা আহমাদী ইতিহাসের বিশিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বার মাসের নতুন নতুন নাম তৈরী করেছেন এবং সৌর বৎসরের নিয়মে প্রত্যেক মাসের দিনের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে। তাঁরা ১৮৮৮ সাল থেকে 'মিরযায়ী সন' গণনা শুরু করেছেন। কারণ, ১৮৮৮ সেই সাল যে সনের ডিসেম্বর মাস থেকে মিরযা গোলাম আহমাদ লোকেদের নিকট হতে 'বায়আত' নেওয়া আরম্ভ করেছিলেন। তাঁদের বারটি মাসের নাম এই ঃ- ১) মা-লেঅ্ ২) সালা-ম ৩) আজাল ৪) মুবারক ৫) আররহীল ৬) ফওক ৭) বারাকা-ত ৮) তাহাত ৯) খায়র ১০) বাশা-রত ১১) কুবল ১২) ফালাক (১৩০- মিরযা রচিত কা-ভিরাহ; ২য় খণ্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা।

পরে তারা ঐ নামগুলো পরিবর্ত্তন কোরে অন্য বারটা নাম মনোনীত

করেছেন (১৩১– কা-দিয়ানিয়্যাত আপনে আয়ীনে মেঁ, ১৯০ পৃষ্ঠা। পূর্বেকার সমস্ত বিবরণগুলো পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, আহমাদীদের আকীদায় আল্লাহ ও রসূল এবং ফেরেশতা ও কোরআন আর অহী, নবী ও জেহাদ প্রভৃতি ইসলামী আকীদা মোতাবেক নয়। তাই আহমাদীরা এমন একটি সম্প্রদায় যারা হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা সল্লাল্লা-হু আলায়হি অসাল্লাম কর্তৃক পেশকৃত ইসলামী আকীদা মোতাবেক অমুসলিম ও কাফের।

মিরযার ভবিষ্যদ্বানী তাঁর ধোকাবাজির মাপকাঠি

মিরযা গোলাম আহমাদ সাহেব তাঁর ভবিষ্যদ্বানী সম্পর্কে বলেন ঃ হামা-রা-ছিদ্‌ক ইয়া কিযব জাঁ-চনে কে লিয়ে হামা-রী পেশগোয়ী সে বাঢ় কার্ আওর কোয়ী মিহাক্‌কে- এমতেহা-ন্ নেহী হো সাক্‌তা অর্থাৎ আমার সত্যতা কিংবা মিথ্যাবাদিতা যাঁচাই করার জন্য আমার ভবিষ্যদ্বানীর চেয়ে আর কোন বড় মাপকাঠি হতে পারেনা (১৩২– তবলীগে রেসালাত, ১ম খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন ঃ- কিসী ইনসা-ন কা আপনী পেশগোয়ী মেঁ ঝুটা নিকাল্‌না-তামা-ম রোস্‌ওয়া-য়িয়োঁ সে বাড়হ্ কার রোসওয়া-য়ী হ্যায়, অর্থাৎ কোন লোকের নিজের ভবিষ্যদ্বানীতে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া সবরকম লাঞ্ছনার মধ্যে সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা (১৩৩– নুযূলুল মাসীহ, ১৮৬ পৃষ্ঠা, কা-দিয়ানিয়্যাত আপনে আয়ীনে মেঁ ১৫৬ পৃষ্ঠা।

এখন দেখা যাক, মিরযার কোন ভবিষ্যদ্বানী মিথ্য প্রমাণিত হয়েছিল কি না? একদা মিরযা বলেন, আমার সমর্থনে খোদা তাআলা সেইসব চিহ্ন প্রকাশ করেছেন যে, আজ ১৬ই জুলাই, ১৯০৬ পর্যন্ত আমি যদি ঐগুলোকে এক এক কোরে গণনা করি তাহলে আমি খোদা তাআলার কসম খেয়ে বলছি যে, তা তিনলাখের বেশী হবে। (১৩৪– হাকীকাতুল অহী ৬৭ পৃঃ হযরত মসীহে মওউদ কে মো'জেযাত, ১৯৬৬ সংস্করণ ১ম পৃষ্ঠা)। অন্য বর্ণনায় মিরযা বলেন, আমার মো'জেযা দশ লাখেরও বেশী (১৩৫- তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন, ৪১ পৃষ্ঠা। মিরযার এই দশ লাখ মো'জেযার দাবী তাঁরই রচিত গ্রন্থ তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে । এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯০৩ সালের ১৬ই অক্টোবরে। তাহলে মিরযার ধাপ্পাবাজিটা তাঁরই উপরোক্ত দুই উক্তিতে লক্ষ্য করুন।

১৯০৩ সালে তাঁর মো'জেযার সংখ্যা দশলাখ এবং ওর তিন বছর পর ১৯০৬ সালে ঐ মো'জেযা না বেড়ে বরং তা সাত লাখ কমে গিয়ে তিন লাখে

দাঁড়াচ্ছে। সুতরাং লাখ লাখ মোজেযার দাবীদার মিরযা গোলাম আহমাদ সত্যবাদী নবী, না মিথ্যাবাদী ধোকাবাজ? এক বর্ণনায় তিনি বলেন, মিথ্যা বলা মোরতাদ (ধর্মবিমুখ) হওয়ার চেয়ে কোন ছোট অন্যায় নয় (১৩৬- আরবাঈন ৩৫ নম্বর ২৪ পৃষ্ঠা, আলকা-দিয়ানিয়্যাহ ১৫২ পৃষ্ঠা)। অতএব মিরযার মিথ্যা ভবিষ্যদ্বানীগুলো একথা প্রমাণ করেনা কি যে, তিনি খুব বড় মোরতাদ ছিলেন?

১ম ভবিষ্যদ্বানী মিরযার অবমাননার হাতছানি

১৮৮৬ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারী মিরযা গোলাম আহমাদ তাঁর এক পুত্র সন্তান হবার ভবিষ্যদ্বানী কোরে একটি ইশতেহার প্রকাশ কোরে বলেন যে, ঐ সন্তানটি আল্লাহ্‌র পবিত্র গুণে গুণান্বিত হবে। ওর নাম হবে আনমাওয়াঈল ও বাশীর। ছেলেটির গুণ সম্পর্কে মিরযা এও বলে ফেলেন কাআন্নাল্লা-হা নাযালা মিনাস্ সামা-য়ি অর্থাৎ আল্লাহ যেন আকাশ থেকে নেমে পড়েছেন (১৩৭– মজমূআ ইশতেহারা-ত ১ম খণ্ড, ১০-১২ পৃষ্ঠা। ১৮৮৬ সালের ১৫ই এপ্রিলে ঐ সন্তানটি ভুমিষ্ট হয় কিন্তু সে পুত্র না হয়ে কন্যা হয় এবং কয়েক মাস পর ঐ মেয়েটি মারা যায়। ফলে মিরযার প্রথম ভবিষ্যদ্বানী মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। অতঃপর ১৮৮৭ সালের ৭ই আগষ্টে তাঁর এক পুত্রের জন্ম হয়। তিনি তাঁর নাম রাখেন বাশীর। কিন্তু পনের মাস পরে ১৮৮৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর এই বেচারাও মারা যায় (১৩৮– কাদিয়ানিয়্যাত আপনে আয়ীনে মেঁ, ১১৪, ১১৬-১১৮ পৃষ্ঠা।

ওর পর মিরযার কয়েকটি পুত্র জন্ম নেয়। কিন্তু কোনটাকেই তিনি তাঁর ভবিষ্যদ্বানীর প্রতিপাদ্য বলে দাবী করতে সাহস পাননি। পরিশেষে ১৮৮৯ সনের ১৪ই জুন তাঁর এক পুত্রের জন্ম হলে তিনি তার নাম রাখেন মোবারক আহমাদ এবং ১৮৮৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ইশতেহারে প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বানীর প্রতিপাদ্য হিসেবে ছেলেটিকে 'মুসলেহে মওউদ' বা প্রতিশ্রুত সংস্কারক নামে স্বীকৃতি দেন (১৩৯– তিরয়্যাকুল কুলুব, ১৯০২ সংস্করণ, ৪০-৪৪ পৃষ্ঠা)। কিন্তু ঐ সন্তানটিও ১৯০৭ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বরে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ কোরে পরকালে পাড়ি দিয়ে মিরযাকে ধাপ্পাবাজে পরিণত করে (১৪০ সীরাতুল মাহদী, ৪০ পৃষ্ঠা,আলফাযল ৩০ অক্টোবর, ১৯৪০ সংখ্যা)।

২য় ভবিষ্যদ্বানী মিরযার মুখে চুনকালি

১৮৯১ সালের ২২শে জানুয়ারী মিরযা নিজেকে মসীহে মওউদ দাবী

করার দুই (২) বছর চার মাস পর ১৮৯৩ সালের মে মাসে এক খৃষ্টান পাদ্রী আব্দুল্লাহ আতহামের সাথে অমৃতসর শহরে মিরযার বিতর্ক হয়। পনের (১৫)দিন বিতর্কের পর কোন ফায়সালা না হওয়ায় ১৮৯৩ সালের ৫ই জুন মিরযা এক ভবিষ্যদ্বানী করেন যে, আগামী পনের (১৫) মাসের মধ্যে পাদ্রী আবদুল্লাহ আতহাম সাহেব মারা যাবেন। তিনি যদি মারা না যান তাহলে আমি যেকোন সাজা নিতে তৈরী। আমাকে অপমাণিত করা হবে, মুখ কালো করা হবে, আমার গলায় দড়ি দিয়ে আমাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। আমি সবরকম শাস্তির জন্য তৈরী আছি। আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি যে, তিনি নিশ্চয়ই ঐরূপ করবেন, অবশ্যই করবেন। যমীন ও আসমান টলতে পারে, কিন্তু তাঁর কথা টলবেনা (১৪১- জঙ্গে মোকাদ্দাস, ১৮৮ পৃষ্ঠা।

মিরযার ঘোষনা মত পনের মাস পর ১৮৯৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শেষ দিনটিও অতিক্রান্ত হল। কিন্তু পাদ্রী আবদুল্লাহ আতহাম না মরে বহাল তবিয়তে আরো দুবছর বেঁচে থেকে মিরযার মুখে লাঞ্ছনার চুনকালী মাখিয়ে দেন।

আসমানী বিয়ের ভবিষ্যদ্বানী ও আজীবন পচতানী

পাঞ্জাব প্রদেশের হোশিয়ারপুর জেলায় মিরযা গোলাম আহমাদের এক চাচাতো ভগ্নিপতি তথা চাচাতো ভাইয়ের শালা ছিলেন আহমাদী বেগ নামে এক ব্যক্তি। তার এক যুবতী মেয়ে মোহাম্মাদী বেগমকে মিরযা সাহেব প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে বিয়ে করতে চান এবং ঐ বিয়ের জন্য যতরকম ছল-চাতুরী সম্ভব কাদিয়ানীদের মেয়েবাজ নবী তা করতে কসুর করেননি। কিন্তু তাতে তিনি ব্যর্থ হোয়ে ভবিষ্যদ্বানীর আশ্রয় নিয়ে ১৮৮৮ সালের ১০ই জুলাই এক ইশতেহারে বলেন, ওরা যদি এই বিয়েতে অমত করে তাহলে মেয়েটির পরিণতি খুবই খারাপ হবে এবং অন্য যেকেউ মেয়েটিকে বিয়ে করবে সে বিয়ের দিন থেকেই আড়াই বছরের মধ্যে এবং মেয়ের বাপ তিন বছর পর্যন্ত মারা পড়বে। এতেও কাজ না হওয়ায় ১৮৯১ সালের ডিসেম্বরে মিরযা এই দাবী করেন যে, আল্লাহ তাআলা মোহাম্মাদী বেগমের সাথে মিরযার বিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন (১৪২- ফায়সালায়ে আসমানী ২০ পৃষ্ঠা, তাতিম্মা হাকীকাতুল অহী ১৩২ পৃষ্ঠা)।

এভাবে মেয়েবাজ মিরযার মনে যখন তাঁর চাচাতো ভাগ্নী মোহাম্মাদী বেগমের প্রেমের আগুন জ্বলতে থাকে তখন ১৮৯২ সালের ৭ই আগষ্টে লাহোরের এক

যুবক সুলতান মোহাম্মাদের সাথে মোহাম্মাদী বেগমের বিয়ে হয়ে যায়। তথাপি মিরযা বলতে থাকেন, আমি বারংবার বলছি যে, আহমাদ বেগের জামাইয়ের ভবিষ্যদ্বানী (অর্থাৎ সুলতান মোহাম্মাদের মৃত্যু) নিশ্চই হবে। তোমরা ওর জন্য অপেক্ষা কর। আমি যদি মিথ্যুক হই তাহলে এই ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হবেনা এবং আমার মৃত্যু চলে আসবে (১৪৩- যমীমাহ আনজা-মে আতহাম ৩১ পৃষ্ঠার টীকা)। অতঃপর মিরযা সাহেব সুলতান মোহাম্মাদের মরণের দিন গুনতে গুনতে তিন বছর পার হোয়ে যাওয়ায় খুবই আক্ষেপ ও হুহুতাশের মধ্যে ষোল (১৬)বছর কাটিয়ে নিজেই ১৯০৮ সালের ২৬শে মে মারা যান। কিন্তু তারপরেও সুলতান মোহাম্মাদ বেঁচে থেকে মিরযার ভবিষ্যদ্বানীকে শয়তানী অসঅসায় পরিণত কোরে মিরযাকে মিথ্যাবাদী বানিয়ে দেন। মোহাম্মাদী বেগম প্রায় নব্বই(৯১) বছর আয়ু পেয়ে ১৯৬৬ সালের ১৯শে নভেম্বর শনিবারে মারা যান।

প্লেগের তুফান ও কাদিয়ান-শশ্মান

১৯০২ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্লেগ দেখা দেয়। সেই সময় মিরযা সাহেব এক ভবিষ্যদ্বানী করেন এই বলে যে, সেই সত্য আল্লাহ যিনি তাঁর রসূলকে কাদিয়ানে পাঠিয়েছেন তিনি কাদিয়ানকে প্লেগ থেকে রক্ষা করবেন। যদিও তা সত্তর বছর জারী থাকে (১৪৪- দা-ফেউল বালা ১০ম ও ১১শ পৃষ্ঠা)। তিনি আরো বলেন, আমার বাড়ী নূহের (আঃ) জাহাজের মত। যেব্যক্তি এই ঘরে ঢুকবে সে সবরকম বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাবে (১৪৫- - কাশতিয়ে নূহ ৭৬ পৃষ্ঠা। কিন্তু আল্লার কি শান সত্তর বছর তো দূরের কথা সত্তর মাসও নয়, বরং সত্তর দিনের মধ্যেই কাদিয়ানে প্লেগ ঢুকে পড়ে কাদিয়ানকে পরিস্কার করতে থাকে। ফলে গোটা কাদিয়ান উপশহরটা শশ্মান ডাঙ্গা মনে হতে লাগে (১৪৬- এলহামা-তে মিরযা ১১১ পৃষ্ঠা।

পরিশেষে মিরযার ঘরেও প্লেগ ঢুকে পড়ে এবং মিরযাকে এমন আক্রমন করে যে, তিনি বলতে বাধ্য হন, আমার এবং মরণের মাঝে মাত্র কয়েক মিনিট বাকী আছে। (১৪৭- মকতুবাতে আহমাদিয়্যাহ ৫ম খণ্ড, ১১৫ পৃঃ, আলকাদিয়ানিয়্যাহ ১৭৯-১৮০ পৃষ্ঠা। এভাবে এই ভবিষ্যদ্বানীও মিরযাকে ধোকাবাজ প্রমান করে। এসব ছাড়াও মিরযার আরো কতিপয় ভবিষ্যদ্বানী মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। বইটির কলেবর বেড়ে যাচ্ছে বলে সেগুলো এখানে উল্লেখ করলাম না।

১ম মোবাহালার ফলশ্রুতি মিরযার চরম পরিণতি

পাঞ্জাব রাজ্যের অমৃতসর জেলার গযনভী বংশের এক সুফী আহলে হাদীস আলেম মওলানা আব্দুল হক গযনভী রহমাতুল্লাহি আলায়হের সাথে ১৮৯৩ সালের জুন মাস, মোতাবেক ১০ই যুলকা'দা ১৩১০ হিজরীতে ভণ্ড নবী মিরযা গোলাম আহমাদের এক মোবাহালা (মরনের মোকাবেলা) অমৃতসর শহরের ঈদগাহে হয়। তাতে মওলানা আঃ হক গযনভী তিনবার উচ্চস্বরে বলেন, আয় আল্লাহ! আমি মিরযাকে পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্তকারী, ধর্মদ্রোহী, দাজ্জাল, ডাহামিথ্যুক, মিথ্যা অপবাদ দানকারী এবং আল্লাহর কালাম ও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লা-হু আলায়হি অসাল্লামের হাদীস বিকৃতকারী মনে করি। এই দাবীতে আমি যদি মিথ্যুক হই তাহলে আমার উপর সেই অভিশাপ দাও, যা কোন কাফেরের উপরেও তুমি আজ পর্যন্ত দাওনি।

অন্যদিকে মিরযা তিনবার উচ্চস্বরে বলেন, হে আল্লাহ! আমি যদি পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্তকারী, ধর্মদ্রোহী, দাজ্জাল, ডাহামিথ্যুক এবং আল্লাহর কালাম ও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লা-হু আলায়হি অসাল্লামের হাদীস বিকৃতকারী হই তাহলে আমার উপরে এমন অভিসম্পাত দাও, যা তুমি কোন কাফেরের উপরেও আজ পর্যন্ত দাওনি (১৪৮- তারীখে মিরযা- ৪৭ পৃঃ, মকতবা সালফিয়্যাহ, লাহোর ছাপা।

উক্ত মোবাহালার ফল এই দাঁড়ায় যে, এর পনের (১৫)বছর পর মিরযা মারা গেলে লাহোরের আহমাদিয়া বিল্ডিং থেকে রেল ষ্টেশন পর্যন্ত মিরযার লাশের উপর ইটপাথর, ময়লা ও আবর্জনা এবং বিষ্ঠা ও পায়খানা এমনভাবে বর্ষিত হয় যে, বিশ্বের ইতিহাসে কোন কাফেরেরও এত লাঞ্ছনা ও অবমানার খবর পাওয়া যায়না। অপরদিকে মিরযার মৃত্যুর প্রায় নয় বছর পর ১৯১৭ সালের ১৬ই মে মওলানা আব্দুল হক গযনভীর মৃত্যু হলে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে তাঁকে দাফন করা হয়। এই মোবাহালার সাক্ষ্য মিরযা নিজেই দিয়েছেন এভাবে ঃ- অবা-হালানী মিন গাযনাভিয়্যিনা মুকাফফিরু অর্থাৎ আমার সাথে মোবাহলা করেন গযনভীদের পক্ষে আমাকে কাফের আখ্যাদানকারী ব্যক্তি (১৪৯- কারা-মাতুস স্ব-দেকীন ৪৬ পৃষ্ঠা, যিয়াউল ইসলাম প্রেস, রবোয়া ছাপা।

২য় মোবাহালার ঘোষনা মিরযার মৃত্যু-পরোয়ানা

মিরযা গোলাম আহমাদের ভণ্ডনবী হবার দাবীর বিরুদ্ধে যারা তাঁর বিরুদ্ধে

...দোলনে সোচ্চার ছিলেন তন্মধ্যে শিরোমনি ছিলেন ফা-তেহে কা-দিয়ান শায়খুল ...লাম আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)। এঁর প্রতিবাদে মিরযা অতিষ্ঠ ...হয়ে ১৯০৭ সালের ১৫ই এপ্রিলে একটি বিরাট ইশতেহার প্রকাশ করেন। ...তে তিনি মওলানা সানাউল্লার সাথে মোবাহালা স্বরূপ এক জায়গায় বলেন ...আয় মেরে আ-কা মুঝ্ মেঁ আওর সানাউল্লাহ মেঁ সাচ্চা ফায়সালাহ ...ফরমা-আওর উত্তহ্ জো তেরী নেগা-হ্ মেঁ হাকীকাত্ মেঁ মুফসিদ্ আওর ...কায্যা-ব্ হায় উসকো সা-দিক কী যিন্দেগী হী মেঁ দুনয়্যা-সে উঠা লে।

হে আমার মালিক! আমার এবং সানাউল্লার মধ্যে সত্য ফায়সালা করে ...দাও। আর তোমার দৃষ্টিতে প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি অশান্তি সৃষ্টিকারী ও ডাহা মিথ্যুক তাকে তুমি সত্যবাদীর জীবদ্দশাতেই দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নাও। এই ঘোষণার এক জায়গায় তিনি প্লেগ ও কলেরার মত মারাত্মক রোগে মওলানা সানাউল্লার উপর আক্রমনের আকাংখা করেন (১৫০- কাসেম কাদিয়ানী সংকলিত মিরযার ঘোষনাবলী 'তবলীগে রেসা-লাত' ১০ম খণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা। অতঃপর এই ঘোষনা ও আন্তরিক প্রার্থনার দশদিন পর মিরযা সাহেব আর এক বিবৃতিতে বলেন, সানাউল্লাহ সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে তা বস্তুতঃ আমার তরফ থেকে নয়, বরং খোদারই পক্ষ থেকে ওর ভিত রাখা হয়েছে। (১৫১- বাদ্‌র পত্রিকা, ২৫শে এপ্রিল, ১৯০৭ সংখ্যা।

তাই তাঁর উক্ত ঐশী- ভবিষ্যদ্বানীরূপী দোআ কবুলের ফলস্বরূপ (১৩) তের মাস (১০) দশদিন পর ভণ্ডনবী মিরযা গোলাম আহমাদ ১৯০৮ সালের ২৫শে মে কলেরায় আক্রান্ত হন। যেমন একটি কাদিয়ানী পত্রিকা বলে, ১৯০৮ সালের ২৫শে মের সন্ধ্যায় মিরযার পুরাতন পায়খানা রোগ দেখা দেয়। রাত ১ টায় একবার এবং দুটো ও তিনটের মাঝে আর একবার তাঁর সাংঘাতিক পায়খানা হয়। ফলে নাড়ী একেবারে নিস্তেজ হোয়ে যায়। এভাবে এগার-(১১) ঘন্টা কাটার পর ২৬শে মে সকাল সাড়ে (১০) দশটায় তিনি মারা যান (১৫২- কাদিয়ানী পত্রিকা আল-হাকাম, ২৮শে মে ১৯০৮ সংখ্যার পরিশিষ্ট সিরাতুল মাহ্‌দী ১০৯ পৃষ্ঠা, ফিত্‌নায়ে কাদিয়া-নিয়্যাত,৯৬ পৃষ্ঠা)।

তাঁর স্ত্রী বলেন, কিছুক্ষন পরপর তিনবার পায়খানা হবার পর একবার বমি হয়। ফলে তিনি এত দুর্বল হোয়ে পড়েন যে, পাছা ঠুকে চারপাইয়ের উপরে পড়ে যান এবং তাঁর মাথাটা চারপাইয়ের সাথে টক্কর খায় (১৫৩- আহমাদীদের লাহোরী গুরুপের মুখপত্র পয়গামে সুলহ বলে, কিছু লোগ বলেছে ঃ- মিরযা-সাহেব্ কী মাওত্ কে অক্ত্ উনকে মুঁহ্ সে পা-খা-নাহ্

নিকাল রহা-থা- অর্থাৎ মিরযা সাহেবের মরণের সময় তাঁর মুখ দিয়ে পায়খানা বের হচ্ছিল (১৫৪- পয়গামে সুলহ পত্রিকা, ৩রা মার্চ, ১৯৩৯ সংখ্যায় মোহাম্মাদ ইসমাঈল কাদিয়ানীর বিবৃতি, লাহোরের আল-ইতিসা-ম পত্রিকা, ১৪ই জুন, ১৯৬৮ সংখ্যা)। মিরযার শশুর বলেন, যেরাতে হযরত অসুখে পড়েন সে সময় আমি আমার কামরায় শুয়েছিলাম। যখন তাঁর অসুখ বেড়ে যায় তখন তিনি আমাকে জাগান। তাই আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁর কষ্ট দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমি কলেরায় আক্রান্ত হয়েছি। অরপর তিনি পরিস্কার কথা বলতে পারেননি। পরিশেষে দ্বিতীয় দিন সকাল দশটার পর তিনি মারা যান। (১৫৫- হায়াতে নাসের, রঈসুল গোলাম, কাদিয়ানী, ১৪ পৃষ্ঠা, আলকাদিয়ানিয়্যাহ, ১৫৮ পৃষ্ঠা)।

পূর্বোক্ত ইশতেহারে মিরযা সাহেব আন্তরিক দোআ করেছিলেন যে, সত্যবাদীর জীবদ্দশাতেই যেন মিথ্যাবাদী মারা যায়। তাই ঐ ঘোষনার পর মওলানা সানাউল্লার (রহঃ) জীবদ্দশাতেই মিরযা মারা যাওয়ায় তাঁর ভণ্ডামী ও দাজ্জালী সবার সামনে মধ্যাহ্ন গগনের সূর্যের ন্যায় প্রতিভাত হোয়ে যায় এবং সারা বিশ্ব জেনে নেয় যে, মিরযা গোলাম আহমাদ কেয়ামতের পূর্বে আবির্ভূত ত্রিশ (৩০) দাজ্জালের এক দাজ্জাল। মিরযা সাহেব তাঁর পছন্দনীয় জায়গা সম্পর্কে একদা বলেন ঃ- দাখালতুন্ না-রা হাত্তা-খিরতু না-রন্-অর্থাৎআমি আগুনে ঢুকলাম। পরিশেষে আমি নিজেই আগুন হোয়ে গেলাম (১৫৬- মিরযা রচিত নুরুল হক, ১ম খণ্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা, মোস্তাফায়ী প্রেস, লাহোর ছাপা, ১৩১১ হিজরী সংস্করণ)। সুতরাং মৃত্যুর পর তিনি তাঁর আকাংখিত আগুনে ঢুকলেন কিনা আল্লাহ্ জানেন।

অন্যদিকে সত্যবাদী ও সত্যের ধ্বজাবাহী আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরী রহমাতুল্লাহ্ আলায়হে মিরযার ঘোষনার চল্লিশ (৪০) বছর এগার (১১) মাস পর ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ সোমবার আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হন।

প্রথম আহমাদী খলীফা

১৯০৮ সালের ২৬শে মে কাদিয়ানী ভণ্ডনবী মিরযা গোলাম আহমাদের মৃত্যুর পর আহমাদী মতবাদের নাটের গুরু হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব ২৭শে মে মিরযার প্রথম খলীফা মনোনীত হন। ইনি পাকিস্তান-পাঞ্জাবের সারগোধা জেলার ভেরা উপশহরের বাশিন্দা ছিলেন। আহমাদীরা এঁকে হযরত আবু বাকর সিদ্দীকের সমকক্ষ স্বীকৃতি দিয়েছে। ইনি প্রায় ছয় (৬)বছর মিরযার

খলীফাগিরি করতে করতে একদা ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে খুবই আহত হন। ফলে কয়েকদিন তাঁর যবান বন্ধ থাকে। পরিশেষে ১৯১৪ সালের ১৩ই মার্চে ইনি মারা যান।

দ্বিতীয় খলীফা

অতঃপর ১৪ই মার্চে মিরযার প্রথম পুত্র মিরযা বাশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমাদ দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। ইনিও পিতার মত মৃগী রোগী ছিলেন। যেমন তিনি বলেন ঃ- মুঝে ভী কভী কভী মেরাক্ কা দাওরাহ্ হোতা হায় অর্থাৎ আমার উপরেও কখনো কখনো মৃগী রোগ চেপে থাকে (১৫৭- রিভিউ কাদিয়ান, আগষ্ট - ১৯২৬, (১১) পৃষ্ঠা . খাত্মে রিসালাত আওর কাদিয়ানী ফিতনা, ২১ পৃষ্ঠা। তাই পিতার মত এঁর ঘাড়েও শয়তান চাপতো। যেমন তিনি বলেন, আমার উল্লেখ কোরআনে এসেছে। তোমরা কোরআনে লোকমান ও তাঁর পুত্রের কাহিনীর প্রতি লক্ষ্য কর। তোমরা কি জানো যে, লোকমান কে এবং তাঁর পুত্র কে? লোকমান হলেন মসীহে মওউদ এবং তাঁর পুত্র হলাম আমি (১৫৮ আলফাযল ১২ই মার্চ, ১৯২৩ সংখ্যায় বাশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমাদের বক্তৃতা (আলকা-দিয়ানিয়্যাহ, ২৫৩ পৃষ্ঠা)।

ইনি নাকি চরিত্রহীন ছিলেন? যেমন এঁর শালী ডঃ আঃ লতীফের স্ত্রী বলেন, রবওয়ার খলীফা মিরযা মাহমুদ আহমাদ বদচলন ও ব্যভিচারী ব্যক্তি। আমি নিজে তাঁকে ব্যাভিচার করতে দেখেছি। আমি আমার দুটো ছেলের মাথায় হাত দিয়ে আযাবের কসম খেয়ে একথা বলছি (১৫৯- মিরযায়িয়্যাত আওর ইসলাম, ১৫৮ পৃষ্ঠা।

গোলাম হোসায়ন আহমাদী বলেন, আমি খোদাকে হাযির নাযির জেনে এবং কসম খেয়ে বলছি যে, আমি নিজের চোখে হযরত সাহেবকে (অর্থাৎ মিরযা মাহমুদ আহমাদ সাহেবকে) সা-দেকার সাথে ব্যাভিচার করতে দেখেছি। যদি আমি মিথ্যা লিখি তাহলে আমার উপরে আল্লাহ্‌র লানত হোক (১৬০- ঐ- ১৬৪)। পৃষ্ঠা। লাহোর সামানবাদের এক সতী নারী সাইয়েদা উম্মে সালেহা, পিতা সাইয়েদ আখতার হোসায়ন বলেন, কাদিয়ানের এক বিরাট ধনী মিরযা গুল মোহাম্মাদ মরহুমের দ্বিতীয় বিধবা স্ত্রী" ছোট বেগম আমাকে বলেছেন যে, আমি নিজের চোখে খলীফা সাহেবকে তাঁর মেয়ে এবং অন্য মেয়েদের সাথে ব্যভিচার করতে দেখেছি। আমি খোদার কসম খেয়ে একথা বলছি (১৬১– ঐ - ১৬৭ পৃষ্ঠা। এই খলীফা মাহমুদ সাহেবের এক ঘনিষ্ঠ

ভক্ত মোহাম্মাদ ইউসুফ নায বলেন, আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি যে মিরযা বাশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমাদ রবওয়ার খলীফা নিজেই নিজের সামনে তাঁর বিবিকে অন্য পুরুষের সাথে ব্যভিচার করিয়েছেন। যদি আমি আমার কসমে মিথ্যুক হই তাহলে খোদার লানত ও আযাব আমার উপরে হোক। এ ব্যাপারে আমি মিরযা বাশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমাদের সামনে কসম খেতে রাজি আছি (১৬২– আলমিম্বার পত্রিকা লায়ালপুর, এপ্রিল, ১৯৬৮ সংখ্যা, ১৩ পৃষ্ঠা, কাদিয়ানিয়্যাত আপনে আয়ীনে মেঁ, ১৭২ - ১৭৩ পৃষ্ঠা।

এই চরিত্রহীন খলীফা ১৯৫৫ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারীখে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। অতঃপর ঐ রোগে প্রায় আট বছর শাস্তি পেয়ে ১৯৬৫ সালের ৮ই নভেম্বরে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

এঁর জন্মের কিছু আগে থেকে এঁর পিতা মিরযা গোলাম আহমাদের পৌরুষ শক্তি কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে মিরযা নিজেই বলেন, যখন আমার বিয়ে হয় তার আগে থেকে দীর্ঘদিন ধরে আমার পুরুষত্ব ছিলনা (১৬৩– মাকতুবাতে আহমাদিয়্যাহ, ৫ম খণ্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা, আলকাদিয়ানিয়্যাহ, ৭০ পৃষ্ঠা)। এরূপ (ধ্বজভঙ্গ) অবস্থায় তাঁর প্রথম পুত্রের (উক্ত দ্বিতীয় খলীফার) জন্ম হয়েছিল। তখন মিরযার বয়স ছিল পনের কিংবা ষোল (১৬৪- আলইতেসাম লাহোর, ৬ই অক্টোবর, ১৯৬৭ সংখ্যা)। পুরুষত্বহীন অবস্থায় মিরযা গোলাম আহমাদের সন্তানের জন্মদান তাঁর মোজেযা নয় তো? তেমনি যেব্যক্তির জন্ম উপরোক্ত পরিস্থিতিতে হয়েছিল সেই মিরযা বাশীরুদ্দীন মাহমুদ চরিত্রহীন হলে বিচিত্র ব্যাপার হবে কি? পাকিস্তান লাহোরের বিখ্যাত আলেম ও জ্বালাময়ী বক্তা মওলানা এহ্সান এলাহী যহীর রচিত 'মিরযায়িয়্যাত আওর ইসলাম' নামক গ্রন্থের ১৫৬ থেকে ১৭২ পৃষ্ঠায় আহমাদীদের দ্বিতীয় খলীফা মিরযা বাশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমাদের চরিত্রহীন হওয়া সম্পর্কে বিশটি (২০) সাক্ষ্য লিখিত আছে।

৩য় ও ৪র্থ খলীফা

অতঃপর ২য় খলীফার মৃত্যুর পর তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র মিরযা নাসের আহমাদ (এম, এ, অক্সন) তৃতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। ইনি ১৯৬৭ সালে ইউরোপ ভ্রমনের পর পাকিস্তানে ফিরে এসে বলেন, ইউরোপ সফরের আগে আমাকে অহী হয়েছিল (১৬৫- মনসুর কাদিয়ানী রচিত মনযুরে এলাহী, ৩৪২ পৃষ্ঠা, আলকাদিয়ানিয়্যাহ ১৩২ পৃষ্ঠা)। এঁরই খেলাফতী যুগে আফ্রিকায় আহমাদীদের

কলেমাতে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর জায়গায় 'আহমাদুর' রসূলুল্লাহ করা হয়েছে।এই প্রমাণ এই বইয়ের ২২ পৃষ্ঠায় দেখুন। ১৯৮২ সালের ৮ই জুনে ইনি মারা গেলে ১০ই জুন, ১৯৮২তে মিরযা তাহের আহমাদ চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত হন। বর্তমানে ইনিই কাদিয়ানী ও আহমাদীদের খলীফা।

আহমাদী ও ইহুদী মাখামাখি

কোরআন ও হাদীস ঘাঁটলে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের সব চেয়ে বড় দুশমন ইহুদী। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ- লাতাজিদান্না আশাদ্দান্ না-সি আ'দা-অতান লিল্লাযীনা আ-মানুল ইয়াহূদা অল্লাযীনা আশরকূ– তুমি লোকেদের মধ্যে ইমানদারদের জন্য সবচেয়ে বেশী দুশমন অবশ্য অবশ্যই পাবে ইহুদীদেরকে এবং মোশরেকদেরকে (১৬৬– সুরা মায়েদা, ৮২ আয়াত।

ঠিক এরই বিপরীত চরিত্র পাওয়া যায় আহমাদী ও ইহুদী সম্পর্কে। কারণ, বিদেশের মাটিতে আহমাদীদের সবচেয়ে সক্রিয় ও বড় কেন্দ্র ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের সমুদ্রবর্তী শহর হাইফাতে অবস্থিত। ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্মের পর তারা ফিলিস্তিনী এবং অফিলিস্তিনী মুসলমানদের মধ্যে ইহুদীদের উদ্দেশ্যসাধনে লিপ্ত আছে। উক্ত হাইফা শহরে কাদিয়ানীরা একটি পল্লী তৈরী করেছে। সারা বিশ্ব জানে যে, ইসরাইল রাষ্ট্রের যখন জন্ম হয় তখনই ইহুদীরা প্রায় দশলাখ ফিলিস্তিনী মুসলমানকে তাদের মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং আজও তাড়াচ্ছে। অথচ ইহুদীরা তাদের দোসর কাদিয়ানীদের উক্ত পল্লীতে কোনরূপ আঁচও আসতে দেয়নি। বরং ওর বিপরীত হাইফার ইহুদী মেয়র কাদিয়ানীদের বলে যে, আপনারা 'কাবাবীর পাহাড়ের' নিকট কাদিয়ানী স্কুল কায়েম করুন।

১৯৫৬ সালে বৃটিশ ও ফ্রান্সের সাহায্যে ইসরাইল যখন সুয়েজখালের উপর হামলা চালিয়েছিল তখন পাকিস্তানে কাদিয়ানীদের প্রধানকেন্দ্র রবওয়ার কাদিয়ানী মোবাল্লেগ মোহাম্মাদ শরীফকে ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট তার সাথে সাক্ষাতের দাওত দিয়েছিল। অতঃপর তার মাধ্যমে ইহুদীরা পাকিস্তানে এমন প্রচার চালায় যে, পাকিস্তানের তাদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শহীদ হোসেন সোহরাওর্দী মিসরীয় পদক্ষেপের বিরোধিতা কোরে ইসরাইলের নগ্ন আক্রমনকে সমর্থন করে। ফলে পাকিস্তান মুসলিম জাহানে কাদিয়ানীদের মত একঘরে হয়ে পড়ে (১৬৭- কাদিয়ানী মিশনের ঐ রিপোর্ট লায়ালপুরের আলমিম্বার পত্রিকার ৪ঠা ও ১১ই আগষ্ট, ১৯৬৭ সংখ্যাগুলো দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কাদিয়ানী মনীষী স্যার যাফরুল্লাহ খানের টাইপিষ্ট এক ইহুদী মেয়ে ছিল। ১৯৬৭ সালে ও ১৯৭৩ সালে যখন ইসরাইলের সাথে আরবদের যুদ্ধ হয় এবং ইসরাইল মুসলমানদের উপরে অমানুষিক হামলা চালায় তখনও মুসলিম নামধারী কাদিয়ানীদের তারা কোনরূপ ক্ষতি করেনি। এইজন্যই সিরিয়ার এক আলেম জনাব মোহাম্মদ খায়ের আল কাদেরী একটি বই লিখেছেন আলকা-দিয়ানিয়াহ মাতিয়্যাতুল ইস্তি'মা-রিল বাগীয নামে। যার অর্থ হল কাদিয়ানী মতবাদ ইসলামী-বিদ্বেষ পরায়ন সাম্রাজ্যের বাহন।

মক্কা শরীফ থেকে ইকবাল সোহায়েল নামে এক ব্যক্তি দিল্লির শাবিস্তান ডাইজেষ্ট এক পত্রে বলেন, কিছুদিন আগে সেনেগাল থেকে সমাজনীতির এক বিখ্যাত অধ্যাপক বেইরুতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আফ্রিকায় কাদিয়ানী ও বাহায়ীরা কিভাবে ইসরাইলের হোয়ে কাজ করেছে। তিনি বিশ্বস্ত সূত্র উল্লেখ কোরে প্রমাণ করেন যে, বিশ্বব্যাপী ইহুদী আন্দোলন এবং ইসরাইলের সাথে কাদিয়ানী ও বাহায়ীদের কত নিবিড় সংযোগ আছে (১৬৮- নতুন দিল্লী থেকে প্রকাশিত উর্দু ডাইজেষ্ট শাবিস্তান, অক্টোবর, ১৯৭৮ সংখ্যার ১৪৬ পৃষ্ঠায় 'আয়ীনায়ে খেয়াল' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, কাদিয়ানিয়্যাত আপনে আয়ীনে মেঁ, ২৪৩ পৃষ্ঠা)। ইসরাইল রাষ্ট্রের হাইফার কারমাল পর্বতে কাদিয়ানীদের প্রচারকেন্দ্র আছে। সেখান থেকেই কাদিয়ানীদের মাসিক মুখপত্র 'আলবুশরা' প্রকাশিত হয়। যা ত্রিশটি (৩০টি)আরবদেশে প্রচারিত হয়। এই কেন্দ্রের মাধ্যমেই মিরযা গোলাম আহমাদের অধিকাংশ গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করা হয়েছে (১৬৯- আলকাদিয়ানিয়্যাহ, ৪৭ পৃষ্ঠা)।

উপরোক্ত সমস্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, মিরযা গোলাম আহমাদ কোরআনের আয়াত বিকৃত কোরে যেমন ইহুদীদের এজেন্টগিরি করেছিলেন, ঠিক তেমনি তাঁর অনুসারীরাও গুরুর পদাংক অনুসরণ কোরে মুসলমানদের চরম দুশমন ইসরাইলের হোয়ে এজেন্ট ও গোয়েন্দাগিরির কাজ করছেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যে লালিতপালিত আহমাদী–ষড়যন্ত্র

মিরযা গোলাম আহমাদ তাঁর জামাআতের লালনপালন সম্পর্কে বলেন,খোদা আমাদেরকে এমন এক মহারানী দান করেছেন যিনি আমাদের উপর দয়া করেন এবং উপকারের বৃষ্টি ও করুনার মেঘ দিয়ে- **(হোমা-রী পার্অরিশ্ কারমা-স্তী হায়)** আমাদের লালনপালন করেন। আর আমাদেরকে লাঞ্ছনা ও দুর্বলতার নীচে থেকে ওপরে তুলতে থাকেন (১৭০- নূরুল হক, ১ম খণ্ড, ৪র্থ

পৃষ্ঠা, মিরযায়িয়্যাত আওর ইসলাম ২০৭ পৃষ্ঠা)। অন্য বর্ননায় তিনি বলেন, ইংরেজ সরকার খোদার সম্পদের মধ্যে একটি সম্পদ । এটা এক মহান কল্যা । এই সাম্রাজ্য সমস্ত মুসলমানের জন্য আসমানী বরকতস্বরূপ। খোদা তাআলা-এই সাম্রাজ্যকে মুসলমানদের জন্য করুণার বাদলরূপে পাঠিয়েছেন। এইরূপ সাম্রাজ্যের সাথে লড়াই ও জেহাদ করা নিশ্চয়ই হারাম (১৭১- শাহাদাতুল কোরআন, যমীমাহ ১১ও ১২ পৃঃ, জয়হিন্দ প্রেস জলন্ধর ছাপা।

আমার উপদেশ আমার জামাআতের প্রতি এই যে, তারা যেন ইংরেজদের বাদশাহীকে নিজেদের উলিল আমরের মধ্যে গন্য করে এবং সততার সাথে তাদের অনুগত থাকে। কারণ, ওরা আমাদের দ্বীনী উদ্দেশ্যসাধনে বাধা সৃষ্টিকারী নয়।বরং আমরা ওদের কারণে খুবই আরাম পেয়েছি। আমরা কৃতঘ্ন হব যদি আমরা একথা স্বীকার না করি যে, ইংরেজরা আমাদের দ্বীনকে এক রকম সেই সাহায্য দিয়েছে যা হিন্দুস্তানের ইসলামী বাদশাগণও দিতে পারেনি (১৭২- – মিরযা রচিত যরুরাতুল ইমাম, কাদিয়ান ছাপা, ৪০ পৃঃ ১৯৭৭ সংস্করণ)। অন্যত্র মিরযা সাহেব বলেন, বরং সত্য কথা এই যে, কতিপয় কমসাহসী ইসলামী বাদশা নিজেদের গাফলতির কারণে আমাদেরকে কুফরিস্তানে ধাক্কা দিয়েছিল তখন ইংরেজরা হাত ধরে আমাদের বের করে আনে। অতএব ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের খিচড়ী রাঁধা খোদাতাআলার সম্পদকে ভুলে যাওয়ারই শামিল(১৭৩- ঐ- ৪১পৃষ্ঠা)।

আরেকবার মিরযা বলেন, আমার মহৎ উদ্দেশ্য যা কাইজাররূপী ভারত সরকারের ছত্রছায়ায় সাফল্য লাভ করছে তা অন্য যেকোন সরকারের ছায়ায় সফল হওয়া অসম্ভব ছিল। যদিও সেই সরকার ইসলামী সরকার হোত (১৭৪- তোহফায়ে কাইসারিয়্যাহ, ২৫- ২৬ পৃঃ)। এক ইশ্‌তেহারে মিরযা বলেন, আমি আমার কাজকে না মক্কায় ভালভাবে চালাতে পারি, না মদীনায়, না রোমে না সিরিয়ায়, না ইরানে না কাবুলে। কিন্তু এই (ইংরেজ) সরকারে তা পারি যার অগ্রগতির জন্য আমি দোআ করে থাকি (১৭৫- তবলীগে রেসালাত, ৮ম খণ্ড, ৬৯ পৃঃ, কাদিয়ানিয়্যাত আপনে আয়ীনে মেঁ,২১৪ পৃষ্ঠা।

ইংরেজরা যখন মুসলিম দেশ ইরাক জয় করে তখন মিরযার পুত্র কাদিয়ানী দ্বিতীয় খলিফা মিরযা বাশীরুদ্দিন মাহমূদ আহমাদ এক বক্তৃতায় বলেন, আমাদের ইমাম বলেছেন, আমি মাহ্‌দী এবং বৃটিশ হুকূমত আমার তলোয়ার। .... আল্লাহ এই হুকূমতের সাহায্য ও সমর্থনে ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ

করেছেন (১৭৬- কাদিয়ানি পত্রিকা আলফযল, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯১৮, আলকাদিয়ানিয়্যাহ, ৩১ পৃষ্ঠা।

ভারতের কাদিয়ানী-আহমাদীদের সদর দফতর পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান উপশহর এবং পাকিস্তানে আহমাদীদের ভ্যাটিকান সিটি রবওয়া। কিন্তু মজার কথা যে, উক্ত দুই সদর দফতরে মিরযা গোলাম আহমাদের রচিত সমস্ত গ্রন্থাবলী পাওয়া যায়না। লণ্ডনে নাকি কয়েক হাযার টাকায় মিরযার সমস্ত বই পাওয়া যায়। বৃটিশের ছত্রছায়ায় যেমন মিরযা গোলাম আহমাদের মিশন লালিত পালিত হয়েছিল, তেমনি আজও বৃটিশের কোলে আহমাদী-কাদিয়ানীদের প্রতিপালন হচ্ছে।

বিশ্বমুসলিমের ফতওয়ায় কাদিয়ানীরা মুসলিম নয়

বিশ্বমুসলিমের ধর্মীয় সমস্যা সমাধানের জন্য সউদী আরবের মক্কায় একটি বিশ্বমুসলিম সংস্থা গঠন করা হয়েছে। তার নাম রাবেতায়ে আ-লামে ইসলামী। এই সংস্থা ১৯৯৪ সালের ১০ই এপ্রিল মক্কায় অনুষ্ঠিত এক বিশ্ব মুসলিম সম্মেলনে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহন করেনঃ-

কাদিয়ানী বা আহমাদী এক বিধ্বংসী কীট। এই আন্দোলন ইসলামের কোলে এবং ওর নামে আশ্রয় গ্রহন করে এবং তাদের নাপাক ও জঘন্য উদ্দেশ্য গোপন রাখে। (ক) এই আন্দোলনের দাবী যে, এর আহ্বায়ক নবী। (খ)এরা কোরআনের আয়াত বিকৃত করে এবং জেহাদকে বাতিল করে। এই আন্দোলন ইসলাম-দুশমন শক্তির সাহায্যে ও পুঁজিতে ধর্মস্থান তৈরী করে। যেখান থেকে তারা মানসিক ধর্মদ্রোহী ও কুফরী এবং কাদিয়ানী মতবাদ শিক্ষা দেয়। বিভিন্ন ভাষায় কোরআনের বিকৃত কপি কাদিয়ানীরা প্রচার করেছে । তাই এই বিপদের মোকাবেলার জন্য উক্ত সম্মেলন নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তাবলী পাশ করেঃ- (১) প্রত্যেক ইসলামী সংগঠন যেন কাদিয়ানী তৎপরতা বন্ধের চেস্টা করে, তাদের গোমর ফাঁক করে এবং দুনিয়াকে তাদের চরিত্র জানিয়ে দেয় যাতে সাধারণ জনগন ওদের জালে না ফাঁসে। (২)এই কন্‌ফারেন্স ঘোষণা করছে যে, কাদিয়ানী বা আহমাদী জামাআত কাফের এবং ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ খারিজ দল। (৩) কাদিয়ানী বা আহমাদীদের সাথে যেন কোন লেনদেন না করা হয়। তাদের সাথে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বয়কট করা হয়। তাদের সাথে বিয়েশাদীর সম্পর্ক স্থাপন না করা হয়।

মুসলমানদের গোরস্থানে তাদেরকে মাটি না দে[illegible] তাদের সাথে ঐরূপ ব্যবহার করতে হবে যেরূপ ব্যবহার কাফেরদের [illegible] হয় (৪) সমস্ত মুসলিম সরকারের নিকটে দাবী জানানো হোক [illegible] মিরযা গোলাম আহমাদের অনুসারীদের তৎপরতা বন্ধ করে [illegible] তাদেরকে সংখ্যালঘু অমুসলিম মনে করে, আর তাদেরকে [illegible] কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল না করে (৫) যেসব দল ইসলাম বিমুখ তাদের সাথে কাদিয়ানীদের মত ব্যবহার করতে হবে(১৭৭- মক্কার দৈনিক আরবী পত্রিকা আননাদঅহ, ১৪ই এপ্রিল-১৯৭৪ সংখ্যা, দিল্লির সাপ্তাহিক উর্দু আলজামইয়্যাত, ২৯ শে এপ্রিল-১৯৭৪ সংখ্যা, কাদিয়ানের সাপ্তাহিক বাদ্‌র ৯ই মে- ১৯৭৪, কলকাতার দৈনিক উর্দু আস্‌রে জাদীদ, ৯ই মার্চ- ১৯৭৫ সংখ্যা।

পাকিস্তানের পার্লামেন্ট ১৯৭৪ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব পাশ করে যে, কাদিয়ানী উম্মত- চায় তা রবওয়া গুরুপ হোক কিংবা লাহোরী গুরুপ- সংখ্যালঘু অমুসলিম।

ইউরোপের ইটালীতে ক্যাথলিক খৃস্টানদের যেমন একটি স্বাধীন শহর আছে ভ্যাটিকান সিটি। যা পোপের রাষ্ট্র নামে আখ্যাত তেমনি পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে 'রবওয়া' নামে একটি কলোনী আছে যা মিরযা গোলাম আহমাদকে নবীরূপে মান্যকারীদের ভ্যাটিকান সিটি নামে অভিহিত। রবওয়ার নিকটবর্তী লাহোরের আহমাদীরা মিরযা গোলাম আহমাদকে মুখে নবী বলে মানেনা, বরং তারা তাকে কেবল মোজাদ্দেদ হিসেবে মানে। ফলে তারা লাহোরী গুরুপ নামে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিরযাকে লাহোরীদের মোজাদ্দেদ মানার দাবী ভাঁওতা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ, মিরযা গোলাম আহমাদ নিজেকে নবী বলে দাবী করেন এবং নাবী দাবীর ব্যাপারে মিরযা নিজেই একবার মন্তব্য করেনঃ- যে ব্যক্তি মোহাম্মাদ (সঃ) এর পর নবী হবার দাবী করবে সে 'মোসায়লামা কাযযাবে'র ভাই এবং কাফের ও খবীস (১৭৮- আনজামে আতহাম, ২৮ পৃষ্ঠা, আল কাদিয়ানিয়্যাহ, ১৩৯ পৃঃ)। অতএব নবী হবার দাবীদার মুসাইলামা কায্‌যাবের ভাই কোন কাফের ও খবীসকে মোজাদ্দেদ হিসেবে মান্যকারীগণ ভাঁওতাবাজ নয় কি ?

অমুসলিমদের মতেও আহমাদীরা মুসলিম নয়

ভারতের এক এডিশনাল জজ মাননীয় শ্রীমানভাট জোশী এক মামলার রায়ে বলেন, যে ব্যক্তি মিরযা গোলাম আহমাদের শিক্ষা মানে তাকে মুসলমান

কখনই বলা যেতে [illegible] সে মুসলমান ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে (১৭৯- এলাহাবাদ হাই[illegible] ৬৯ সালের ২৮৮ নং মোকদ্দামা ও, সির মুদ্রিত রায়ের ৯ম পৃ[illegible]

প্রতাপ পত্রিক[illegible] শ্রী কে. নরেন্দ্র জী তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় 'আহমাদী' মুসলমানে[illegible] সমস্যা, শিরোনামার অধীনে মন্তব্য করেন যে, এই দেশে বসবাসকারী আহমাদিদেরকে আমি নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, তাদের বিশ্বাস [illegible] ঐরূপ হয় যেমন মৌলভী আব্দুর রহমান পেশ করেছেন যে, সাধারণ জনগণ যখনই ভুলপথে চলে তখন তাদের মুক্তির জন্য এবং তাদের সৎপথে আনার জন্য কোন পয়গম্বর আসে। এই ঘোষনা সেই কথা,যা ভগবান কৃষ্ণ ভগবত গীতায় বলেছেন, তাহলে তো আহমাদী মুসলমানদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, তারা সাধারণ মুসলমানের তুলনায় হিন্দুদেরই অধিক নিকটবর্তী (১৮০- প্রতাপ, ২১ শে জুলাই - ১৯৭৪ সংখ্যা, কলিকাতার আবশার পত্রিকা, ৩রা আগষ্ট, ১৯৭৪ সংখ্যা।

মিরযার মতে ঈসা নয়, মূসা (আঃ) আকাশে জীবিত

পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানই বিশ্বাস করে যে, ঈসা আলায়হিস্ সালাম আকাশে জীবিত আছেন এবং কেয়ামতের পূর্বে তিনি দামেশকের মসজিদের মিনারে নামবেন (১৮১- মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড, ৪০১ পৃঃ,. তিরমিযী, ২য় খণ্ড, ৪৭ পৃঃ মিশকাত, ৪৭৩ পৃষ্ঠা। সবারই মতে মূসা আলায়হিস সালাম মারা গেছেন। তিনি জীবিত নেই। এ ব্যাপারে কাদিয়ানী নবী মিরযা গোলাম আহমাদ বলেনঃ কুরআন শরীফ বাসারা-হাত না-ত্বিক হায় কে ফাকাত্ব উনকী রুহ আ-সমা-ন্ পার্ গায়ী০ নাহ্ কে জিস্‌ম্– কোরআন শরীফ স্পষ্টভাবে বলে যে, কেবল তাঁর (অর্থাৎ ঈসার) আত্মা আসমানে গেছে, দেহ নয় (১৮২- - ইযালায়ে আওহাম, ১ম খণ্ড, ১২৬ পৃঃ জানুয়ারী – ১৯৮২ সংস্করণ। তাই তিনি ঈসা (আঃ) কে আকাশে জীবিত বিশ্বাসপোষনকারীদের বিরুদ্ধে কটূক্তি করেছেন এবং এই মতকে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন।

কিন্তু এর বিপরীত এক জায়গায় তিনি নিজেই পাগলের মত বলেছেন যে, মূসা (আঃ) আকাশে জীবিত আছেন। যেমন তাঁর উক্তি ঃ- হা-যা- মূসা-ফাতাল্লা-হিল্ লাযী আশা-রল্লা-হু ফী কিতা-বিহী ইলা-হাইয়া-তিহী অফারাযা আলাইনা- আন নু'মিনা বিআন্নাহূ হাইয়্যুন ফিস্ সামা-য়ি অলাম্ ইয়ামুত্ অলাইসা মিনাল মাইয়িতীন-- ইনিই আল্লাহর সেই জোয়ান মূসা যার জীবিত

থাকার ব্যাপারে আল্লাহ নিজ গ্রন্থে ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং আমাদের উপরে তিনি ফরয করেছেন এ ব্যাপারে ঈমান আনার যে, তিনি আসমানে জীবিত আছেন এবং মরেননি। আর তিনি মৃতব্যক্তিদের মধ্যে নন (১৮৩- মিরযা রচিত নূরুল হক ১ম খণ্ড, ৫১ পৃঃ মোস্তাফায়ী প্রেস লাহোর ছাপা, ১৩১১ হিজরী সংস্করণ।

এই দাবীর প্রমাণে মিরযা সাহেব কোন দলীলই পেশ করতে পারেননি। এর বিপরীত ঈসা (আঃ) এর কেয়ামতের প্রাক্কালে আসমান থেকে অবতরণের ব্যাপারে বহু দলীল আছে, যার জন্য আলাদা একটি পুস্তক লেখার প্রয়োজন। আল্লাহ তওফীক দিলে ভবিষ্যতে ঐ সম্পর্কে একটি বই লিখবার চেষ্টা কোরবো ইনশা-আল্লাহ! তথাপি এই বইয়ে ঈসা(আঃ) সংক্রান্ত কিছু তথ্য দিলাম

ঈসা (আঃ) জীবিত, না মৃত ?

কাদিয়ানীদের একটা বাঁধা গদ যে, ঈসা আলাইহিস সালাম মৃত। কারণ, তিনি মৃত না হলে তাদের নাবী মির্যা গোলাম আহমাদ শেষযুগে আবির্ভূত ঈসা হতে পারেন না। তাই এটা আমাদের জানা দরকার যে, ঈসা আলাইহিস সালাম মৃত, না জীবিত। যাতে সাধারণ জনগণ এবং আলিমগনও কাদিয়ানীদের বাঁধাগদের তথ্য দ্বারা ধোকা না খান ।

ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:- **ওয়া ইন্নাহু লাইলমুল লিস সা-আতি ফালা তাম্‌তারুন্না বিহা-** অর্থাৎ তিনি (ঈসা আলাইহিস সালাম) নিশ্চয়ই কেয়ামতের একটি আলামত । অতএব তোমরা ওর ব্যাপারে অবশ্য অবশ্যই সন্দেহ কোরোনা (সূরাহ যুখরুফ ৬৬ আয়াত)।

উক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি:) বলেন, কিয়ামতের নিশানা বলতে কিয়ামতের আগে ঈসা ইবনে মারয়্যামের দুনিয়াতে আগমন (মুস্তাদরকে হা-কিম, ইবনে মারদাওয়হে, ফাতহুল বায়ান,৮ম খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা)।

উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্বারা জানা যায় যে, কিয়ামতের আগে ঈসা (আ:)এর দুনিয়াতে আগমন ঘটবে । নাওওয়াস ইবনে সামআনের বর্ণনায় রসূলুল্লা-হ আলাইহি অসাল্লাম দাজ্জালের বর্ণনা দিতে গিয়ে একটি হাদীসের শেষাংশে বলেন:-- আল্লাহ মাসীহ ইবনে মারয়্যামকে পাঠাবেন। ফলে তিনি দামিশকের পূর্বদিকের সাদা মিনারের কাছে জাফরানী-রং দুটি পোশাকের

মাঝে দুটি ফিরিশতার ডানায় নিজের হাত দুটি রেখে নামবেন।........(তিরমিযী,২য় খন্ড ৪৭ পৃষ্ঠা মিশকাত ৪৭৩ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ২য় খন্ড, ২৩৭পৃষ্ঠা, মুসলিম ২য় খন্ড, ৪০১পৃষ্ঠা)।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এর বর্ণনায় রসুলুল্লাহ সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, ঈসা ইবনে মারয়াম যমিনের দিকে নেমে আসবেন। অতঃপর তিনি বিয়েশাদী করবেন এবং তাঁর সন্তানও জন্মাবে। আর তিনি দুনিয়াতে পঁয়তাল্লিশ (৪৫) বছর অবস্থান করবেন। তারপর তিনি মারা যাবেন। অতঃপর তিনি আমার সাথে আমারই কবরে দাফন হবেন । তারপর (কিয়ামতের দিনে))আমি এবং ঈসা ইবনে মারয়াম একই কবর থেকে আবূ বাকর ও উমারের মাঝে উঠবো (ইবনুল জাওযীর কিতা-বুল অফা, মিশকাত ৪৮০ পৃষ্ঠা)।

উপরের বর্ণনাগুলো সহ আরো বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈসা আলাইহিস সালাম মৃত নন, বরং জীবিত। কিয়ামতের আগে তিনি দামিশকের মিনারে নামবেন এবং বিয়েশাদী কোরে ঘরসংসার করবেন। তারপর তিনি মারা যাবেন। তাই ঈসা (আ:) মৃত নন। যেমন কাদিয়ানীদের নাবী মির্যা গোলাম আহমাদ ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা মনে করেন। থাকলো আহলে- সুন্নাতদের কতিপয় বিখ্যাত আলিমদের কথা যে, ঈসা (আ:)নাকি জীবিত নন, বরং মৃত। তার উত্তর নিম্নে দেওয়া হল।

ইমাম মালিকের মতে ঈসা (আ:)কি মৃত ?

এর আগে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে যে, কাদিয়ানীদের নাবী মির্যা গোলাম আহমাদ নিজেকে শেষযুগে আবির্ভূত ঈসা ইবনে মারয়াম বলে দাবী করেছেন। তাই তিনি ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা আপ্রান চেষ্টা করেছেন ঈসা আলাইহিস সালামকে চিরতরে মেরে ফেলার জন্য। কারণ, ঈসা (আ:) কে মৃত না বললে মির্যা গোলাম আহমাদ শেষযুগের ঈসা হতে পারেন না। বরং তিনি ধাপ্পাবাজে পরিণত হন । সেজন্য ঈসা (আ:) কে মৃত প্রমাণ করার জন্য তাঁরা আহলে- সুন্নাত অল জামাআতের দুজন মহামান্য ব্যক্তিকে খুঁজে বের করেছেন। তাঁরা হলেন:- ১) ইমাম মা-লিক রহমাতুল্লা-হি আলাইহি, মৃত ১৭৯ হিজরী এবং ২। ইমাম ইবনে হাযম রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত-৪৫৬ হিজরী। তাই এবার উক্ত দুই মনিষীর মতামত পেশ করা হল। যাতে কাদিয়ানীদের চালবাজী দ্বারা কোন আলিম এবং সাধারণ ব্যক্তিও যেন ধোকা না খায়।

ইমাম মালিক (রহঃ)তাঁর আলউত্তাইবাহ গ্রন্থে বলেন, ঈসা ইবনে মারয়াম- মারা গেছেন তেত্রিশ বছর বয়সে। এর ব্যাখ্যায় ইবনে রুশদ মালিক বলেন, তিনি (ঈসা আঃ) পৃথিবী থেকে আকাশে বেরিয়ে গেছেন। কিংবা এও হতে পারে যে, তিনি সত্যিসত্যিই তখন মারা গেছেন। কিন্তু তিনি শেষযুগে আবার জীবিত হবেন। কারণ, বহু মুতাওয়া-তির হাদীসে রয়েছে যে,তিনি শেষযুগে নামবেন। উক্ত উত্তাইবাহ গ্রন্থে একথাও আছে যে, আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) কোন যুবকের সাক্ষাত পেলে বলতেন, হে ভাইপো। তুমি হয়তো ঈসা ইবনে মারয়ামের সাক্ষাৎ পেতে পার। পেলে আমার তরফ থেকে তাঁকে সালাম দিও (উবাই এর শারহে মুসলিম, ১ম খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা)

উক্ত উত্তাইবাহ গ্রন্থে ইমাম মালিক বলেন, লোকেরা দাঁড়িয়ে নামাযের ইকামত শুনবে। এমতাবস্থায় এক খন্ড মেঘ তাদেরকে ঢেকে নেবে। হঠাৎই তারা দেখবেন যে, ঈসা নেমে পড়েছেন (ঐ, ১ম খন্ড,২৬৬পৃষ্ঠা, মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভীর নুযূলে ঈসা—চান্দ শুবহা-ত কা জাওয়াব, ৮ম ও ৯ম পৃষ্ঠা)।

উপরে বর্ণিত ইমাম মালিকের উক্তি এবং তার ভাবার্থ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈসা আলাইহিস সালাম চিরতরে মারা যাননি। বরং তিনি যমীন থেকে বেরিয়ে আসমানে রওয়ানা হয়েছেন। তর্কের খাতিরে তিনি যদি মারা গিয়েও থাকেন তাহলে তা চিরদিনের জন্য নয়, বরং তাঁর মরণটা কিছু সময়ের জন্যে হলেও তিনি আল্লাহর কুদরতে পুনরায় জীবিত হোয়ে শেষ যুগে দুনিয়াতে নামবেন এবং জাল্লাদকে হত্যা করবেন । অতএব ইমাম মালিক (রহঃ) এর মতে ঈসা (আঃ) মৃত নন, বরং আসমানে জীবিত আছেন এবং কিয়ামতের আগে তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন।

ইমাম ইবনে হাযমের মতে ঈসা (আঃ) কি মৃত ?

কাদিয়ানীরা বলে, তাফসীর জালালাইনের টিকায় লেখা হয়েছে যে,ইমাম ইবনে হাযমের মতে ঈসা আলাইহিস সালাম মৃত।

এর উত্তরে বলা যায় যে, স্বয়ং ইবনে হাযম নিজ রচিত গ্রন্থে বলেন যে,ঈসা (আঃ) শেষযুগে নামবেন । তাঁর শব্দ এইঃ– উখবিরা আন্নাহু লা নাবিইয়্যা বা'দাহূ ইল্লা-মা- জা-আল আখবা-রুস্ব স্বিহা- হি মিন নুযূলি ঈসা আলাইহিস সালা-মুল লাযী বুয়িসা ইলা বানী ইসরাঈল.........।অর্থাৎ এখবর

দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর (মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লামের) পরে আর কোন নাবীই নেই- কেবলমাত্র সেই ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ ছাড়া- যাঁর নামার ব্যাপারে বহু সহীহ হাদীস রয়েছে- যাকে বানী ইসরাইলদের কাছে (নাবী কোরে) পাঠানো হোয়েছিল। আর যাকে হত্যা করা ও ফাঁসী দেওয়ার দাবী করে ইহুদীরা। তাই ঐ বিষয়গুলোকে স্বীকার করা অবশ্য কর্তব্য। আর একথাও বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) এর পরে (অন্য কারো) নাবী হওয়ার অস্তিত্বটা মিথ্যা। তা কখনোই হবেনা (আলফিসাল ফিল মিলাল অল আহওয়া-য়ি অননিহাল ১ম খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা)।

ইমাম ইবনে হাযম তাঁর অনাগ্রন্থে বলেনঃ ওয়া ইন্নাহু স্বল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম খা-তামুন নাবিয়্যীন লা- নাবিইয়া বা'দাহু ...... ইল্লা আন্না ঈসাবনা মারয়ামা আলাইহিস সালা-ম সাইয়ানযিলু অর্থাৎ মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লা হু আলাইহি অসাল্লাম শেষ নাবী। তাঁর পরে আর কোন নাবীই নেই। .... কেবলমাত্র ঈসা ইবনে মারায়্যাম ছাড়া, যিনি অচিরেই নামবেন (আলমুহাল্লা ১ম খণ্ড, ৯ম পৃষ্ঠা)।

উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে তিনি নিজসূত্রে সহীহ মুসলিম শরীফের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যার শেষে আছে, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আমি নাবী স্বল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনিছি, আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর লড়তে থাকবে। অতঃপর ঈসা ইবনে মারয়্যাম স্বল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম নামবেন। তখন তাদের সর্দার বলবেন, আপনি আসুন। আমাদের জন্য নামায পড়ান। অতঃপর তিনি বলবেন, না আপনাদেরই একে অপরের সর্দার হবে- এই উম্মতকে আল্লাহর সম্মান দানের জন্য (আলমুহাল্লা ১ম খণ্ড, ৯ম পৃষ্ঠা

অন্য বর্ণনায় ইবনে হাযম বলেন, যেব্যক্তি বলে যে, ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করা হয়েছে কিংবা তাঁকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছে তাহলে সে কাফির ধর্মবিচ্যুত। তাকে খুন করা ও তাঁর মাল ছিনতাই করা হালাল। কারণ, সে কুরআনকে মিথ্যা মনে করে। আর ওর বিরুদ্ধে ইজমা অর্থাৎ আলিমদের সর্ববাদীসম্মত রায় আছে (আলমুহাল্লা,১২২৩ পৃষ্ঠা)

উপরে বর্ণিত ইবনে হাযমের সমস্ত বর্ণনা প্রমান করে যে, ইবনে হাযমের মতে ঈসা আলাইহিস সালাম মৃত নন। বরং তিনি জীবিত এবং শেষযুগে নামবেন। অতএব তাফসিরে জালালাইনের হাশিয়ায় বর্ণিত কাদিয়ানীদের

দাওটা বিভ্রান্তিযুক্ত। মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী সাহেব- আত্তাস্বরীহ্ বিমা- তাওয়া-তারা ফী নুযুলিল মাসীহ্"- নামক বই ঘেঁটে (৩০)ত্রিশজন সাহাবীর নাম যোগাড় করেছেন যাঁরা বর্ণনা করেছেন যে,ঈসা আলাইহিস সালাম জীবিত এবং কিয়ামতের আগে তিনি যমীনে নামবেন। ঐসব সাহাবায়ে কিরামের নাম এইঃ-

১) আবু উমামাহ বাহিলী ২)আবুদ দারদা। ৩)আবু রা-ফি' মাওলা রসুলুল্লা-হ স্বল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম।৪)আবু সায়ীদ খুদরী । ৫)আবু হুরাইরাহ্ ৬)আনাস ইবনে মালিক ৭) সওবা-ন মাওলা রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম।৮) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ। ৯) হুযাইফা ইবনে উসাইদ। ১০) হুযাইফা ইবনুল য়্যামান ১১) সাফীনাহ মাওলা রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।১২) সামুরাহ ইবনে জুনদুব। ১৩ সালমাহ ইবনে নুফাইল। ১৪) উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যাহ । ১৫) উম্মুল মুমিনীন আ-য়িশাহ সিদ্দীকাহ। ১৬) আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ। ১৭) আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম । ১৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস । ১৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর । ২০) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস । ২১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ। ২২) আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল। ২৩) উসমান ইবনে আ-স । ২৪ আম্মা-র ইবনে ইয়া-সির। ২৫) ইমরান ইবনে হুসাইন। ২৬) আমর ইবনে আওফ আল মুযানী। ২৭) কাইসা-ন ইবনে আব্দুল্লাহ। ২৮) না-ফি' ইবনে কাইসা-ন। ২৯) নাওওয়াস ইবনে সামআ-ন। ৩০)ওয়া-সিলাহ ইবনে আসকা' (নুযূলে ঈসা আলাইহিস সালা-ম– চান্দ শুবহা-ত কা জাওয়াব, ৫২-৫৩ পৃষ্ঠা)।

শেষযুগের মাহ্দী ও মির্যার মাহ্দী দাবী

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের বর্ণনায় রসুলুল্লা-হ আলাইহি অসাল্লাম বলেন, দুনিয়া ততক্ষন ধ্বংস হবেনা যতক্ষননা আমার বংশধরের একজন আরবের মালিক হবে। তার নামটি আমার নাম মোতাবেক হবে এবং তার বাপের নামটি আমার বাপের নাম মোতাবেক হবে (তিরমিযী)। সে ভূপৃষ্ঠকে ন্যায় ও সুবিচারে ভরে দেবে। যেমন তা অত্যাচার ও অবিচারে ভরে ছিল (আবু দাউদ,মিশকাত ৪৭০ পৃষ্ঠা)।

আবু সায়ীদ খুদরীর বর্ণনায় ঐ লোকটিকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম-"মাহদী"- উপাধিতে অভিহিত করেছেন। তাতে তিনি বলেন, মাহ্দী সাত বছর রাজত্ব করবেন। উম্মে সালমার বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

মাহদী ফাতেমার সন্তানদের মধ্য হতে আমার বংশধর হবে। (আবূ দাঊদ, মিশকাত ৪৭০ পৃষ্ঠা)। উক্ত হাদীস সহ বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কিয়ামতের কিছু আগে ইমাম মাহদী নামে একব্যক্তির অভ্যুদয় ঘটবে। তিনি সারা পৃথিবীকে ন্যায় ও সুবিচারে পূর্ণ কোরে দেবেন।

মিথ্যা নাবী হবার দাবীদার মির্যা গোলাম আহমাদ নিজেকে উক্ত মাহদী বলে দাবী করেন (মি' ইয়া-রুল আখয়্যার ১৭ই মার্চ ১৮৯৪)। উক্ত দাবীর আগে মির্যা সাহেব নিজেকে- "মাসীহ ইবনে মারয়্যাম"- বলেও দাবী করেন (তাওযীহে মারাম, ৩য় পৃষ্ঠা, ১৯৭৭ইং সংস্করণ)।

উক্ত দুই দাবীর সমর্থনে তিনি একটি জাল হাদীস পেশ করেন। তা হল: লা-মাহদিয়্যা ইল্লা- ঈসাবনু মারয়্যাম-- অর্থাৎ মাহদী নেই মারয়্যামের পুত্র ঈসা ছাড়া (ইবনে মা-জাহ, ৩০২পৃষ্ঠা)।

হাদীস বর্ণনাকারীদের নাড়ীবিদ হাকিম যাহাবী বলেন, উক্ত হাদীসটির দুই বর্ণনাকারী ইউনুস ইবনে আব্দুল আ'লা এবং মুহাম্মাদ ইবনে খা-লিদ মুনকার তথা অস্বীকৃত রাবী। তাই হাদীসটি অগ্রহনযোগ্য (মীযা-নুল ই'তিদাল, ৩য় খণ্ড, ৫২ ও ৩৩৮ পৃষ্ঠা মিসরী ছাপা, ১৩২৫ হিজরী সংস্করণ)।আল্লামা স্বগা-নী বলেন, ঐ হাদীসটি জাল হাদীস। যেমন ইমাম শাওকানী আল আহাদীসুল মাউযূআহ এর ১৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন (সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফাহ অলমাউযূআহ, ১ম খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা, জাল হাদীস নম্বর.৭৭। তাই মিরযা গোলাম আহমাদের নিজেকে মাহদী-দাবী করাটা মিথ্যা দাবী।

শেষনাবী ও মির্যার নিজেকে নাবী-দাবী

শেষনাবীর ব্যাপারে আল্লা'হ বলেন:- মা-কা-না -মুহাম্মাদুন আবা-আহাদিম মির রিজা-লিকুম অলা-কির রসূলাল্লা-হি অখা-তামান্ নাবিয়্যীন্ অর্থাৎ মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষেরই পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর প্রেরিত দূত এবং নাবীদের শেষ (সূরাতুল আহযা-ব্ ৪০ আয়াত)।

আবূ হুরাইরার বর্ণনায় দুনিয়ার শেষনাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, আমাকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের কাছে আল্লাহর প্রেরিত দূতরূপে পাঠানো হয়েছে এবং আমার দ্বারা নাবী-পাঠানো শেষ করা হয়েছে (মুসলিম ১ম খন্ড., ১৯৯ পৃষ্ঠা, মিশকাত ৫১২ পৃষ্ঠা)।

সা'দ ইবনে আবী অক্কাসের বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম

বলেন, আমার পরে নবুওঅত নেই (মুসলিম, ২য় খন্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ শেষনাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লামের পরে আর কোন নাবীই আসবেন না।

উক্ত সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ছাড়াও আরো ১৪ জন সাহাবীর বর্ননায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লা-হু আলইহি অসাল্লাম বলেন যে, আমার পরে আর কোন নাবীই নেই।ওই বর্ণনাগুলোর বরাত এই :-

১) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণিত হাদীস (মুসনাদে আহমাদ, ৩য় খন্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা, তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, ইবনে মা-জাহ) ।

২) উমার ফারুক রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণিত হাদীস (কানযুল উম্মা-ল্ ১১ খন্ড, ৬০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নম্বর ৩২৯৩৪)

৩) আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণিত হাদীস (ত্ববারা-নী আওসাত্ব, মাজমাউয যাওয়া-য়িদ ৯ম খন্ড,১১১পৃষ্ঠা

৪) আবু সায়ীদ খুদরী বর্ণিত হাদীস (মুসনাদে আহমাদ ও বাযযা-র, মাজমাউয্ যাওয়া-য়িদ, ৯ম খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা)

৫) আসমা- বিনতে উমাইস বর্ণিত হাদীস (আহমাদ ও ত্বাবারানী, মাজমাউয যাওয়া-য়িদ ৯ম খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা)।

৬)উম্মে সালমা বর্ণিত হাদীস (মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ও ত্বাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৯ম খন্ড ১০৯ পৃষ্ঠা)।

৭)আব্দুল্লা ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীস (মুসনাদে বাযযার ও তবারানী, মাজমাউয যাওয়া-য়িদ ৯ম খন্ড,১০৯ পৃষ্ঠা)

৮)ইবনে উমার বর্ণিত হাদীস (ত্বাবারানী কাবীর ও আওসাত্ব, মাজমাউয্ যাওয়া-য়িদ ৯ম খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা)।

৯)জা-বির ইবনে সামুরাহ বর্ণিত হাদীস (ত্বাবারানী, মাজমাউয যাওয়া-য়িদ, ৯ম খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা)।

১০ ও ১১। বারা- ইবনে আ-যিব ও যায়দ ইবনে আরকাম বর্ণিত হাদীস (ত্বাবারানী, মাজমাউয যাওয়া-য়িদ, ৯ম খন্ড, ১১১পৃষ্ঠা)।

১২) হাবশী ইবনে জানা-দাহ আসসালুলী বর্ণিত হাদীস (ত্বাবারা-নীর ৩টি মুজাম, মাজমাউয যাওয়া-য়িদ, ৯ম খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা)।

১৩) মা-লিক ইবনে হাসান ইবনে হুঅইরিস বর্ণিত হদীস (কানযুল

উমমা-ল ১১ খন্ড, ৬০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নম্বর ৩২৯৩১)।

১৪) যায়দ ইবনে আবী আওফা বর্ণিত হাদীস (কানযুল উম মা-ল ১১ খন্ড, ৬০৫ পৃষ্ঠা., হাদীস নম্বর ৩২৯৩২)।

উক্ত হাদীস অর্থাৎ মুহাম্মাদ সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লামের পর আর কোন নাবীই নেই-সম্পর্কে শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন যে, উক্ত হাদীসটি মুতাওয়া-তির। যার বর্ণনাসুত্রে কোন সন্দেহই নেই (ইযা-লাতুল খিফা, উর্দু তর্জমা, ৪র্থ খন্ড, ৪৪৪ পৃষ্ঠা, কদিমী করাচী ছাপা, মাআসেরে আলী প্রসঙ্গ)।

উপরে বর্ণিত কুরআনের আয়াত এবং উক্ত ১৪ টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শেষনাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লামের পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নাবীর আবির্ভাব হবে না। যদি হয় তাহলে সে চিটিংবাজ ও ধোকাবাজ নাবী হবে।

যেমন সওবান রাযিয়াল্লা-হু আনহুর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, নিশ্চই আমার উম্মতের মধ্যে অচিরেই ৩০ জন ডাহা মিথ্যুক হবে। যাদের প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, সে নাবী। অথচ আমিই নাবীদের শেষ। আমার পরে কোন নাবীই নেই (আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা, তিরমিযী, ২য় খন্ড ৪৫ পৃষ্ঠা, মিশকাত ৪৬৫ পৃষ্ঠা)।

তাই কাদিয়ানী ও আহমাদীদের নাবী মির্যা গোলাম আহমাদের এই দাবী যে,- হামারা দা'ওয়া হায় কে হাম রসূল আওর নাবী হাঁয়- অর্থাৎ আমার দাবী এই যে, আমি রসূল ও নাবী (কাদিয়ানীদের পত্রিকা-"বাদর"- ১৯০৮ সালের ৫ই মার্চ সংখ্যা)- দাবীটি উক্ত হাদীসের আলোকে প্রমান করে যে,মির্যা গোলাম আহমাদ একজন ভন্ড ও মিথ্যুক নাবী।

উপরে সমস্ত তথ্যগুলো অকাট্য প্রমান ও নির্ভরযোগ্য বরাতসহ জানার পরেও কোন মুসলমান কাদিয়ানী ও আহমাদী মতবাদ গ্রহন করতে পারে কি? যেমনি পয়সার লোভে কোন মুসলিম কাদিয়ানী ও আহমাদী কাফের হতে পারে কি? আল্লাহ সবাইকে সুমতি দিন- আমিন।

বই ছাপায় কাদিয়ানী- চালবাজী

আহমাদী- কাদিয়ানীরা যখনই তাদের গুরু মিরযা গোলাম আহমাদের কোন বই ছাপেন তখনই তারা ওর পৃষ্ঠা হেরফের করে দেন। যাতে তাদের

বিরুদ্ধবাদিরা ধোকায় পড়ে এবং- তারাও কোন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় অন্য সংস্করণ পেশ করে বিরোধীদের বোকা বানাতে পারে। যেমন একটি হাদীসে আছেঃ-"হযরত ইবনে মারয়্যাম দাজ্জালকে খুঁজতে থাকবেন এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের গ্রামসমূহের মধ্যে একটি গ্রাম লুদ্দের দরজার কাছে তাকে ধরে ফেলবেন এবং কতল করবেন" - এই হাদীসটি মিরযা রচিত এযালায়ে আওহামের ১ম খণ্ড, ২২০ পৃষ্ঠায় আছে। কিন্তু মিরযায়ী- আহমাদীরা ঐ হাদীসটিকে উক্ত বইয়েরই ২য় সংস্করণে ৯১ পৃষ্ঠায় করে দেন এবং কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত ১৯৮২ র জানুয়ারী সংস্করনে তারা তা ২০৯ পৃষ্ঠায় করে দিয়েছেন।

মিরযার একটি দাবী "মসীহের নামে এই অক্ষমকে পাঠানো হয়েছে" কথাটি মিরযা রচিত 'ফাতহে ইসলাম ১৯৭৭ সংস্করণের ১৬ পৃষ্ঠার টীকায় আছে। কিন্তু ঐ কথাটি ১৯৮২ সংস্করণের ১১ পৃষ্ঠার টীকায় আছে। মিরযার এই উক্তি যে, "পরোক্ষভাবে আমাকে গর্ভবতী করা হয়েছে"- মিরযা রচিত কাশতিয়ে নূহের ১ম সংস্করণে ৪৭ পৃষ্ঠায় আছে। কিন্তু আঞ্জুমানে আহমাদিয়া কাদিয়ান কর্তৃক প্রকাশিত, জয়হিন্দ প্রিন্টিং প্রেস, জলন্ধর ছাপার ৬৮ পৃষ্ঠায় তা স্থান পেয়েছে। মিরযার একটি দাবী – "আমাকে যা দেওয়া হয়েছে তা পৃথিবীর আর কাউকে দেওয়া হয়নি" কথাটি মিরযা রচিত হাকীকাতুল অহীর এক সংস্করণে আছে শুধু ৭ম পৃষ্ঠায়। কিন্তু ঐ বইয়ের ১৯৫২ সংস্করণে তা ১০৭ পৃষ্ঠায় আছে।

অতএব মিরযায়ীদের বইয়ের যিনি উদ্ধৃতি দেবেন, কিংবা অন্যের কোন বরাত যে কেউ মেলাতে চাইবেন তিনি তাদের বইয়ের সংস্করণগুলো লক্ষ্য না করলে ঠকতে পারেন।

একবার মিরযা গোলাম আহমাদ ঘোষণা করেন যে, তিনি একটি গ্রন্থ পঞ্চাশ খণ্ডে ছাপাতে চান। অতএব যারা বইটির দাম অগ্রিম পাঠাবে তাদেরকে বইটি অর্ধেক দামে দেওয়া হবে। ফলে বহু লোক পঞ্চাশ খন্ডের দাম তাঁর নিকট পাঠান। কিন্তু মিরযার মৃত্যুদিন পর্যন্ত বইটির কেবল মাত্র ৫টি খন্ড ছাপা হয়। তাই লোকেরা যখন তাকে প্রশ্ন করতে থাকলো যে, আপনি ৫০ খণ্ড ছাপবার ওয়াদা করেছিলেন এবং সেই হিসেবে দামও নিয়েছেন। তখন তিনি জওয়াবে বলেন, হাঁ। আমি ৫০ খন্ড ছাপবার ওয়াদা করেছিলাম। কিন্তু পাঁচ ও পঞ্চাশের মধ্যে কেবলমাত্র একটি শূন্য কমতি ছাড়া আর কোন পার্থক্য

নেই তো ? অতএব আমি তো ওয়াদা খেলাফ করিনি (১৮৪- মোকাদ্দামা বারাহীনে আহমাদিয়া ৫ম খণ্ড, ৭ম পৃষ্ঠা, আলকা-দিয়ানিয়্যাহ, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

তাঁর ঐ ওয়াদাটা মিথ্যা ও ভাঁওতা ছাড়া আর কি হতে পারে? মিথ্যা বলার ব্যাপারে মিরযা গোলাম আহমাদ এক জায়গায় মন্তব্য করেন ঃ- ঝুট বোলনা মুরতাদ্ হোনে সে কম্ নেহি- মিথ্যা বলা ধর্মত্যাগী হওয়ার চেয়ে কম নয় (১৮৫- যামীমাহ তোহফায়ে গুলড়াভিয়্যাহ, ১৯ পৃষ্ঠার টিকা।

আমার যেসব মুক্তমন আধুনিক শিক্ষিত ভাই এবং সরলপ্রাণ সাধারণ জনগন ও পেটের দায়ে অস্থির ২/৩ জন মৌলভী ভায়েরা মিরযা গোলাম আহমাদ সাহেবের প্রকৃত চরিত্র ও বিকৃত মতবাদের কথা না জেনে আহমাদী-কাদিয়ানী হয়েছেন কিংবা হতে আগ্রহী আছেন তাঁরা এই বইটি পড়ে প্রকৃত ব্যাপারটি বুঝতে পারবেন না কি? এবং বুঝতে পারলে তাঁরা ঐ মত ত্যাগ করে প্রকৃত মুসলমান হবার চেষ্টা করবেন কি? আল্লাহ আমাদের সবাইকে হক ও সত্য বুঝবার এবং মিথ্যা ও ভ্রান্ত থেকে ঈমান বাঁচানোর তওফীক দিন- আমীন!

বীরভূমে কাদিয়ানী

১৯৮৫ সালের ২রা এপ্রিল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে চারটায় কলকাতার আহলে হাদীস পত্রিকা দফতরে আমি পত্রিকার প্রুফ দেখছি। এমনই সময় বীরভুম জেলার নানুর থানার মুকুন্দি গ্রামের আমার এক ছাত্র মৌলভী অলিউল্লাহ এসে বললো, স্যার! আমাদের পাশের গ্রাম মনগ্রামে কাদিয়ানীদের প্রচারের ফলে একব্যাক্তি কাদিয়ানী হয়ে গেছে। অতএব আপনাকে আমাদের গ্রামে যেতে হবে এবং একটা জলসা কোরে কাদিয়ানীদের স্বরূপ উদঘাটিত করতে হবে। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি কোরে আমি শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাকে জলসার ডেট দিলাম ১৩ই এপ্রিল শনিবার, ১৯৮৫। অতঃপর ১৩/৪/৮৫ তে আমি বেলা সোয়া একটা পর্যন্ত মাদ্রাসার ক্লাশ সেরে যোহর ও আসরের নামায পড়ে হাওড়া স্টেশনে বেলা সাড়ে চারটায় বিশ্বভারতী ট্রেন ধরে রাত আটটায় বোলপুরে নামলাম। তারপর বাসে চড়ে একঘন্টার পর নেমে আবার গরুর গাড়ী কোরে গিয়ে রাত দশটায় জলসাগাহে পৌঁছিলাম। অতঃপর মগরেব ও এশা পড়ে রাত সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে বারটা পর্যন্ত দু ঘন্টা বক্তৃতা করলাম কাদিয়ানী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মিরযা গোলাম আহমাদের রচিত কতিপয় গ্রন্থাবলীর বরাত দিয়ে। বক্তৃতার শেষে কতিপয় আধুনিক শিক্ষিত যুবক

বললো, মওলানা! আগামী ২১ শে এপ্রিল রবিবার এই গ্রামের পার্শবর্তী গ্রাম মনগ্রামে কলকাতা থেকে কাদিয়ানীদের মহারথীরা আসছেন। তাই ঐ গ্রামে এইরূপ একটা জলসা খুবই প্রয়োজন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আবার ডেট দিলাম পরের শনিবার ২০শে এপ্রিল, ১৯৮৫।

১৩ই এপ্রিলের মত এদিনও ঐভাবে রাত সাড়ে দশটায় পৌঁছিলাম মনগ্রামে। এখানেও ঘন্টা দুয়েক বক্তৃতা করলাম মিরযার কেতাবের উদ্ধৃতি সহকারে। আল্লাহর অশেষ হামদ ও শোকর যে, এই বক্তৃতার ফলে পরের দিন কাদিয়ানীরা মনগ্রামে যাবার সাহস হারিয়ে ফেলে। এভাবে প্রায় ছমাস অতিবাহিত হয়। অতঃপর হঠাৎ খবর পেলাম যে, দুই বাংলার প্রথিতযশা সাহিত্যিক- আলেম মাওলানা আকরম খান(রহঃ)এর জন্মভূমি হাকিমপুরের পাশের গ্রাম আটশিকাড়ীর এক জলসায় ৮ই নভেম্বর ৮৫ শুক্রবার মগরেব বাদ কাদিয়ানী মোবাল্লেগদের সাথে স্থানীয় আলেমদের কিছু বচসা হয়েছে এবং উভয়ের মধ্যে ৮ই ডিসেম্বর ১৯৮৫ রবিবারে বাহাস হবে। তাতে আমাকে শরীক হতেই হবে এবং মুখ্য ভূমিকা নিতে হবে।ঐ তারিখেই বীরভুম জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ছিল। যার প্রধান অতিথি থাকার কথা ছিল এই খাকসারের। কিন্তু হাকিমপুরের বিষয়টি ওর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় বীরভুমের মিটিং ক্যানসিল কোরে আমাকে হাকিমপুরের বাহাসে পাড়ি দিতে হল।

হাকীমপুরে কাদিয়ানী ও সুন্নী বাহাস

৮ই ডিসেম্বর, ৮৫ রবিবার বেলা সাড়ে দশটায় সুন্নী -মোহাম্মাদী দলের পক্ষে আমরা আটজন- নদীয়ার মাওলানা নূরুল ইসলাম, মুর্শিদাবাদের মাওঃ আবুল কাসেম, খুলনার মৌঃ আব্দুর রউফ এবং ২৪ পরগনার মৌঃ ইয়াহইয়া, মৌঃ কামরুদ্দীন, মৌঃ আইনুদ্দীন ও আমি স্টেজে হাজির হলাম। কিছুক্ষন পর কাদিয়ানীদের পক্ষে মৌঃ মোঃ সলীম, মৌঃ মোঃ আমানুল্লাহ, মৌঃ মোঃ ইউনুস, মৌঃ মোঃ শহীদুল্লাহ এবং জনাব মাশরেক আলী, জনাব মামনার আলী ও জনাব মেফতাব উদ্দীন (নামটির সঠিক উচ্চারণ মাহতাবুদ্দীন) পাশের স্টেজে উপস্থিত হলেন। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, পশ্চিমবঙ্গ জমঈয়তে আহলে হাদীসের তদানীন্তন সুযোগ্য সভাপতি শ্রদ্ধেয় জনাব আব্দুল কাইয়ুম খান সাহেব। বিতর্ক আরম্ভের শুরুতেই কাদিয়ানী -প্রচারকদের মঞ্চটি আপনাআপনি ভেঙে পড়ে। ফলে মনের দিক থেকে

তাঁরা মুষড়ে পড়েন।

অতঃপর মঞ্চটি ঠিকঠাক কোরে বেলা ১১টা ২৫মিনিটে আলোচনার সুত্রপাত হয়। কাদিয়ানীরা তাদের দুটি বাঁধা গদ ঈসা (আঃ) মৃত এবং হযরত মোহাম্মাদ(সঃ) এর পরও তাঁর নবীত্বের ছত্রছায়ায় আরো 'ছায়া নবী আগমনের ধারা অব্যাহত' -বিষয় দুটি নিয়ে আলোচনা করতে চান । কিন্তু আমরা তার আগে কাদিয়ানী তথা আহমাদী মতবাদের পরিচয় চাই। এমতাবস্থায় তারা কিন্তু তাদের পরিচয় দিতে ভয় পান। পরিশেষে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা মিরযা গোলাম আহমাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র পাঁচ মিনিটে দেন। তখন আমি সভাপতি সাহেবের নির্দেশ মত মিরযা গোলাম আহমাদ রচিত বই কেতাবুল বারিয়্যাহ, তোহফায়ে গুলড়াভিয়াহ এবং কাদিয়ানী মোবাল্লেগ মৌঃ মোহাঃ আলী সম্পাদিত রিভিউ অফ রিলিজঅন্স পত্রিকা প্রভৃতির বরাত দিয়ে মিরযা গোলাম আহমাদের জন্মসন ১৮২৭,১৮৩৫,১৮৩৯ ও ১৮৪৪ চার রকম প্রমাণ করলাম। ফলে কাদিয়ানীরা হতবাক হোয়ে যায়।

তারপর তাঁদের পক্ষে পাঞ্জাব থেকে আগত মৌঃ মোঃ সলীম সাহেব তাঁদের বাঁধাগদ অনুসারে ঈসা (আঃ) মারা গেছেন প্রমাণের অপচেষ্টা কোরে বলেন, কোরআনের সমস্ত জায়গাতেই 'তাওয়াফ্‌ফা' শব্দটির অর্থ মৃত্যু অনুযায়ী ইন্নী মুতাওয়াফ্‌ফীকা'র অর্থ আল্লাহ বলেন, আমি তোমাকে (ঈসাকে) মরণ দেবো, তারপরে তোমাকে পদমর্যাদা দান করবো। এর উত্তরে আমরা বলি, আরবী 'তাওয়াফ্‌ফা' শব্দের অর্থ শুধু মৃত্যু নয়, বরং কখনো মৃত্যু, কখনো ওর অর্থ পুরোপুরি নেওয়া, কখনো ঘুমপাড়ানো প্রভৃতিও হয়। যেমন কোরআনেই আছে ঃ- **হুওয়াল্লাযী ইয়াতাওয়াফ্‌ফা-কুম বিল্লাইলি** অর্থাৎ সেই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে রাতে ঘুম পাড়িয়ে দেন (১৮৬- সূরা আনআম, ৬০ আয়াত। এই আয়াতে তাওয়াফ্‌ফার অর্থ ঘুমপাড়ানো।

ফলে তারা কিছুটা নিরুত্তর হোতে গিয়ে বলে, রফাআ' শব্দের অর্থ তুলে নেওয়া নয়, বরং পদমর্যাদা বৃদ্ধি হয়। যেমন 'অরাফা'না-লাকা যিক্‌রাক এবং অরফা' না-হু মাকা-নান আলিয়্যা প্রভৃতি আয়াতে রফাআর অর্থ পদমর্যাদা বৃদ্ধি আছে। এর প্রমাণে তারা কোরআনের ৪টি বাংলা তরজমা ও তফসীর থেকে উক্ত আয়াত দুটির বাংলা অর্থ পড়ে জনগনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। উত্তরে আমরা বলি যে, রফা' শব্দের অর্থ শুধু একটা নয়, বরং বিভিন্ন। মৌঃ আঃ রউফ সাহেব বলেন, বাংলায় যেমন বলা হয় মাথা ধরা,

হাত ধরা, ট্রেন ধরা, চোর ধরা প্রভৃতির শব্দগুলোর মধ্যে 'ধরার' অর্থ এক নয়, বরং বিভিন্ন অর্থ হয়। তেমনি আরবী 'রফাআ'এর অর্থও ব্যবহার অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ কাদিয়ানীদেরই নিকট থেকে একটি বাংলা কোরআন চেয়ে নিয়ে আমি যখন সূরা মায়েদার ১৫৮ নং আয়াতের শব্দের অর্থ 'আল্লাহ' তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন প্রমাণ করে দিই তখন তাঁরা বোকা বনে যান। ফলে জনগন তকবীর দিয়ে ওঠেন।

অতঃপর তারা কোরআন দ্বারা ঈসা (আঃ) এর সশরীরে আকাশে উত্থানের প্রমাণ চাইলে আমরা উপরোক্ত আয়াত "আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন" এবং শেষ যুগে তিনি দামেশকের মসজিদের মিনারায় নামবেন- (১৮৭- মুসলিম ২য় খন্ড,৪০১ পৃষ্ঠা আবূ দাউদ ২য় খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা ও তিরমিযী ২য় খন্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা)। বর্ণিত হাদীস পেশ করলে তারা হাদীসগুলো মানতে চাননি। বরং কোরআন থেকে আসমান শব্দটি প্রমাণের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। তখন আমি বলি যে, আপনারা কোরআন দিয়ে পাঁচওক্ত নামাযের রাকআতগুলো প্রমাণ করুন। তখন তারা হতভম্ব হোয়ে যান। তথাপি হাদীস দুশমন আহলে-কোরআনের মত তারা কচিয়াতি করতে থাকেন।

তাই আমি তখন তাদের সামনে কোরআনের সূরা যুখরুফের ৬৬ নং আয়াত ঃ **ওয়া ইন্নাহু লাইলমুল লিস্ সা-আ'তি ফালা-তামতারুন্না বিহা**- অর্থাৎ তিনি (ঈসা আঃ) নিশ্চয়ই কেয়ামতের একটি আলামত। অতএব এ ব্যাপারে তোমরা কখনই সন্দেহ কোরনা পেশ করি এবং আয়াতটির ব্যাখ্যায় একটি হাদীসও উল্লেখ করি যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, কিয়ামতের নিশানী বলতে কিয়ামতের আগে ঈসা ইবনে মারয়্যামের আবির্ভাব (১৮৮- মোস্তাদরাকে হাকেম, ইবনে মারদোআয়হে, ফতহুল বায়ান, ৮ম খণ্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা)। এর জওয়াবে তারা একটি হাদীস পেশ করে বলেন, ঐ ঈসা ইস্রাঈলী ঈসা নয়, বরং ঈসা (আঃ) এর মত গুনবান পুরুষ। যেমন একটি হাদীস আছেঃ- **লা-মাহদিয়্যা ইল্লা-ঈসা-ইবনে মারয়্যাম** অর্থাৎ ঈসা ইবনু মারয়্যাম ছাড়া মাহদী আর কেউ নন। এর জওয়াবে আমি বলি যে, ঐ হাদীসটি ইবনে মাজার হাদীস এবং জাল হাদীস। কারণ, জাল হাদীসের নাড়ীবিদ হাফেয যাহাবী বলেন, এই হাদীসটির একজন রাবী ইউনুস ইবনে আব্দিল
এবং আরেকজন রাবী মোহাম্মাদ ইবনে খালেদ অস্বীকৃত রাবী (১৮৯- মীযানুল ই'তিদা-ল ৩য় খণ্ড, ৫২ ও ৩৩৮ পৃষ্ঠা, মিসর ছাপা, ১৩২৫ - হিজরী সংস্করণ।

তাই এই হাদীসটি জাল।

এভাবে কোরআন ও হাদীস দ্বারা তারা জওয়াব না দিতে পেরে তাদের নেতা প্যান্টকোট পরা মৌঃ সালীম সাহেব বলেন, আপনাদের তিরমিযী (১৯০ বর্নিত হাদীস অনুযায়ী রসুলুল্লাহ (সঃ)এর পাশে ঈসা (আঃ) এর কবর হবে।তাহলে এখনই যদি ঈসা(আঃ)এর আগমন হয় এবং আপনাদের বর্নিত হাদীস মোতাবেক তাঁর মৃত্যু হয় তাহলে আপনারা রসুলুল্লাহ (সঃ)এর মাযার ভেঙে ঈসার কবর খুঁড়বেন কি ? তখন আমাদের তরফ থেকে বলা হয় যে, আরবে যদি কবর খোঁড়ার লোক না পাওয়া যায় তাহলে আমরাই তা খুঁড়ব ইন-শা-আল্লাহ। এ প্রশ্নের জওয়াব তারা না দিতে পেরে অন্য প্রসঙ্গ শুরু করেন এবং সুরা আল ইমরানের ৮২ নং আয়াত ও সুরা আহযাবের ৮ নং আয়াতের অর্থ বিকৃত কোরে তারা বলেন যে, প্রত্যেক শরীয়াতধারী নবীর পর তাঁর সত্যতা প্রমানকারী একজন সমর্থক নবী আসবেন। এর উত্তরে আমরা জিজ্ঞেস করি যে, হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) এর পর ঐরুপ কোন নবী এসেছেন কিনা এবং এসে থাকলে তাঁর নাম কি ? এবং তিনি কোথায় ও কবে এসেছেন ? এর জওয়াবে তারা ঐ নবীর নাম বলতে সাহস পাননি। তারপর মগরেবের সময় হয়ে যায় এবং বেলা সাড়ে এগারটা থেকে সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত থানার ও, সি ও পুলিশরা ক্লান্ত হয়ে পড়ায় মগরেব এর পর তাঁরা বিতর্ক বন্ধ করে দেন।

তাই মগরেব বাদ আমি সাধারণ শ্রোতাদের সামনে কাদিয়ানীদের নবী মিরযা গোলাম আহমাদের রচিত গ্রন্থাবলীর বরাত দিয়ে তাঁর চরিত্র তুলে ধরি। ফলে অনেকের বিভ্রান্তি দুর হয় এবং কাদিয়ানীদের ভাঁওতাবাজির গোঁমর ফাঁক হয়ে যায়।

বিথারী ও আটশিকাড়ীতে ধর্মসভা

এরপর ঐ এলাকায় কতিপয় কাদিয়ানীর গ্রাম বিথারিতে আমারই পরামর্শে ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৮৫ বুধবারে এক জলসার আয়োজন করা হয়। তাতে আমি যোগদান করতে গেলে মগরেবের নামায পড়ার পর স্থানীয় এম, এল, এর ভাই আটশিকাড়ীর জনাব শহীদুল ইসলাম সাহেব আমাকে বলেন, মাওলানা সাহেব, হাকিমপুরের বাহাসের আগে আমরা কাদিয়ানী সম্পর্কে এবং আপনার সমপর্কে একরকম কথা শুনে ছিলাম। কিন্তু হাকিমপুর বাহাসে এবং মগরেব বাদ আপনার বক্তৃতা শুনে আমাদের সব ভূল ভেঙে গেছে। অতএব আপনাকে

আমাদের গ্রামে একটা বক্তৃতা করতে হবে যাতে আটশিকাড়ীর ৮ই নভেম্বর বিতর্কের চির অবসান হয় এবং সাধারণ জনগণও কাদিয়ানীদের ধোকাবাজি আরো ভালভাবে জেনে নেয়। তাই আমি ৮ই জানুয়ারী, ১৯৮৬ তাঁকে জলসার ডেট দিই।

অতঃপর বিথারীতে পঃ বঙ্গ প্রাদেশিক জমঈতে আহলে হাদীসের তদানীন্তন সহসভাপতি মওলানা নুরুল ইসলাম, স্থানীয় আলেম মৌঃ কামরুদ্দীন আহমাদ এবং আমি বক্তৃতায় কাদিয়ানীদের স্বরুপ উদ্ঘাটন করি। ফলে মুসলমান ছাড়া হিন্দু ভায়েরাও কাদিয়ানীদেরকে বলতে থাকেন যে, হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) এর মত আদর্শ নবী থাকতেও আপনারা ঘুসখোর ও মদখোর মিরযা গোলাম আহমাদের মত লোককে নবী বলে মানছেন? আল্লার অশেষ হাম্দ যে, এই গ্রামের এক কাদিয়ানী তাঁর কাদিয়ানী মত ত্যাগ করেছেন।

অতঃপর ৮ই জানুয়ারী,'৮৬ বুধবারে আমি আটশিকাড়ী যাই এবং দেড়ঘন্টা বক্তৃতা করি। ফলে আল্লার রহমত এই হয় যে, ঐ এলাকার যারা কাদিয়ানীদের একতরফা প্রচারের ফলে ঐ মতবাদকে ভাল মনে করছিল তারা ওদের ভাঁওতা বুঝতে পেরেছেন এবং সেইসঙ্গে ঐ এলাকার সাধারণ জনগনও খুবই সজাগ হয়েছেন।

এই বই লেখার কারণ

কাদিয়ানীদের স্বরুপ উদ্ঘাটিত কোরে বাংলা ভাষায় তেমন কোন বই নেই। এমনিতেই বাংলাতে কাদিয়ানী সংক্রান্ত বই মাত্র দুচারটি লেখা হয়েছে। তাও দুষ্প্রাপ্য। তাই যুগের চাহিদা এবং সমাজের পরিস্থিতি অনুযায়ী কাদিয়ানী সম্পর্কে কিছু লিখতে আমাকে বাধ্য করে। এই প্রয়োজন উপলব্ধি কোরে আমি মেটিয়া-বুরুজের হওলদার পাড়া জামে মসজিদে ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৮৫ শুক্রবারে জুম আর খোতবায় মুসল্লীদের বলি যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে কাদিয়ানী সম্পর্কে একটি বই প্রকাশ করা একান্ত দরকার। অতএব আমি আমার বিদ্যার যাকাতস্বরুপ একটি বই লিখে দিচ্ছি। বইটি ছাপার জন্য আপনারা আপনাদের টাকার কিছু যাকাত দিন। ফলে আল্লাহর রহমতে প্রায় দেড় হাযার টাকা চাঁদা উঠে যায়। তাই এই বইটি বই আকারে প্রকাশ পায়। ফলিল্লা-হিল হাম্দ। বইটি ছাপার ব্যাপারে যাঁরা ঈমানের তাগিদে মুক্তহস্তে দান করেছেন আল্লাহ তাঁদের উত্তম প্রতিদান দিন- আমিন।

কাদিয়ানীদের প্রকাশিত 'খাকায়েসে আহমাদিয়্যাহ' বইয়ের শেষে মিরযা গোলাম আহমাদ রচিত (৮৩)তিরাশি খানা বইয়ের তালিকা আছে। ঐসব বইয়ের মধ্যে কিছু বই আমার নিকট আছে। সেগুলোর বরাত আমি এই বইয়ে সংস্করণ সহ কিংবা প্রেস সহ দিয়েছি। বাকি উক্তির ব্যাপারে আমি নিম্নে বর্ণিত ৬টি গ্রন্থাবলীর সাহায্য নিয়েছি। তা হলঃ- (১) পাকিস্তানের লাহোর নিবাসী প্রথিতযশা আলেম ও তেজস্বী বক্তা মাওলানা এহসান এলাহী যহীর রচিত আরবী গ্রন্থ আলকাদিয়া-নিয়্যাহ এবং ওঁরই রচিত উর্দু গ্রন্থ (২)মিরযা-য়িয়্যাত আওর ইসলাম (৩) বেনারস জামেআ সালাফিয়্যার ওস্তাদ মওলানা সফিয়্যুর রহমান সংকলিত উর্দু বই কা-দিয়ানিয়্যাত আপনে আঈনে মেঁ (৪) আমার ওস্তাদ মওলানা আবু সালমা শফী আহমাদ (রহঃ)রচিত খাতমে রেসালাত আওর কাদিয়ানী ফিতনা(৫)মাদ্রাসা জলীলিয়্যাহ লাখনাউ প্রকাশিত পুস্তিকা কাদিয়ানিয়্যাত কিয়া হায়।(৬)জনাব দাউদ আলী সাহেব সংকলিত কাদিয়ানী রহস্য। ওঁদের সবারই প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ২নং বইটি মাওলানা আবুল কাসেম কুন্দীপুরী সাহেব আমাকে তোহফা দেওয়ায় তাঁর প্রতি বিশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

ছায়া ও কায়া নবী মিরযা গোলাম আহমাদ

আল্লাহ বলেন :- ইয়া-বানী আ-দামা ইম্মা-ইয়া'তিয়ান্নাকুম রসূলুম মিনকুম ইয়াকুস্সূনা আ'লাইকুম আ-ইয়া তী ফামানিত্তাকা-ওয়া আস্‌লাহা ফালা খওফুন আ'লাইহিম অলা-হুম ইয়াহ্‌যানূন০ অর্থাৎ হে আদমের সন্তানগন! তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য হতে রসূলগন (বার্তা বাহকগন) আসতে থাকবে এবং আমার আয়াতগুলো (বিধিনিষেধগুলো) তোমাদের কাছে পড়ে শোনাবে। তখন যে ব্যক্তি (আমার অবাধ্যতা থেকে) বেঁচে থাকবে এবং নিজেকে সংশোধন কোরে নেবে তাদের কোন ভয় নেই। আর তারা চিন্তিতও হবে না (সূরা আ'রা-ফ, ৩৫ আয়াত)।

উক্ত আয়াতে একটি শব্দ ''ইয়া'তিয়ান্নাকুম''-আছে। যার অর্থ 'আসতে থাকবে'। তাই ঐ শব্দটির ভিত্তিতে কাদিয়ানী নবী মিরযা গোলাম আহমাদ মনে করেন যে, শেষনাবী মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম এর পরে আরো নবী আসতে থাকবেন। তবে তাঁরা যিল্লী ও বুরুযী এবং মাজা-যী ও গাইর তাশরীয়ী নবী হবেন। আরাবী যিল্লুন শব্দের অর্থ ছায়া। তাই যিল্লী

নাবীর অর্থ ছায়া-নাবী। ফলে মিরযা গোলাম আহমাদ নিজেকে মুহাম্মাদ (সঃ) এর ছায়া ভাবেন। যেমন তিনি বলেনঃ- মাঁই যিল্লি তৃওর্ পর্ মুহাম্মাদ হুঁ- অর্থাৎ আমি ছায়া হিসেবে মুহাম্মাদ (যামীমাহ হাকীকতুল অহি ২২৬ পৃষ্ঠা)।

আরাবী 'বুরূ' শব্দের অর্থ প্রকাশ পাওয়া। হিন্দু ধ্যান ধারনায় ভগবান মানুষের রূপে কোন বিশেষ মানুষের মাধ্যমে প্রকাশিত হন। তেমনি মির্যা গোলাম আহমাদ মনে করেন যে, শেষনাবী মুহাম্মাদ (সঃ) মির্যার রূপে পুনরায় প্রকাশিত হয়েছেন। তাই মির্যা গোলাম আহমাদ-'বুরূযী-নাবী'। এটাকেই কায়া-নাবী বলা হয়।

মাজা-যী নাবীর অর্থ পরোক্ষ নাবী। কাদিয়ানীদের একটি দলের ধারনা যে, মির্যা গোলাম আহমাদ মাজা-যী তথা পরোক্ষ নাবী। এই মাজা-যী নাবীর ব্যাখ্যা তারা গাইর তাশরীয়ী' নাবী দ্বারা করে থাকেন। তা হল সেই নাবী, যিনি নতুন শরীআত আনয়নকারী নাবী নন ; বরং তিনি শেষনাবী (সঃ) এরই শরীআত প্রচারকারী তাঁর অধীনস্থ সহকারী-নাবী। পূর্বোক্ত সূরা আ'রাফের ৩৫ নম্বর আয়াতটির ''ইয়া'তিয়ান্নাকুম'' শব্দটির মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা কাদিয়ানী-নাবী মির্যা গোলাম আহমাদ যিল্লী-নাবী, বুরুযী-নাবী, মাজা-যী নাবী ও গাইর তাশরীয়ী-নাবী ভাবগুলো আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা কি? তার উত্তরে নিম্নের তফসীরী বর্ননাটি বলেঃ-

আবু সাইয়্যার সুলামী বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাবারক অতাআলা আদমের সন্তানদেরকে নিজের হাতে রেখে বলেন।- ইয়া-বানী আদামা ইম্মা-ইয়া'তিয়ান্নাকুম রুসুলুম মিনকুম......ইয়াহ্‌যানূন০ অর্থাৎ হে আদমের সন্তানগন! তোমাদের কাছে আমার রসূলগন যদি আসতে থাকে, তারা আমার বিধিনিষেধ গুলো বর্ননা করতে থাকে তাহলে যেব্যক্তি (আমার অবাধ্যতা থেকে) বেঁচে থাকবে এবং নিজেকে সংশোধন কোরে নেবে তাদের জন্য কোনও ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা (সূরা আ'রা-ফ ৩৫ আয়াত)।

তারপরে আল্লাহ রসূলদের দিকে তাকিয়ে বলেনঃ- ইয়া আইয়্যুহার রুসুলু কুলূ মিনাত্ ত্বইয়িবা-তি.....ফাত্তাকূন০ অর্থাৎ হে রসূলগন! তোমরা পবিত্র (হালাল) বস্তু খাও এবং ভাল ভাল কাজ কর। নিশ্চয় আমি তার মহাজ্ঞানী যা তোমরা করতে থাকবে। আর তোমাদের জাতিগুলো একটিমাত্র জাতিই। এবং আমিই তোমাদের পালনকর্তা। তাই তোমরা আমাকে ভয় কোরো-(সূরা

মু'মিনূন ৫১-৫২ আয়াত)। তারপর আল্লাহ ওদেরকে ছড়িয়ে দেন (তফসীরে ত্বাবারী, দূর্রে মানসূর, ৩য় খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা)।

উক্ত তফসীরী বর্ননাটা প্রমান করে যে, সূরা আ'রাফের ৩৫ নম্বর আয়াতে বর্নিত-হে আদমের সন্তানগন। সম্বোধনটা আদমকে সৃষ্টির পরই তাঁর সন্তানদেরকে সম্বোধন করা পুরানো সম্বোধনের বর্ননা। তা মুহাম্মাদ (সঃ) এর যুগে উপস্থিত আদম সন্তানদেরকে সম্বোধন নয়। যেমন ছায়ানবীর দাবীদার মির্যা গোলাম আহমাদ তাঁর মনগড়া ব্যাখ্যায় বলেছেন।

আদম (আঃ) এর পর থেকে নাবী ও রসূল আসার যে ধারার কথা উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে তা মুহাম্মাদ (সঃ) এর নবী রসূল হোয়ে আসার আগের কথা। কারণ, তারপর আর কোনরকম নাবী ও রসূল আসা বন্ধ হোয়ে গেছে। যেমন আনাস ইবনে মা-লিক এর বর্ননায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ- **ইন্নার রিসা-লাতা অন্নুবুওঅতা ক্বদিন্‌ক্বতাআ'ত্ ফালা রসূলা বা'দী অলা-নাবিইয়্যিন**,...(অর্থাৎ রসূল ও নাবী পাঠানো বন্ধ হোয়ে গেছে। তাই আমার পর আর কোন রসূল নেই এবং নাবীও নেই... (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা, বা-বু যাহাবাতিন্ নুবুওঅহ্)।

সূরা আ'রা-ফের উক্ত ৩৫ নম্বর আয়াতে রসূল আসার কথা ছিল। কিন্তু ওতে নাবী আসার উল্লেখ নেই। তাই ঐ আয়াতের দোহাই দিয়ে রসূলের জায়গায় ছায়া ও কায়ানাবী হবার দাবী করাটা পাগলের পাগলামী হয় না কি? আল্লাহ পাগলদের হেদায়াত দিন-আমিন!

সূরা হজ্জের ৭৫ নম্বর আয়াতে আছেঃ- **আল্লা-হু ইয়াস্ত্বফী মিনাল মালা-য়িকাতি রুসুলাঁও অমিন্ না-স**-অর্থাৎ 'আল্লাহ ফিরিশতাদের ও মানুষের মধ্য হতে (তাঁর) বানীবাহকদের চয়ন করে নেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় পরোক্ষ-নাবীর দাবীদার মির্যা গোলাম আহমাদ মনে করেন যে, ঐ আয়াতের-ইয়াস্ত্বফী''-শব্দটি মুযা-রার সীগা। যার অর্থ বর্তমান ও ভবিষ্যত দুইই হোয়ে থাকে। ফলে আল্লাহ মুহাম্মাদ (সঃ) এর পরও রসূল চয়ন করতে থাকবেন। তাহলে মিরযা গোলাম আহমাদ এর মাজা-যী নাবী হতে আপত্তি কোথায়?

তাঁর মনগড়া ব্যাখ্যার উত্তরে বলতে হয় যে, ঐ আয়াতটি অবতীর্নের ব্যাপারে বলা হয়েছে, একবার রসূলুল্লাহ্‌র দুশমন অলীদ ইবনে মুগীরাহ বলেন, আমাদের মাঝে কেবল ওর (মুহাম্মাদেরই) উপরে কুরআন নাযিল হয়

কি? তখন উক্ত আয়াতটি নাযিল হয় (তফসীরে কুরতুবী" ১১ খন্ড, [illegible] পৃষ্ঠা)।

উক্ত আয়াত অবতীর্নের উক্ত কারণটি প্রমান করে যে, উক্ত আয়াতে মুহাম্মাদ (সঃ) কে রসূলরূপে চয়নের কথা বলা হয়েছে। তাঁর পরে আর কাউকেই রসূলরূপে কিংবা কায়া অথবা ছায়া নাবীরূপে চয়ন করার কথা বলা হয়নি। তাই ঐ আয়াতের ভাবার্থ সম্পর্কে কাদিয়ানী নাবীর ধারনা সঠিক নয়। এই আয়াতের ভাবার্থে উপরে বর্নিত তিরমিযীর হাদীসটিও প্রযোজ্য যে, মুহাম্মাদ (সঃ) এর পরে আর কোন রসূল ও নাবী আসার ধারা বন্ধ হোয়ে গেছে (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা)।

নবীপুত্র ইবরাহীম এর নবী হওয়া বর্ণনায় ব্যাখ্যা

শেষনাবী (সঃ) এর স্ত্রী মা-রিয়া কিবতিয়ার গর্ভে রসূলুল্লাহ্‌র একটি সন্তান জন্মেছিল। তার নাম ছিল ইবরাহীম। প্রায় ১৬ মাস বেঁচে থাকার পর ঐ সন্তানটি মারা গিয়েছিল। সাহাবী ইবনে আব্বাস বলেন, ইবরাহীমের জানাযার নামায পড়াবার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ- **লাও আ'-শা লাকা-না সিদ্দীকন নাবিইয়্যা**- অর্থাৎ ইবরাহীম যদি বেঁচে থাকতো তাহলে সে সত্যবাদী নাবী হোত (সুনানে ইবনে মা-জাহ, ১১০ পৃষ্ঠা, বা-বু মা-জা-আ ফিস্‌স্বলা-তি আলা ইবনির রসূল (সঃ)।

উক্ত হাদীসটির ভিত্তিতে কাদিয়ানী-নাবী মনে করেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরে নাবী আসার সম্ভাবনা আছে ভেবে ঐ কথাটা বলা হয়েছে। তাই ঐ হাদীসটার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। হানাফী মুহাদ্দিস মুল্লা আলী কারী লিখেছেন, ঐ হাদীসটি সম্পর্কে (মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস) ইমাম নবভী (রহঃ) বলেনঃ- হা-যাল হাদীসু বা-ত্বিলুন-অর্থাৎ হাদীসটি বাতিল (তথা জাল) হাদীস (মাউযূআ-তে-কাবীর, ৫৮ পৃষ্ঠা)।

তাই ঐ হাদীসটি দলীল যোগ্য নয়। তথাপি ইবরাহীম সম্পর্কে এক সাহাবী ইবনে আবী আওফাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, নবী (সঃ) এর পুত্র ইবরাহীম ছোটবেলায় মারা যায়। তার সম্পর্কে আপনার রায় কি? তিনি বলেন, যদি (আল্লাহর) এই সিদ্ধান্ত থাকতো যে, মুহাম্মাদ (সঃ) এর পর কেউ নাবী হবেন তাহলে তাঁর পুত্র বেঁচে থাকতো। কিন্তু তাঁর পরে আর কোন নাবীই নেই

(বুখারী ৪র্থ খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা, কিতা-বুল আদাব, বা-বু মান্ সাম্মা-বিআসমা-য়িল আমবিয়া-য়ি, মিসরী ছাপা)। তাই ঐ হাদীসের ভিত্তিতে নবুঅত জারী আছে ভাবাটা মনগড়া ভাবা নয় কি?

উমার ইবনে খাত্তাবের নাবী হওয়া সম্ভাবনার ব্যাখ্যা

উক্‌বাহ ইবনে আ-মির এর বর্ননায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ- **লাও কা-না নাবিইয়্যুন বা'দী লাকা-না উমারুবনুল খত্ত্বা-ব**-অর্থাৎ আমার পরে কোন ব্যক্তি যদি নাবী হোত তাহলে উমার ইবনে খাত্তাব হতেন (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা, বা-বু মানা-ক্বিবে আবী হাফ্স্ব। তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, এই হাদীসটি মুসনাদে আহ্মাদ ও মুস্তাদরকে হা-কিম এবং সহীহ ইবনে হিব্বানেও আছে। আর আবূ সায়ীদ খুদরী থেকে ত্বাবারানী আওসাতেও এটি বর্নিত আছে (তুহ্‌ফাতুল আহ্ওয়াযী, ৪র্থ খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস দ্বারা কাদিয়ানীরা মুহাম্মাদ (সঃ) এর পরে আরো নাবী আসার সম্ভাবনা প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে। তাই এর উত্তরটাও সবারই জেনে রাখা উচিত। উক্ত হাদীসটি উমার রযিয়াল্লাহু আনহুর মাহাত্ম্য বর্ননা করে। তা একথা বলে যে, নাবী আসার ধারা যদি বন্ধ না হোত তাহলে উমার (রাযিঃ) নবী হতে পারতেন। কারণ, তাঁর মধ্যে নাবী হবার যোগ্যতা ছিল। কিন্তু শেষনাবী মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম এর পরে নাবী আসার ধারা কিয়ামত পর্যন্ত যেহেতু বন্ধ হোয়ে গেছে সেহেতু উমার এর নাবী হওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার। তেমনি মির্যা গোলাম আহমাদ ও তাঁর মত আর কারোও কায়ানাবী ও ছায়ানাবী হওয়টাও অসম্ভব ব্যাপার। বরং ঐরূপ ধারনা পোষন করাটাও কুফরী কাজ। যেমন বিশিষ্ট হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা মুল্লা আলী কারী বলেনঃ- দা'অনু নুবুওঅহ বা'দা নাবিইয়িনা-স্বল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লামা কুফ্‌রুন্ বিলইজমা-য়ি' অর্থাৎ নাবী (সঃ) এর পরে কারো নাবী দাবী করাটা সবারই মতে কাফিরী কাজ (শারহু ফিক্বহি আকবার, ২০২ পৃষ্ঠা)।

মূসা-হারূনের সাথে আলীর তুলনার ব্যাখ্যা

মুস্বআব ইবনে সা'দ তাঁর পিতা থেকে বর্ননা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)

যখন আলীকে তাঁর প্রতিনিধি কোরে তবূক যুদ্ধে রওয়ানা হন। তখন আলী বলেন, আপনি কি আমাকে বাচ্চা ও মেয়েদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছেন? তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার কাছে সেই মর্যাদায় আছো যে- সম্পর্ক মূসার সাথে হারূনের ছিল। তবে হাঁ, আমার পরে আর কোন নাবীই নেই (বুখারী মিসরী, ৩য় খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা, বা-বু গাযঅতি তাবূকিন)।

উক্ত হাদীসে মূসা আলাইহিস সালামের সাথে তাঁর সাহায্যকারী নাবী হারূনের তুলনা টেনে রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের সাথে আলী রযিয়াল্লা-হু আনহুর সম্পর্কের কথা বলেছেন। কুরআনে আছে, মূসা (আঃ) দুআ করেছিলেনঃ- **অজআ'ললী অযীরম্ মিন আহ্‌লী০ হা-রূনা আখী০** অর্থাৎ আল্লাহ গো! আমার পরিবারবর্গ থেকে আমার ভাই হারূনকে আমার জন্য পরামর্শদাতা বানিয়ে দাও (সূরা ত্ব-হা- ২৯-৩০ আয়াত)।

মূসা (আঃ) এর ঐ দুআর কারণে তাঁর বড় ভাই হারূনকেও নাবী করা হয়েছিল। তবে হারূন (আঃ) স্বয়ংসম্পূর্ন নাবী ছিলেন না। বরং তিনি তাঁর ছোট ভাই স্বয়ংসম্পূর্ন নাবী মূসা (আঃ) এর অধীনস্থ সহযোগী নাবী ছিলেন। ওঁদের দুই ভাই এর পারস্পারিক মর্যাদার সাথে রসূলুল্লাহ (সঃ) আলীর তুলনা টানায় মির্যা গোলাম আহমাদ ঐ তুলনার দোহাই দিয়ে নিজেকে খাজা-যী তথা পরোক্ষ নাবী বলে দাবী করেছেন। কিন্তু তাঁর ঐ দাবীও ভিত্তিহীন এবং মনগড়া। কারণ, মূসার সাথে হারূনের তুলনা টানার পর কারো মনে যদি এই কুমন্ত্রনা সৃষ্টি হয় যে, মূসা বড় নাবী হলেও হারূনও তো তাঁর সহযোগী নাবী ছিলেন। তেমনি শেষনাবীর পরে আলীও তাঁর সহযোগী নাবী হতে পারেন। এই কুমন্ত্রনা দূর করার জন্য উক্ত হাদীসটির শেষাংশে শেষনাবী (সঃ) বলেন, আমার পরে আর কোন নাবীই নেই এবং আর কোন নাবী আমার পরে আসবেনা। তবে ত্রিশটা (৩০টা) মিথ্যুক আসবে (তিরমিযী ২য় খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা)।

খা-তামুন্ নাবিইয়ীন এর ব্যাখ্যা

আল্লাহ শেষনাবী সম্পর্কে বলেনঃ- মা-কা-না মুহাম্মাদুন আবা-আহাদিম্ মির রিজা-লিকুম অলা-কির রসূলাল্লা-হি অখা-তামান্ নাবিইয়ীন০ অকা-

নাল্লা-হ বিকুল্লি শাইয়িন আ'লীমা-০ অর্থাৎ মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যকার কোন (সাবালক) পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহ্‌র রসূল (প্রেরিত দূত) এবং নাবীদের শেষ। আর আল্লাহ প্রত্যেকটা জিনিষেরই মহাজ্ঞানী (সূরা আহযা-ব, ৪০ আয়াত)।

উক্ত আয়াতে উল্লেখিত খা-তাম শব্দের অর্থ কি? ওর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক কাদিয়ানী-আহমাদী মৌলভী কাযী মুহাম্মাদ নযীর লায়েলপুরী মুফরদাতে রাগেব এর বরাত দিয়ে ঐ শব্দের ভাবার্থে বলেন, খাতামুল আম্বিয়া তিনিই হতে পারেন যাঁহার কল্যাণে মানুষের মধ্যে নবুওতের গুনাবলী সৃষ্টি হয় এবং প্রয়োজনকালে নবুওতের পদ প্রাপ্তিও হয়। শুধু শেষনবী' হওয়া খাতামুল আম্বিয়া শব্দসমষ্টির 'রূপক অর্থ' মাত্র, প্রকৃত অর্থ' নহে (খতমে নবুওয়াত, বাংলা অনুবাদ, ৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা, ঢাকা ছাপা)।

আহমাদী-কাদিয়ানীদের উক্ত ব্যাখ্যা প্রমান করে যে, প্রয়োজন হলে শেষনাবীর পরে অন্য নাবীও আসতে পারেন। অথচ বিশিষ্ট অভিধানবিদ উক্ত ইমাম রা-গিব ইসপাহানী বলেনঃ- অখা-তামান নাবিইয়ীনা-লিয়ান্নাহূ খাতামান নুবুওঅতা আই তাম্মামাহা-বি মাজীয়িহী-অর্থাৎ খাতামুন নাবিইয়ীন এর অর্থ তিনি নবী আসাকে শেষ করেছেন। অর্থাৎ তিনি নিজের আগমন দ্বারা ওটাকে পরিপূর্ন করেছেন (আলমুফ্‌রদা-তু ফী গরীবিল কুরআ-ন, ১৪৩ পৃষ্ঠা)।

তাই খা-তামুন নাবিইয়ীন এর আভিধানিক অর্থ নাবীদের শেষকারী তথা শেষনাবী। যাঁর পরে আর কোন নাবীই নেই। অতএব মির্যা গোলাম আহমাদের মত ছায়া ও কায়ানাবী অথবা মাজা-যী ও পরোক্ষ নাবী, কিংবা শেষনাবীর অধিনস্ত সহযোগী নাবী হবার দাবীদারগন মিথ্যুক নাবী। আল্লাহ সবাইকে মিথ্যুক নাবীদের ভাঁওতা থেকে বাঁচান-আমীন!

হাদীসের বর্ননায় শেষনাবী

১) আবূ হুরাইরার বর্ননায় রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, আমার এবং অন্যান্য নাবীদের উদাহরন একটি অট্টালিকার মত। যার গাঁথনি খুব সুন্দর করা হয়েছে। তবে ওতে একটি ইঁট ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর দর্শনকারীরা ওর গাঁথনির সৌন্দর্য দেখে আশ্চর্য বোধ করে কেবল ওই ছাড় যাওয়া ইঁটটির জায়গা ছাড়া। তারপর আমিই ঐ ইঁটটির ফাঁকা জায়গাটা পুরন

কোরে দিয়েছি। আমার দ্বারা বিল্ডিংটির গাঁথনি শেষ করা হয়েছে এবং আমার দ্বারা রসূল আসা শেষ করা হয়েছে। (বুখারী মুসলিম মিশকাত, ৫১১ পৃষ্ঠা)।

২) আবূ হুরাইরার অন্য বর্ননায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, অন্যান্য নাবীদের উপরে আমাকে ছয়টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল, আমার দ্বারা নাবীদের (আসা) শেষ করা হয়েছে (মুসলিম, মিশকাত, ৫১২ পৃষ্ঠা)। ৩)ইর্‌বায্‌ ইবনে সা-রিয়ার বর্ননায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কাছে আমি লিখিত আকারে শেষনাবী তখনও ছিলাম যখন আদম তাঁর মাটির খামীরের মধ্যে ছিলেন (শারহুস সুন্নাহ ও আহমাদ, মিশকাত, ৫১৩ পৃষ্ঠা)। ৪) জা-বির এর বর্ননায় নাবী (সঃ) বলেন, আমি রসূলদের নেতা, অথচ এটা গর্ব নয়। আমি নাবীদের শেষ, এটাও গর্ব নয়। আর আমিই প্রথম শাফাআতকারী ও গ্রহনযোগ্য সুপারিশকারী, অথচ এটা অহংকার নয় (দা-রিমী, মিশকাত, ৫১৪ পৃষ্ঠা)। ৫) জুবাইর ইবনে মুত্ব্‌ইম এর বর্ননায় নাবী (সঃ) বলেন, আমার কতিপয় নাম আছে।... তন্মধ্যে একটি নাম- আলআ'-ক্বিব। আ-ক্বিব সেই, যার পরে কোন নাবীই নেই (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ৫১৫ পৃষ্ঠা)।

৬) আবূ হুরাইরার বর্ননায় নাবী (সঃ) বলেন, বানী ইসরায়ীলদের নাবীগন বানী ইসরায়ীলদের নেতৃত্ব দিতেন। তাই যখনই কোন নাবী মারা যেতেন তখনই তারপরে অন্য নাবী আসতেন। কিন্তু আমার পরে কোন নাবীই নেই। তবে খলীফা (প্রতিনিধি) হবে। অতঃপর তারা বহু হবেন (বুখারী, ১ম খন্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা, মুসলিম, ২য় খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা)। ৭) আবূ হুরাইরার বর্ননায় শাফাআতের হাদীসে আছে, হাশরের ময়দানে সুপারিশ কামনাকারীরা মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম এর কাছে এসে বলবে, আপনি তো আল্লাহ্‌র পাঠানো দূত এবং নাবীদের শেষ (বুখারী, ২য় খন্ড, ৬৮৫ পৃষ্ঠা)।

৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র রযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে বের হোয়ে এলেন বিদায় দানকারীর মত। তারপর তিনি তিনবার বললেন, আমি নিরক্ষর নাবী মুহাম্মাদ। আর আমার পরে কোন নাবীই নেই (মুসনাদে আহমাদ, ২য় খন্ড, ১৭২ ও ২১২ পৃষ্ঠা)। ৯) আবূ কুবাইলাহ থেকে বর্নিত যে, বিদায় হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকেদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলেন, আমার পরে কোন নাবীই নেই এবং তোমাদের পরে

আর কোন (নাবীর) উম্মতও নেই (ত্বাবারানী কাবীর, মাজমাউয় যাওয়া-য়িদ, ৩য় খন্ড, ২৭৩-২৭৪ পৃষ্ঠা)।

১০) আবূ উমামাহ বাহিলী থেকে বর্নিত, নাবী (সঃ) বলেন,..... আনা আ-খিরুল আম্বিয়া ওয়া আনতুম আ-খিরুল উমাম-অর্থাৎ আমি শেষনাবী আর তোমরা শেষ উম্মত (ইবনে-মাজাহ, ২৯৭ পৃষ্ঠা)।

উক্ত ১০ টি হাদীস সহ আরো বহু হাদীস প্রমান করে যে, মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম শেষনাবী। তাঁর পরে আর কোন নাবীই আসবেন না। চায় তিনি কায়া নাবী হন, কিংবা ছায়ানাবী, অথবা মাজা-যী ও পরোক্ষ-নাবী। তবে হাঁ, কিছু ভন্ডনাবী বের হবেন। যাদের কথা নিম্নের হাদীসটিতে আছে।

ত্রিশজন মিথ্যুকের নাবী হওয়ার দাবী

সওবান রযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে (৩০)ত্রিশজন মিথ্যাবাদী হবে। তারা প্রত্যেকেই মনে করবে যে, সে নাবী। অথচ আমি খা-তামুন্ নাবিইয়ীন তথা শেষনাবী। আমার পরে কোন নাবীই নেই (আবূ দাউদ, ২য় খন্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা, তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা, মিশকাত, ৪৬৫ পৃষ্ঠা)। আবূ হুরাইরার বর্ননায় একটি বড় হাদীসের মাঝের অংশে আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, প্রায় ত্রিশটা (৩০) মিথ্যাবাদী দাজ্জাল বের হবে। যারা প্রত্যেকেই ভাববে যে, সে আল্লাহর রসূল।......(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত,৪৬৫ পৃষ্ঠা)।

উক্ত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে সমগ্র মুসলিম জাহান বিশ্বাস করে যে, মির্যা গোলাম আহমাদ কায়ানাবী নন ও ছায়ানাবী নন এবং পরোক্ষ ও সহযোগী নাবী নন, বরং তিনি রা-বিতায়ে আ-লামে ইসলামী তথা বিশ্ব মুসলিম সংস্থার ফত্ওয়ায় ভন্ডনাবী।

ভন্ডনাবী ও তাঁদের সম্পর্কে আলিমদের বিবৃতি

১) ইমাম আবূ হানীফার যুগে একব্যাক্তি নাবী হবার দাবী করে এবং সে বলে যে, আমাকে আমার নবীত্ব প্রমানের একটু সুযোগ দাও। তার উত্তরে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, যে ব্যাক্তি ওর কাছে নবী হবার প্রমান

চাইবে সেও কাফের হোয়ে যাবে। কারণ, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলে গেছেনঃ- লা-নাবিইয়্যা বা'দী -অর্থাৎ আমার পরে কোন নাবীই নেই (মানা-ক্বিবুল ইমাম আ'যম আবূ হানীফা লিইবনে আহমাদ মাক্কী, ১ম খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা)।

২) ইমাম ইবনে হাযম (মৃত ৪৫৬ হিঃ) বলেন, তাঁর (শেষনাবী) আলাইহিস সালামের পর নবীত্বের অস্তিত্ব বাতিল। তা (নাবী আসা) কখনই হতে পারেনা (কিতা-বুল ফিস্বল ফিলমিলালি অল আহওয়া-য়ি অননিহাল, ১ম খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা)।

৩) ইমাম গাযযালী (মৃত ৫০৫ হিঃ) বলেন, উম্মতে মুহাম্মাদী সর্বসম্মতভাবে এটা বুঝেছেন যে, খা-তামুন্ নাবিইয়ীন এর ভাবার্থ তাঁর (শেষনাবী সঃ) পর কখনই কোন নাবী ও কোন রসূল আসবেনা। এ ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা ও বিশেষ বক্তব্য নেই। এটাকে অস্বীকারকারী সর্বসম্মত রায়কেই অস্বীকারকারী হবে (আলইক্বতিস্বা-দ ফিল ইতিক্বা-দ ১১৩ পৃষ্ঠা, মিসরী ছাপা)।

৪) কাযী ইয়ায (মৃত-৫৪৪ হিঃ)বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের নাবী (সঃ) এর সাথে অন্য কারো নাবী হবার দাবী করে, কিংবা তাঁর (সঃ) সাথে অন্য কারো নাবী হবার দাবী করে, কিংবা তাঁর (সঃ) পরে নাবী দাবী করে, অথবা সে নিজেকেই নাবী বলে দাবী করে, নতুবা সে নাবী আসার ধারনাকে বৈধ মনে করে, তেমনি যে বাক্তি এই দাবী করে যে, তাঁর কাছে অহি আসে, যদিও সে নাবী হবার দাবী করেনা এই সমস্ত লোকেরা কাফির এবং নাবী (সঃ) কে মিথ্যাবাদী মনেকারী। কারন, তিনি (সঃ) এই খবর দিয়েছেন যে, তিনিই শেষনাবী এবং তাঁর পরে আর কোন নাবীই নেই (আশশিফা বিতা'রীফে হুকূকিল্ মুস্তফা-২য় খন্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা)।

৫) হাফেয ইবনে কাসীর (মৃত ৭৭৪ হিঃ) বলেন, আল্লাহ তাবারক অতাআলা তাঁর কিতাব (আলকুরআনে) এবং তাঁর রসূল (সঃ) বহু হাদীসে এ খবর দিয়েছেন যে, তাঁর পরে আর কোন নাবীই নেই। যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, যেব্যাক্তি তাঁর (সঃ) পরে নাবী হবার দাবী করবে সে ডাহা মিথ্যাবাদী, অপবাদ-দানকারী, দাজ্জাল, পথভ্রষ্ট, পথভ্রষ্টকারী হবে (তফসীর ইবনে কাসীর, ৩য় খন্ড, ৪৯৪ পৃষ্ঠা, কায়রো ছাপা, ১৩৭৫ হিঃ সংস্করন)।

৬) শাইখ আব্দুল অহহাব শা'রা-নী (রহঃ) মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর উক্তি উধৃত কোরে বলেন, তুমি জেনে রাখো যে, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ

স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর পরে প্রত্যেক সৃষ্টজীব থেকে রসূল হবার দরজা বন্ধ কোরে দিয়েছেন (আলইয়াওয়া-কীত অল জাওয়াহির, ২য় খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা)।

৭) আল্লামা মুল্লা আলী কা-রী (মৃত ১০১৪ (হিঃ) বলেন, আমাদের নাবী স্বল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম এর পরে নাবী হবার দাবী করাটা সর্বসম্মত রায়ে কা-ফিরী কাজ (শারহু ফিকহি আকবর, ২০২ পৃষ্ঠা)।

৮) আল্লামা যুরকানী মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে হিব্বান থেকে উদ্ধৃত করেছেন, যে ব্যক্তি এদিকে গিয়েছে যে, নাবী হওয়াটা অর্জনযোগ্য বিষয়, তা বন্ধ হয়নি, অথবা অলীব্যক্তি নাবীর চেয়ে উত্তম সে ব্যক্তি ধর্মহীন (যিনদীক্) ও হত্যাযোগ্য। কারণ, সে কুরআন ও খা-তামুন নাবিয়্যীনকে মিথ্যা মনেকারী (শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়াহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা, আযহার মিসর ছাপা, ১৩২৭ হিঃ)।

৯) আল্লামা শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন, নাবী (সঃ) এর মৃত্যুর পরে নাবী আসা বন্ধ হোয়ে গেছে (হুজ্জাতুল্লা-হিল বা-লিগাহ, ২য় খন্ড, ৫৮৪ পৃষ্ঠা)। তিনি আরো বলেন, বড় দাজ্জাল ছাড়া আরো অনেক দাজ্জাল আছে। তারা সবাই আল্লাহর নাম উল্লেখ কোরে লোকদেরকে তাঁর দিকে ডাকবে। আবার তাদের মধ্যে কিছু দাজ্জাল নাবী হবার দাবী কোরবে (তাফহীমা-তে ইলা-হিয়্যাহ, ২য় খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা)।

উক্ত সমস্ত বক্তব্যের সার হল, মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লা-হু আলাইহি আসাল্লাম শেষনাবী। তাঁর পরে কোন কায়া ও ছায়ানাবী অথবা তাঁরই শরীআত্ প্রচারকারী তাঁর কোন সহকারী ও সহযোগী নাবী কিয়ামত পর্যন্ত আসবেনা। তাই যদি কেউ নিজেকে নাবী বলে দাবী করে তাহলে সে শেষনাবী (সঃ-এর) ভাষায় ত্রিশ দাজ্জালের এক দাজ্জাল হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ছোট দাজ্জালরূপী ভন্ড নাবীদের হাত থেকে বাঁচান-আ-মীন!

ঈসা (আঃ) এর আকাশে গমণ ও মরণ এর বিশ্লেষণ

আল্লাহ বলেনঃ- ইয্ ক্ব-লাল্লা-হু ইয়া-ঈ'সা ইন্নী মুতাঅফ্ফীকা অরা-ফিউ'কা ইলাইয়্যা অমুত্বহ্হিরুকা............ তাখতালিফূন অর্থাৎ আল্লাহ যখন বললেন, হে ঈসা! আমি অবশ্যই তোমাকে মরণ দেবো ও আমার কাছে

তোমাকে তুলে নেবো এবং যারা (তোমাকে) অবিশ্বাস করেছে তাদের থেকে তোমাকে আমি পবিত্র কোরে দেবো। আর যারা তোমাকে মেনে নিয়েছে তাদেরকে আমি অবিশ্বাসীদের উপরে কিয়ামত পর্যন্ত মর্যাদা দিয়ে রাখবো। তারপর আমারই কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের মাঝে সেই সব বিষয়ের মীমাংসা করে দেবো যে সব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে (সূরা আ-লি ইমরা-ন ৫৫আয়াত)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ কর্তৃক ঈসা (আঃ) কে প্রথমে অফাত তথা মরন দেবার কথা আছে। তারপর তাঁকে আল্লাহর নিজের কাছে তুলে নেবার কথা আছে। তাই আল কুরআন অবতীর্ণের সাক্ষাৎ-শ্রোতা সাহাবায়ে কিরামের ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে কাদিয়ানী নবী মির্যা গোলাম আহমাদ নিজের বিবেকী ব্যাখ্যা দ্বারা বলেছেন যে, ঈসা (আঃ) মারা গেছেন। কারণ, ঈসা (আঃ) কে মৃত প্রমাণ না করতে পারলে তিনি শেষযুগের প্রতিশ্রুত-মসীহ হতে পারেননা। সে জন্য কাদিয়ানীদের কতিপয় বাঁধাগদের মধ্যে ১টি গদ হচ্ছে ঈসা ইবনে মারয়াম মৃত। তারা উক্ত আয়াতটিকে দলীল হিসাবে পেশ করে এবং সাহাবী ও অলিয়ীদের ঐ আয়াতের ব্যাখ্যাটিকে বাদ দিয়ে তারা নিজেদের মত ওর ব্যাখ্যা করে। তাই উক্ত আয়াতটির বিশদ ব্যাখ্যা নিম্নে দেওয়া হল।

আরবী 'তাঅফ্ফা' শব্দের বিভিন্ন অর্থ

উপরে বর্নিত আয়াতটিতে একটি শব্দ আছে-মুতাঅফ্ফী। ঐ শব্দটি তাঅফ্ফা শব্দ থেকে তৈরী। তাঅফ্ফা শব্দটির কয়েকরকম অর্থ কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়। যেমন তাঅফ্ফার অর্থ অফাত ও মরণ দেওয়া। আল কুরআনে আছেঃ- অল্লা-হু খলাকাকুম সুম্মা ইয়াতাঅফ্ফা-কুম-। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি তোমাদেরকে অফাত দিয়ে থাকেন (সূরা নাহ্‌ল,৭০ আয়াত)। আল্লাহ বলেনঃ- কুল ইয়াতাঅফ্ফা-কুম্ মালাকুল মাওতিল লাযী উক্কিলা বিকুম। অর্থাৎ তুমি বলে দাও, মরণের সেই ফিরিশতা যাকে তোমাদের জন্য মোতায়েন করা হয়েছে সে তোমাদেরকে অফাত দান করবে (সূরা সিজদাহ ১১ আয়াত)

২) কখনো তাঅফ্ফার অর্থ ঘুমপাড়ানোও হয়। যেমন, কুরআনে আছেঃ- অহুঅল লাযী ইয়াতাঅফ্ফা-কুম বিল লাইলি। অর্থাৎ তিনিই সেই (আল্লাহ)

যিনি তোমাদেরকে রাতে ঘুম পাড়িয়ে দেন-(সূরা আল্ আন্আম্ ৬০ আয়াত)। হাদীসে আছে, বিশিষ্ট সাহাবী হুযাইফাহ (রাঃ) বলেন, নাবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম যখন ঘুম থেকে জেগে উঠতেন তখন বলতেনঃ- **আলহামদু লিল্লা-হিল লাযী আহ্ইয়া-না বা'দা মা-আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর**-অর্থাৎ সেই আল্লাহ্‌র সবরকম প্রশংসা যিনি আমাদেরকে (ঘুমের মাধ্যমে) মেরে ফেলার পরে জ্যান্ত করেছেন। আর তাঁরই কাছে হবে পরকালের সমবেত হওয়া। (বুখারী,মুসলিম, মিশকাত, ২০৮ পৃষ্ঠা)।

৩) তাওয়াফ্‌ফার অর্থ পুরাপুরি নেওয়া। কুরআনে আছেঃ- আল্লা-হু ইয়াতাওয়াফ্‌ফাল আনফুসা হীনা মাওতিহা০ অল্লাতী লাম তামুত ফী মানা-মিহা.........ইলা আজালিম মুসাম্মান-অর্থাৎ আল্লাহ প্রাণগুলোকে পুরাপুরি নিয়ে নেন তাদের মরণের সময়। আর যে (প্রাণটা) মরেনা তাকে তার ঘুমের মধ্যে তিনি (নিয়ে নেন)। অতঃপর যার জন্য তিনি মরনের সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন তাকে (সেই প্রাণটাকে) তিনি আটকে রাখেন। আর বাকি (প্রাণ) গুলোকে তিনি একটা নির্দিষ্ট আয়ু পর্যন্ত ছেড়ে দেন (সূরা যুমার, ৪২ আয়াত)।

এখন প্রশ্ন যে, উপরে বর্ণিত আয়াত-**ইন্নী মুতাওয়াফ্‌ফীকা**-এর মধ্যে তাওয়াফ্‌ফার কোন অর্থটা প্রযোজ্য? উক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারকদের মধ্যে মতভেদ আছে। বিশিষ্ট তা-বিয়ী রবীঅ' ইবনে আনাস বলেন, ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বলেছেন, এখানে অফাতের অর্থ ঘুমের মরণ। আল্লাহ ঈসা (আঃ) কে ঘুমের মধ্যে তুলে নিয়েছেন। তাঁর প্রকৃত মরন এখনো হয়নি। যেমন হাসান বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ইহুদীদেরকে বলেছিলেন, নিশ্চয় ঈসা মরেননি। তিনি অবশ্যই কিয়ামতের আগে তোমাদের কাছে ফিরে আসবেন (তফসীরে ত্ববারী, ৩য় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা ও ইবনে কাসীর, ১ম খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)।

কা'ব (রাযিঃ) বলেন, ঈসা (আঃ) যখন দেখেন তাঁর অনুসারী কম এবং তাঁকে মিথ্যুক মনেকারী লোকেরা সংখ্যায় বেশী তখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ঐ অভিযোগটা করেন। ফলে আল্লাহ তাঁর কাছে অহি পাঠিয়ে বলেনঃ- ইন্নী মুতাওয়াফ্‌ফীকা ওরা-ফিয়ু'কা ইলাইয়্যা অর্থাৎ আমি তোমাকে কানা দাজ্জালের কাছে পাঠাবো। অতঃপর তুমি তাকে হত্যা করবে। তারপর তুমি চব্বিশ বছর বাঁচবে। তারপর আমি তোমাকে জ্যান্ত লোকদের মরণের মত মরণ দেবো।

কা'ব বলেন, এ ব্যাপারটা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সেই হাদীসটার সত্যতা প্রমাণ করে, যাতে তিনি (সঃ) বলেছেন, সেই জাতি কি করে ধ্বংস হতে পারে যার প্রথমে আছি আমি। আর তার শেষে আছে ঈসা (ত্ববারী, ৩য় খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা, দুর্রে মানসূর, ২য় খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা)।

কুরআনের একটি আয়াতে আছেঃ- **ওয়া ইন্ মিন্ আহ্‌লিল্ কিতা-বি ইল্লা-লাইয়ু'মিনান্না বিহী ক্বব্‌লা মাওতিহী**.........শাহীদা অর্থাৎ এমন কোন আহলে কিতাব (ইহুদী খৃষ্টান) নেই কিন্তু তিনি নিজের মরনের আগে তাঁর (ঈসার) উপরে অবশ্য অবশ্যই ঈমান আনবে (সূরা নিসা, ১৫৯ আয়াত)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবু হুরাইরার বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তাঁর কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে। ভবিষ্যতে তোমাদের মধ্যে মারয়্যামের পুত্র (ঈসা) ন্যায়পরায়ন বিচারক হিসেবে নামবেন। অতঃপর তিনি ক্রুশ ভেঙে দেবেন এবং শুয়োরকে হত্যা করবেন। আর জিযিয়া কর জারী করবেন। এমতাবস্থায় মালধনের স্রোত বইবে। পরিশেষে তা গ্রহণ করার কেউ থাকবেনা। এমন সময় একটি সিজদাহ দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম হবে। অতঃপর আবু হুরাইরাহ বলেন, তোমরা যদি চাও তাহলে পড়ঃ- ওয়া ইন্ মিন্ আহ্‌লিল কিতা-বি.........শাহীদা (দুর্রে মানসূর, ২য় খন্ড, ৪২৮ পৃষ্ঠা)।

তাই এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাবিয়ী হাসান বলেন, আল্লাহর কসম! এখন তিনি ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকটে জ্যান্ত আছেন। যখন তিনি নামবেন তখন সবাই তাঁকে বিশ্বাস করবে (ঐ, পৃষ্ঠা-ঐ)।

সূরা নিসার উক্ত আয়াত ছাড়াও সূরা যুখরুফের ৬১ নম্বর আয়াতে আছেঃ- **ওয়া ইন্নাহু লাইলমুল্ লিস্ সা-আ'তি ফালা তামতারুন্না বিহা**.........অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি (ঈসা) কিয়ামতের একটি চিহ্ন। তাই তোমরা অবশ্য অবশ্যই ওটাকে সন্দেহ কোরোনা। এই আয়াত এবং সূরা মা-য়িদার ১৫৯ আয়াত ছাড়াও রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্নিত ১৫ টি হাদীস এবং সাহাবী ও তা-বিয়ী বর্নিত ৪ টি আ-সা-র প্রমাণ করে যে, ঈসা (আঃ) এখনো মারা যাননি। বরং তিনি আল্লাহ্‌র কাছে আকাশে জীবিত আছেন এবং কিয়ামতের আগে যমীনে নেমে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তারপরে অন্যান্য মানুষের মত তিনি স্বাভাবিক মরণ বরণ করবেন।

বিশিষ্ট তা-বিয়ী ক্বতাদাহ বলেন, সূরা আ-লি ইমরানের ৫৫ নম্বর আয়াতে বর্নিত মুতাঅফ্‌ফীকা আগে এবং রাফিয়ু'কা পরে বলা হয়েছে। ঐ সাজানো অনুসারে ঈসা (আঃ) এর মরণ প্রথমে হবে এবং তারপরে তাঁকে আল্লাহ নিজের কাছে তুলে নেবেন এরূপ ভাবাটা ঠিক নয়। বরং এখানে দুটো ব্যাপার ঘটার কথা বলা হয়েছে। ওর মধ্যে কোন্‌টা আগে এবং কোন্‌টা পরে হবে? তার ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত আয়াতগুলো এবং বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে ওর অর্থঃ **ইন্নী রা-ফিয়ু'কা ইলাইয়্যা অমুতাঅফ্‌ফীকা বা'দা যা-লিকা** অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার কাছে তুলে নেব এবং তারপরে তোমাকে আমি মরন দেবো (ইবনে কাসীর, ১ম খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)।

যাহ্‌হা-ক্‌ ও ফার্রা সহ একদল ব্যাকরণবিদ বলেন, উক্ত আয়াতে 'ওয়াও' অর্থাৎ এবং অব্যয়টা পরপর সাজানো বিন্যাসের জন্য নয়। তাই ওর অর্থ হচ্ছে আমি তোমাকে নিজের কাছে তুলে নেবো এবং কাফিরদের থেকে তোমাকে পবিত্র কোরবো। আর আকাশ থেকে তোমার নামার পর তোমাকে মরন দেবো। যেমন কুরআনেই আছেঃ- **অলাওলা কালিমাতুন সাবাক্বত্‌ মির রব্বিকা লাকা-না লিযা-মাঁও ওয়া আজালুম মুসাম্মা**-(সূরা ত্ব-হা ১২৯ আয়াত)। এখানে শেষের ওয়াও দ্বারা আয়াতটির বিন্যাস সাজানো হয়নি। বরং ভাবার্থে আয়াতটি এরূপঃ- অলাও লা- কালিমাতুন সাবাক্বাত মির রব্বিকা ওয়া আজালুম মুসাম্মান লাকানা লিযা-মান (তফসীরে কুরতুবী, ৪র্থ খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা)।

আলকুরআনে ফিরআওনের যাদুকরদের উক্তিতে আছেঃ- **রব্বি মূসা অহা-রূন** অর্থাৎ আমরা মূসা ও হারূনের পালনকর্তার উপরে ঈমান আনলাম (সূরা আ'রা-ফ ১২২ আয়াত)। ঐ উক্তিটাই অন্য জায়গায় আছেঃ- **ক্ব-লূ আমান্না-বিরব্বি হা-রূনা অমূসা**-০ অর্থাৎ আমরা ঈমান আনলাম হারূন ও মূসার পালনকর্তার উপরে (সূরা-ত্ব-হা ৯০ আয়াত)।

উক্ত দুই আয়াতের ১ম আয়াতে মূসার নাম আগে এবং হারূনের নাম পরে আছে। ঠিক ওর বিপরীত ২য় আয়াতে হারূনের নাম আগে এবং মূসার নাম পরে আছে। এখানে ওয়াও অব্যয় দ্বারা গঠিত বাক্য দুটিতে নাম আগে ও পরে সাজানোর কোন ব্যাপার নেই। তেমনি সূরা আ-লি ইমরানের ৫৫ নম্বর আয়াতে মুতাঅফ্‌ফীকা এবং রা-ফিয়ু'কা অমুত্বহহিরুকা প্রভৃতি শব্দের মধ্যে তা পরপর হবার কোন বিন্যাস নেই। তাই সাহাবী ও তাবিয়ী প্রমুখদের ব্যাখ্যা

যার নিয়ে কাদিয়ানী-নাবী মির্যা গোলাম আহমাদের মনগড়া ব্যাখ্যা অনুযায়ী কেউ যেন এটা না ভাবে যে, ঈসা ইবনে মারয়্যাম বর্তমানে মৃত। বরং বর্তমানে তিনি আকাশে অবস্থানরত এবং কিয়ামতের আগে যমীনে নেমে দাজ্জালকে হত্যা কোরে মানবীয় মরনের স্বাদ চাখবেন।

ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যার বিশ্লেষন

বিশিষ্ট মুফাসসিরে কুর'আন সাহাবী ইবনে আব্বাস (রযিঃ) বলেন, ইন্নী মুতাঅফ্‌ফীকা এর অর্থ ইন্নী মুমীতুকা-অর্থাৎ আমি তোমাকে মরন দেব (তফসীর ইবনে কাসীর, ১ম খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা, দুররে মানসূর ২য় খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা)।

ইবনে আব্বাসের এই অর্থ দ্বারা কাদিয়ানী নাবী মির্যা গোলাম আহমাদ মনে করেন যে, ঈসা ইবনে মারয়্যাম এর মানবীয় সাধারন মৃত্যু হয়ে গেছে। কারণ, ঈসা ইবনে মারয়্যামকে মারতে না পারলে মির্যা শেষযুগের মাহদী হতে পারছেন না। তাই তাঁর মতে ঈসা (আঃ) বর্তমানে মারা গেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈসা (আঃ) বর্তমানে জীবিত। কারণ, সূরা যুখরুফ এর ৬৬ নম্বর আয়াত **ওয়া ইন্নাহূ লাই'লমুল লিস্‌ সা—আ'তি**-অর্থাৎ ঈসা (আঃ) নিশ্চয়ই কিয়ামতের একটি নিদর্শন এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস বলেন, কিয়ামতের নিদর্শন বলতে কিয়ামতের আগে ঈসা ইবনে মারয়্যামের দুনিয়াতে আগমন (মুস্তাদরকে হা-কিম, ফাতহুল বায়ান, ৮ম খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা)।

ইবনে আব্বাসের উক্ত ব্যাখ্যাটি প্রমান করে যে, কিয়ামতের আগে দুনিয়াতে আগমনকারী ঈসা ইবনে মারয়্যাম এখনো মারা যাননি। বরং তিনি জীবিত আছেন। তাই মুতাঅফ্‌ফীকার ভাবার্থ মুমীতুকার অর্থ আমি (আল্লাহ) ভবিষ্যতে তোমাকে মরণ দেবো, এখণ মরন দিইনি। ইহুদীদের ধারনা, তারা নাকি ঈসা (আঃ) কে হত্যা করেছে। তাদের প্রতিবাদ কোরে আল্লাহ বলেনঃ- **অক্বওলিহিম্‌ ইন্না ক্বতাল্‌নাল মাসীহা ঈসাব্‌না মারয়্যামা...... অমা ক্বতালূহু ইয়াক্বীনা**০ অর্থাৎ তাদের (ইহুদীদের) উক্তি যে, আমরা আল্লাহর রসূল মাসীহ ঈসা ইবনে মারয়্যামকে হত্যা করেছি। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং ক্রুশে বিদ্ধও করেনি। বরং তাদের জন্য তাঁকে ধাঁধায় পরিণত করা হয়েছিল। তাই তাঁর ব্যাপারে যারা মতভেদ করেছিল তারা তাঁর সম্পর্কে অবশ্যই সন্দেহের মধ্যে পড়েছিল। তাঁর ব্যাপারে সন্দেহের পেছনে পড়া ছাড়া তাদের কাছে

কোনরকম জ্ঞানই ছিল না। এমতাবস্থায় তারা তাকে নিশ্চয়ই হত্যা করতে পারেনি (সূরা নিসা, ১৫৭ আয়াত)।

আল্লাহর উক্ত ঘোষনা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌র নিজের কাছে ঈসা ইবনে মারয়্যামকে তুলে নেওয়ার আগে ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করতে ও ফাঁসী দিতে পারেনি। বরং তারা ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল। ঐ ধাঁধার ব্যাখ্যায় তা-বিয়ী যাহহাক সাহাবী ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, ইহুদীরা যখন ঈসাকে হত্যা করার সংকল্প করে তখন (ঈসার সাথী) হাওয়ারীগণ একটি কামরায় জমায়েত হয়েছিলেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন বার (১২) জন। অতঃপর কামরাটির তাক থেকে ঈসা-মাসীহ তাদের কাছে আসেন। তারপর ইবলীস (শয়তান) ইহুদীদের জমায়েতকে খবর দেয়। ফলে তাদের মধ্য থেকে চার হাযার লোক সওয়ার হয়ে এসে ঐ কামরাটার দরজাকে ধরে ফেলে। তখন মাসীহ তাঁর হাওয়ারীগণকে বলেন, তোমাদের মধ্যে কে বের হবে এবং নিহত হবে? আর সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে! অতঃপর একজন বললো, আমি হে আল্লাহ্‌র নাবী। তারপর তিনি তার কাছে ফেলে দিলেন পশমের একটি জুব্বা' এবং পশমের একটি পাগড়ী! আর তাকে তিনি একটি ফলা লাগানো ডান্ডা দিলেন। এমতাবস্থায় তার উপর ঈসার সাদৃশ্য ঢেলে দেওয়া হল। অতঃপর সে ইহুদীদের কাছে এল। তারপর তারা তাকে হত্যা কোরে ক্রুশে বিদ্ধ কোরলো। আর ঈসা মাসীহকে আল্লাহ পালক পরিয়ে দিলেন এবং জ্যোতির পোষাক পরালেন। আর তাঁর কাছ থেকে খাওয়া ও পান করার মজা ছিন্ন করে দিলেন। তারপর তিনি ফেরেশতাদের সাথে উড়ে গেলেন (তফসীরে কুরতুবী, ৪র্থ খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা)।

উপরে বর্নিত সূরা নিসার ১৫৭ নম্বর আয়াত এবং ওর ব্যাখ্যায় সাহাবী ইবনে আব্বাসের বর্ণনা পরিষ্কার প্রমান করে যে, ইহুদীরা আল্লাহ কর্তৃক মাসীহের রূপধারনকারী মাসীহের এক শিষ্যকে ফাঁসী দিয়ে হত্যা করেছে। তাই সূরা আ-লি ইমরানের ৫৫ নম্বর আয়াতে বর্নিত **ইন্নী মুতাঅফ্‌ফীকা অরা-ফিয়ু'কা** এর অর্থ আমি তোমাকে প্রথমে মরন দেবো এবং তারপরে উপরে উঠিয়ে নেবো নয়; বরং ওর অর্থ হচ্ছে, আমি তোমাকে প্রথমে আকাশে উঠিয়ে নেবো এবং তারপরে যমীনে নামিয়ে দাজ্জালকে হত্যা করিয়ে তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দান কোরবো।

তাই **মুতাঅফ্‌ফীকা**-র সঠিক ভাবার্থ তিন রকমঃ- ১) মুনীমুকা অর্থাৎ আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবো। এটাই অধিকাংশ তফসীরকারকদের অভিমত (তফসীরে ইবনে কাসীর, ১ম খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)। এই জন্য রবী' থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালামকে আকাশে তুলে নেন ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর প্রতি দয়া দেখিয়ে (তফসীর রূহুল মাআ'-নী ৩য় খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা)। তাই বর্তমানে তিনি জীবিত। তিনি মৃত নন।

২) কতাদাহ তা-বিয়ীর মতে **ইন্নী মুতাঅফ্‌ফীকা অরা-ফিয়ু'কা** এর বিন্যাসটা এরূপঃ- **ইন্নী রা-ফিয়ু'কা অমুতাঅফ্‌ফীকা**। অর্থাৎ আমি তোমাকে আকাশে তুলে নেবো এবং সেখান থেকে নামার পর কিয়ামতের কিছু আগে মরণ দেবো (ইবনে কাসীর, ১ম খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)।

৩) ইমাম মা-লিক (রহঃ) এর শিক্ষাগুরু মদীনার বিশিষ্ট তা-বিয়ী মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদের মতে **ইন্নী মুতাঅফ্‌ফীকার** অর্থ **ইন্নী কা-বিযুকা**-অর্থাৎ আমি তোমাকে যমীন থেকে করতলগত কোরবো (তফসীরে তুবারী, ৩য় খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা)।

উক্ত তিনটি উক্তি এবং ওর ব্যাখ্যা প্রমাণ করে যে, ঈসা আলাইহিস সালামকে আকাশে জ্যান্ত তুলে নেওয়া হয়েছে। তাই এবার তাঁর আকাশ থেকে নামা সংক্রান্ত কুরআনী আয়াত ও হাদীসে-রসূল বর্ণনা করা হল।

ঈসা (আঃ) এর আকাশ থেকে নামার কুরআনী-প্রমাণ

১ম আয়াত ঃ- মারয়্যাম আলাইহাস সালামকে তাঁর পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম এর জন্মের সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ বলেনঃ-**ওয়া ইয়ুকাল্লিমুন না-সা ফিল মাহ্‌দি অকাহ্‌লান** অর্থাৎ সে লোকেদের সাথে কথা বলবে দোলনাতে থাকা অবস্থায় এবং আধা বয়েসে (সূরা আ-লি ইমরান, ৪৬ আয়াত)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তা-বিয়ী ইবনে যায়েদ বলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম লোকেদের সাথে দোলনায় কথা বলেছিলেন। আর যখন তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন, তখন তিনি 'কাহল' আধাবয়েসী থাকবেন (তফসীরে তুবারী, ৩য় খন্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা)।

ইমাম রাযী বলেন, বর্নিত আছে, ঈসা আলাইহিস সালামকে যখন আকাশে তোলা হয় তখন তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ (৩৩) বছর ছয় (৬) মাস। এই

হিসেবে তখন তিনি 'কুহূলাত' বা আধাবয়সী বয়সে পৌঁছাননি। কারন, অভিধানে কাহল বলা হয় পূর্ণাঙ্গ হওয়া। মানুষের অবস্থা পূর্ণাঙ্গে পৌছায় ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সের মধ্যে। তাই আকাশ থেকে নেমে ৩৪ বছর বয়সে এবং তারপরে ঈসা (আঃ) এর কথা বলাটা 'কাহল' বা আধাবয়সে হবে। ফলে সূরা আ-লি ইমরানের ৪৬ নম্বর আয়াতে বর্ণিত ঈসা (আঃ) আধাবয়সে কথা বলবেন" শব্দগুলো প্রমাণ করে যে, ঈসা (আঃ) মারা যাননি। যেমন কাদিয়ানী নাবী ও তাঁর উম্মত আহমাদীরা বলে থাকে।

২য় আয়াত

সূরা নিসার ১৫৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ- ওয়া ইম মিন আহলিল্ কিতা-বি ইল্লা-লাইয়ু'মিনান্না বিহী ক্বলা মাওতিহী অর্থাৎ আসমানী-গ্রন্থধারী এমন কোন (ইহুদী ও খৃষ্টান) ব্যক্তি নেই যে, সে তার মরার আগে তাঁর (ঈসা আঃ এর) উপরে অবশ্য অবশ্যই ঈমান আনবে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবিয়ী ইবনে যায়দ বলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম আসমান থেকে নেমে যখন দাজ্জালকে হত্যা করবেন তখন ভূপৃষ্ঠে এমন কোন ইহুদী থাকবেনা যে, সে তার মরার আগে ঈসা (আঃ) এর উপরে অবশ্যই ঈমান আনবে। কিন্তু ঐ সময় ঈমান আনাটা তাদেরকে ফায়দা দেবেনা (আদদুর্রুল মানসূর, ২য় খন্ড, ৪২৮ পৃষ্ঠা)। এই আয়াতটিও প্রমাণ করে যে, ঈসা (আঃ) এখনো মরেননি, বরং তিনি আকাশে জীবিত।

৩য় আয়াত

আল্লাহ বলেনঃ- ওয়া ইন্নাহূ লাই'লমুল্ লিস্ সা-আ'তি ফালা তামতারুন্না বিহা- অর্থাৎ তিনি (ঈসা আঃ) কিয়ামতের নিশানী। তাই তোমরা ওটাকে অবশ্য অবশ্যই সন্দেহ কোরনা (সূরা যুখরুফ, ৬১ আয়াত)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, কিয়ামতের চিহ্ন বলতে, কিয়ামতের আগে ঈসা ইবনে মারয়্যাম এর অবতরণ (সহীহ ইবনে হিব্বান, ৮ম খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা, তফসীর ইবনে কাসীর ৪র্থ খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা, আদ্দুর্রুল মানসূর ৫ম খন্ড, ৭২৯ পৃষ্ঠা)।

বিশিষ্ট ঃ- তা-বিয়ী মুজাহিদ ও যাহহাক এবং সূদ্দী ও ক্বতাদাহ প্রমূখও তাই বলেন (তফসীরে কু রতুবী, ১৬ খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা)। এই আয়াতও প্রমান

করে যে, ঈসা (আঃ) এখন মৃত নন। যেমন কাদিয়ানী-নাবী মির্যা গোলাম আহমাদ বলেছেন।

ঈসার অবতরন ও হাদীসের বিবরন

১ম হাদীসঃ- আবূ হুরাইরার বর্ননায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তাঁর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। অচিরেই তোমাদের মধ্যে ঈসা ইবনে মারয়্যাম নামবেন ন্যায়পরায়ন বিচারক হিসেবে। তারপর তিনি ক্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন এবং শুয়োরকে হত্যা করবেন, আর জিযিয়া রেখে দেবেন এবং মালধনের স্রোত বহাবেন। পরিশেষে কেউই তা গ্রহণ করবেনা। তখন একটি সিজদাহ উত্তম হবে দুনিয়ার চেয়ে এবং ওতে যা আছে তারও চেয়ে উত্তম (বুখারী কিতাবুল বুইয়ূ' বা-বু ক্বতলিল খিনযীর, কিতা-বুল মাযা-লিম-বাবু কাসরিস স্বলীব, কিতা-বুল আম্বিয়া-বা-বু নুযূ'লি ঈসা ইবনে মারয়্যাম। মুসলিম কিতা-বুল ঈমান, বা-বু নুযূলি ঈসা ইবনে মারয়্যাম বিশারী'আ'তি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ (সঃ) এবং মিশকাত, ৪৭৯ পৃষ্ঠা)।

২য় হাদীস

আবূ হুরাইরার অন্য বর্ণনার শেষাংশে' রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমরা কেমন হবে, যখন তোমাদের মাঝে ঈসা ইবনে মারয়্যাম নেমে আসবেন। অথচ তোমাদের নেতা তোমাদের মধ্য থেকেই হবে (বুখারী, ও মুসলিম বা-বু নুযূলি ঈসা ইবনে মারয়্যাম, মিশকাত, ৪৮০ পৃষ্ঠা)। এই সব হাদীসের ভিত্তিতে আল্লামা শানক্বীত্বী বলেন, ঈসা আলাইহিস এখনো পর্যন্ত জীবিত আছেন। কিয়ামতের আগে তাঁর অবতরণের ব্যাপারে যেব্যক্তি সন্দেহ করবে সে উম্মতে মুহাম্মাদির সর্বসম্মত মতে কাফির হলো যা-দুল মুসলিম ফী মাত্তাফাক্বা আলাইহিল বুখারী অমুসলিম, ১ম খন্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা)।

৩য় হাদীস

সাহাবী জা-বির বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনীসত্যের উপর লড়াই করতঃ বিজয়ী থাকবে। অতঃপর ঈসা ইবনে মারয়্যাম নামবেন। তারপর তখনকার লোকেদের নেতা বলবেন, আপনি আসুন, আমাদের নামায পড়িয়ে দিন। অতঃপর ঈসা বলবেন, না।

তোমাদেরই কেউ অন্যদের উপরে নেতা হবে এই উম্মতকে আল্লাহ সম্মান দান করার জন্য (মুসলিম, মিশকাত, ৪৮০ পৃষ্ঠা)।

৪র্থ হাদীস

আবু হুরাইরার বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তাঁর কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে (মদীনার ছয় মাইল দূরবর্তী দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথে) ইবনে মারয়াম অবশ্য অবশ্যই হজ্জ এবং উমরার তালবিয়াহ (লাব্বাইক) পড়বেন (মুসলিম, কিতা-বুল হাজ্জ-বাবু ইহলা-লিন নাবিইয়ি (সঃ) অহাদয়িহী)।

৫ম হাদীস

আবু হুরাইরার বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, নাবীগণ বিমাতা ভাইয়ের মত। তাঁদের মা গুলো ভিন্ন ভিন্ন। আর তাঁদের ধর্ম এক। নিশ্চয় আমি ঈসা ইবনে মারয়াম এর সবচেয়ে কাছাকাছি। কারণ, আমার এবং তাঁর মাঝে কোন নবীই নেই। আর তিনি অবতরণকারী। মাঝারী সাইজের লোক। লালচে ফর্সা রং। তাঁর উপরে দুটি হলদে রং কাপড় থাকবে। তাঁর মাথা থেকে যেন পানি টপছে। যদিও তাতে ভিজা কিছু পৌঁছোয়নি। তিনি ক্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন ও শুয়োরকে হত্যা করবেন এবং জিযিয়া রেখে দেবেন। আর ইসলামের দিকে ডাকবেন। তাঁর যুগে আল্লাহ ইসলাম ছাড়া সমস্ত মতাদর্শকে ধ্বংস কোরে দেবেন। আর তাঁর যুগে আল্লাহ মাসীহুদ দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন। তারপর ভূপৃষ্ঠে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে বাঘ উটের সাথে চরবে। এবং চিতাবাঘ গরুর সাথে ও নেকড়ে বাঘ ছাগল ভেড়ার সাথে চরবে। আর শিশুরা সাপের সাথে খেলা করবে। ওরা কেউ কাউকে ক্ষতি করবেনা। অতঃপর তিনি (ঈসা) চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। তারপর তাঁকে মরণ দেওয়া হবে এবং মুসলমানেরা তাঁর উপরে জানাযার নামায পড়বেন (মুসনাদে আহমাদ, ৩য় খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা হাদীস নম্বর ৯৩৪৯)।

৬ষ্ঠ হাদীস

নাওওয়াস ইবনে সামআ-ন এর বর্ননায় রসূলুল্লাহ (সঃ) দাজ্জালের উল্লেখ করেন। ঐ হাদীসটি খুব বড় হাদীস। যার মাঝের অংশে আছেঃ- আল্লাহ মাসীহ ইবনে মারয়ামকে পাঠাবেন। ফলে দামিশকের পূর্বপ্রান্তে সাদা মিনারে

তিনি নামবেন। তারপর তিনি মদীনার বাবে লুদ্দ নামক জায়গাতে দাজ্জালকে হত্যা করবেন (তিরমিযী, মিশকাত, ৪৭৩ পৃষ্ঠা, মুসনাদে আহমাদ, ৩য় খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ, ১৫ খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা, আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা)।

৭ম হাদীস

উসমান ইবনে আবুল আ-স থেকে বর্নিত একটি বড় হাদীসের শেষাংশে আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, দাজ্জালের সাথে সত্তর (৭০) হাযার লোক থাকবে। তাদের উপরে সবুজ রং চাদর থাকবে। দাজ্জালের অধিকাংশ সঙ্গী ইহুদী ও মেয়েরা হবে। ঈসা ইবনে মারয়াম ফজরের সময় নামবেন। তখন তাঁকে মুসলমানদের নেতা বলবেন, হে আল্লাহর রুহ! আপনি আগে বাড়ুন, নামায পড়ান। তিনি বলবেন, এই (মুহাম্মাদী) উম্মত এমন যাঁদের একে অন্যের নেতা হবে। তাই তাদের নেতা আগে বেড়ে নামায পড়াবেন। নামায শেষ হলে ঈসা তাঁর হাতিয়ারটা নিয়ে দাজ্জালের দিকে আগে বাড়বেন। তারপর দাজ্জাল যখন তাঁকে দেখা পাবে তখন সে ঐ রকম গলে যাবে যেমন সিসা গলে যায়। অতঃপর ঈসা (আঃ) তাঁর অস্ত্রটা দাজ্জালের দুই স্তনের মাঝের মাংসে রেখে দিয়ে তাকে হত্যা করবেন।(মুসনাদে আহমাদ ৫ম খন্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা, মুস্তাদরাকে হা-কিম, ৪র্থ খন্ড, ৫২৫ পৃষ্ঠা, মুসান্নাফ ইবনে আবু শাইবাহ, ১৫খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা)।

৮ম হাদীস

আবদুল্লাহ ইবনে আমরের বর্ননায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জাল বের হব। সে চল্লিশ (৪০) অবস্থান করবে। আমি জানিনা তা চল্লিশ দিন, না (৪০) মাস, না চল্লিশ বছর। তারপর আল্লাহ তাআলা ঈসা ইবনে মারয়ামকে পাঠাবেন। তিনি যেন (আমার সাহাবী) উরওয়াহ ইবনে মাসউদের মত। তিনি দাজ্জালকে খুঁজে তাকে ধ্বংস করবেন। তারপর তিনি সাত বছর অবস্থান করবেন। তখন কোন দুজন লোকের মাঝে শত্রুতা থাকবে না (মুসলিম কিতা-বুল ফিতান ওয়া আশরা-তুস সা-আহ ২য় খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা)।

৯ম হাদীস

হুযাইফা ইবনে উসাইদ এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, কিয়ামত ততক্ষন প্রতিষ্ঠিত হবেনা যতক্ষন না তোমরা দশটা (১০টা নিদর্শন দেখবে। তন্মধ্যে ১টি হচ্ছে ঈসা ইবনে মারয়্যামের অবতরণ (মুসলিম,২য় খন্ড. ৩৯৩ পৃষ্ঠা, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ২য় খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠ)।

১০ম হাদীস

আবূ হুরাইরার এক বর্ণনার শেষাংশে আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যখন নামাযের ইকামত দেওয়া হবে তখন ঈসা ইবনে মারয়্যাম নামবেন। অতঃপর তাঁকে যখন আল্লাহর দুশমন (দাজ্জাল) দেখা পাবে তখন সে গলে যাবে। যেমন নুন পানিতে গলে যায়। তিনি যদি তাকে ছেড়ে দেন তবুও সে গলে যাবে। পরিশেষে সে ধ্বংস হবে। কিন্তু আল্লাহ তাকে (ঈসার) হাত দিয়ে হত্যা করবেন।অতঃপর তিনি ওর রক্তটা তাঁর অস্ত্রে লাগা অবস্থায় লোকদেরকে দেখাবেন (মুসলিম, কিতা-বুল ফিতান ওয়া আশরা তুস সা-আ'হ)।

হাফিয ইবনে কাসীর বলেন, ঐ সব হাদীসগুলো মুতাওয়া-তির তথা অকাট্য সত্য। ওগুলোতে ঈসা আলাইহিস সালামের সিরিয়াতে অবতরণ, বরং দামিশকের পূর্ব মিনারে ফজরের নামাযের ইকামতের সময় নামার প্রমাণ আছে (তফসীর ইবনে কাসীর, ১ম খন্ড, ৫৮৩-৫৮৪ পৃষ্ঠা)।

উপরে বর্নিত কুরআন ও হাদীসের সমস্ত তথ্য এবং সাহাবী ও তা-বিয়ী কর্তৃক তার ব্যাখ্যাগুলো একথা পরিস্কার প্রমাণ করে যে, ঈসা ইবনে মারয়্যাম আলাইহিস সালাম বর্তমানে আকাশে জীবিত এবং কিয়ামত হবার কিছু আগে দাজ্জাল বের হবার পর সিরিয়ার রাজধানী দামিশ্‌ক এর পূর্বপ্রান্তের মিনারে ফজরের নামাযের সময় আকাশ থেকে তিনি নামবেন। তাই কাদিয়ানী-নাবী মির্যা গোলাম আহমাদ এর মনগড়া দাবী এবং তাঁর কাদিয়ানী আহমাদী উম্মতদের ঢালাও প্রচারে কেউ যেন বিভ্রান্ত হোয়ে বিশ্বমুসলিমের ফাতওয়ায় কা-ফেরে পরিনত না হন। আল্লাহ সবাইকে সুমতি দিন-আমীন!

আরবী, ফার্সী ও উর্দু উদ্ধৃতি

1. مسیح کے نام پر یہ عاجز بھیجا گیا
2. ہمارا دعوی ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں
میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں
41. میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں
42. اللہ تعالی نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا
45. ربُنا عاج
49. استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھیرایا گیا
50. مجھے خدا سے ایک نہا نی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں
51. انت منی وانا منک ' ظهورك ظهوری
52. انت من ماء نا
53. یا احمد یتم اسمک ولا یتم اسمی
55. و آتا نی مالم یوت احد من العالمین
64. مثیل مسیح
65. خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا ہے کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو بیس جزو سے کم نہیں ہو گا.
67. مجھے اپنی وحی پر ویسا ہی ایمان ہے' جیسا کہ تورات اور انجیل اور قرآن حکیم پر ہے.
70. ان اللہ ینزل فی القاد یان
72. یتنزل
73. آمد نزد من جبریل علیہ السلام
82. وما ارسلنا من قبلک من رسول
83. کل من علیہا فان — کل شیئی فان
85. جہنم فان لہ (یدخلہ)

86. ويغفر لكم و الله ذو الفضل العظيم
ويجعل لكم نورا تمشون به
من رسول _ فی امنيته
ولانبي _ محدث

88. من الذين هاد وا يحرفون الكلم عن مو اضعه
يسين ه انک لمن المرسلين وما ارسلناك الا
رحمة للعا لمين

89. انا انزلناه قريبا من القاديان

90. وجاد لهم بالحكمة و المو عظة الحسنة

91. لا يوجد اظلم ممن افترى على وانا اهلک المفترى عجلا
ولا امهله
ثم جاء كم رسول .... واذا خذ نا من النبيين ميثاقهم

93. لا اله الا الله احمد رسول الله

94. اللهم صل على محمد واحمد وعلى آل محمد وا حمد
اللهم بارك على محمد و احمد و على آل محمد واحمد

95. ان رسول الله سئل عن القيا مة متى تقوم ؟ فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم القيا مة الى مائة سنة
من تاريخ اليوم على جميع بنى آدم

98. حد يثوں کی کتابوں کی مثال تو مداری کے پٹارے کی ہے۔

100. حدیث کی قدر نہ کرنا اسلام کا ایک عضو کاٹ دینا ہے۔

105. جو لوگ قادیان نہیں آتے، مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہی
رہا ہے۔

107. اب مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے،
جبکہ قادیان کا دودھ بلکل تازہ ہے۔

108. ومن دخله كان آمنا

109. مبی قبلہ و کعبہ کہوں یا سجدہ گاہ قدسیاں
اے تخت گاہ مرسلاں اے قادیاں اے قادیاں

112. زمین قادیاں اب محترم ہے
ھجوم خلق سے ارض حرم ہے
عرب نازاں ہے گر ارض حرم پر
تو ارض قادیاں فخر عجم ہے

126. اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال
دین کیلئے حرام ہے اب جنگ و قتال
دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد
منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد

132. ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیشگوئی سے
بڑھکر اور کوئی محک امتحان نہیں ہو سکتا۔

133. کسی انسان کا اپنی پیشگوئی میں جھوٹا نکلنا تمام
رسوائیوں سے بڑھکر رسوائی ہے۔

137. (عنمو انیل) _ كان الله نزل من السماء

149. وبا هلني من غير نوبهي مكفر

150. اے میرے آقا مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما
اور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے
اس کو صادق کی زندگی ہی میں دنیا سے اٹھالے۔
رہا تھا۔

154. مرزا صاحب کی موت کے وقت ان کے منہ سے پاخانہ نکل

156. دخلت النا رحتى صرت نارا

157. مجھے بھی کبھی کبھی مراق کا دورہ ہوتا ہے

165. مجھے بھی وحی ہوتی تھی۔

166. لتجد اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا
168. القاد يا نية مطية الا ستعمار البغيض
168. (اولى الا مر)
170. همارى پرورش فرماتى هے.
178. قرآن شريف بصراحت ناطق هے كه فقط ان كى روح آسمان پر گئى نه كه جسم.
183. هذا هو موسى فتى الله الذى اشار الله فى كتابه الى حياته وفرض علينا ان نؤمن بانه حيى فى السماء ولم يمت و ليس من الميتين.
185. جهوٹ بولنا مرتد هونے سے كم نهيں
186. وهو الذى يتو فا كم بلليل
187. رفعه الله اليه
188. وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বইটির এই সংস্করণ ছাপতে খরচ দিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার শ্রীকুণ্ডের **আসসালাম এডুকেশন সেন্টার**। তাই তাঁদেরকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং দুআ করছি, আল্লাহ তাঁদেরকে এই দানের উত্তম প্রতিদান দিন। - আমিন !———— লেখক

প্রমাণপঞ্জী

১) আলকুরআন। ২) সহীহ বুখারী, দিল্লী ও মিসরী ছাপা ৩) সহীহ মুসলিম, দিল্লী ছাপা। ৪) সুনানে তিরমিযী, দিল্লী। ৫) সুনানে আবু দাউদ, মাজীদী কানপুর ছাপা। ৬) সুনানে ইবনে মা-জাহ, কলকাতা ছাপা। ৭) মক্কাশরীফের আরাবী দৈনিক পত্রিকা আননাদওয়হ, ১৪ ই এপ্রিল, ১৯৭৪ সংখ্যা। ৮) বাংলাদেশ ঢাকার আঞ্জুমানে আহমাদিয়্যার প্রকাশিত মহা-সুসংবাদ। ৯) আততাবলীগ ইলা-মাশা-য়িখিল হিন্দ। ১০) মাওলানা ইহসানে ইলাহী যহীরের আলকা-দিয়া-নিয়্যাহ, লাহোর ছাপা। ১১) ওঁরই মিরযা-য়িয়্যাত আওর ইসলাম, লাহোর ছাপা। ১২) কাদিয়া-নীদের পত্রিকা পয়গামে সুলহ.লাহোর ১৩) রয়ীসে কা-দিয়ান ১৪) মুহাম্মাদ হুসাইন কুরাইশী সংকলিত খুতুতে ইমাম বনামে গোলাম। ১৫) কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত কাদিয়ানী পত্রিকা আলফাযল ১৯২৯ সালের ১৯ শে জুলাই সংখ্যা। ১৬) সীরাতুল মাহদী। ১৭) কাদিয়ানীদের পত্রিকা-"বাদর"- ১৯০৬ সালের ৭ই জুন সংখ্যা। ১৮) মিরযা গোলাম আহমাদ রচিত হাকীকাতুল অহি। ১৯) ওঁরই যামীমাহ আরবায়ীন। ২০) বিয়াযে নূরুদ্দীন। ২১) মানযূরে-ইলাহী সম্পাদিত মুকাশাফা-ত্ ২২) কাযী ইয়ার মুহাম্মাদ খান রচিত ইসলামী কুরবানী ২৩) মির্যা গোলাম আহমাদের ফাতহে ইসলাম, ১৯৭৭ সংস্করণ। ২৪) ওঁরই তাওযীহে মারাম, ১৯৭৭ সংস্করণ। ২৫) ওঁরই দুররে-সামীন। ২৬) ওঁরই আয়ীনায়ে কামা-লাত্ । ২৭) ওঁরই বারা-হীনে আহমাদিয়্যাহ। ২৮) ওঁরই কাশ্‌তিয়ে নূহ, কাদিয়ান ছাপা, ১৯০২ ইং সংস্করণ। ২৯) ওঁরই আনজা-মে আতহাম। ৩০) ওঁরই চশমায়ে মা'রেফাত। ৩১) ওঁরই যামীমাহ, আনজা-মে আতহাম। ৩২) মাওলানা হাফিজুর রহমান আ'যমীর কাদিয়ানিয়্যাত আপনে আয়ীনে মেঁ, বেনারস ছাপা। ৩৩) কাদিয়ানীদের ইংরাজী পত্রিকা রিভিউ অফ রিলিজিয়নস। ৩৪) আহমাদীদের পত্রিকা আল ফাযল, ১৯২৪ সালের ৫ই জুলাই সংখ্যা। ৩৫) মিরযার আল-বুশরা। ৩৬) ওঁরই ইযা-লাতুল আওহা-ম ৩৭) ঢাকার মাসিক পত্রিকা পৃথিবী, ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা। ৩৮) আযযিকরুল হাকীম। ৩৯) আনওয়ারুল ইসলাম। ৪০) নাজমুল হুদা। ৪১) ১৯৬৯ সালের মোকদ্দামা ২৮৮ নম্বর। ৪২) দিল্লীর সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলজামিয়িয়্যাত,১৯৭৪ সালের ২৯শে এপ্রিল সংখ্যা। ৪৩) মির্যা গোলাম আহমাদের নূরুল হক। ওঁরই যরুরতুল ইমাম, কাদিয়ান ছাপা, ১৯৭৭ সংস্করণ ৪৪) দিল্লীর মাসিক ডাইজেষ্ট-"শাবিস্তান" ১৯৭৮ সালের অক্টোবর সংখ্যা। ৪৫) মিশকাত, রশীদিয়্যাহ দিল্লী। ৪৬) মাজমাউয যাওয়া-য়িদ, বেরুত ছাপা, ১৯৮২ ইং সংস্করণ। ৪৭) কানযুল উমমা-ল্ হায়দরাবাদ ছাপা। ৪৮) মুসনাদে আহমাদ, মিসরী। ৪৯) হা-ফিয যাহাবীর মীযা-নুল ইতিদা-ল ফী নাক্বদির রিজাল, মিসরী ছাপা, ১৩২৫ হিজরী সংস্করণ। ৫০) আল্লামা না-সিরুদ্দীন আলবানীর সিল-সিলাতুল আহাদীসিয যায়ীফাহ অল মাউযূআহ, বেরুত ছাপা। ৫১) ইমাম ইবনে হাযমের আলফিসাল ফিল মিলালি অল আহওয়া-য়ি অননিহাল । ৫২) ওঁরই আলমুহাল্লা। ৫৩) মাওলানা ইউসুফ লূধিয়ানভীর নুযূলে ঈসা আলাইহিস সালাম-চান্দ শুবহাত কা জওয়াব, দেওবন্দ ছাপা। ৫৪) রহীমুল গোলাম কাদিয়ানী রচিত হায়াতে না-সের। ৫৫) মিরযা গোলাম আহমাদ রচিত নূরুল হক, মুস্তাফায়ী প্রেস লাহোর ছাপা, ১৩১১ হিজরী সংস্করণ। ৫৬) তফসীরে ত্বাবারী, মাইমানিয়্যাহ মিসরী। ৫৭) তফসীরে কুরত্বী, বেরুত ১৯৯৩ সংস্করণ। ৫৮) তফসীরে ইবনে কাসীর, রিয়ায। ৫৯) আল্লামা সুয়ূতীর আদ্দুর্রুল মানসুর, বেরুত ৬০) আল্লামা সিদ্দীক হাসানের ফাতহুল বায়ান ফী মাক্বাসিদিল কুরআন, বুলাক মিসরী। ৬১) মুসনাদে ইমাম আহমাদ বেরুত ১৯৯৩ ইং সংস্করণ। ৬২) মুস্তাদরকে ইমাম হা-কিম বেরুত। ৬৪) আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর তুহ্ফাতুল আহঅযী শারহে সুনানে তিরমিযী, ৬৫) ইমাম রা-গিব ইস্পাহানীর আল মুফরদা-তু ফী গরীবিল কুরআন, বেরুত লেবানন, ৬৬) আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারীর মাউযূআ-তে কাবীর, মুজতবা-য়ী দিল্লী। ৬৭) ওঁরই শারহু ফিকহিল আক্‌বার। ৬৮) ইবনে আহমাদ মাক্কীর মানা-ক্বিবুল ইমাম আ'যম আবূ হানীফা। ৬৯) আল্লামা কাযী ই'য়া-যের আশশিফা বিতা'রীফি হুকূক্বিল্ মুস্বত্বফা- ৭০) শারহুল মাওয়া-হিবিল্ লাদুন্নিয়্যাহ, মিসরী, ১৩২৭ হিঃ। ৭১) শাহ অলিউল্লাহর তাফহীমা-তে ইলা-হিয়্যাহ। ৭২) আল্লামা শা'রা-নীর আলইয়াওয়া-ক্বীতু অলজাওয়া-হির। ৭৩) আল ইক্বতিস্বা-দ ফিল ই'তিক্বা-দ, মিসরী।

এই বই সম্পর্কে বিশিষ্ট আলেমদের অভিমত

১) ইংরাজী বিশ শতকের শেষার্ধে দুই বাংলার অতুলনীয় রিজালবিদ ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা আবু মোহাম্মাদ আলীমুদ্দীন সাহেব বলেন :-

বাংলার তাত্বিক ও গবেষক-আলেম প্রিয় মওলানা হাফেজ শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী রচিত 'কাদিয়ানী-কাহিনী গোলাম আহমাদীদের যবানী নামে তথ্য ও তত্ত্বে পূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বইটি পড়ে এত মুগ্ধ ও অভিভূত হলাম যে, আমি নিজেই ইন-শা-আল্লাহ বইটি ছেপে মুসলমানদের মধ্যে বিতরণের সংকল্প করে ফেললাম। বইটি আকারে ছোট হলেও অতুলনীয় হয়েছে। বইটি বাংলার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে যাক এই কামনা করি। সেইসঙ্গে দোআ করি যে, আল্লাহ তাআলা লেখককে যেন হিংসুক ও ফসাদ সৃষ্টিকারীদের চক্রান্ত থেকে বাঁচিয়ে রাখেন--আমিন !

ইতি–আবূ মোহাম্মাদ আলীমুদ্দীন
কলেজ রোড, মেহেরপুর, বাংলাদেশ

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬

---

২) কলিকাতা মাদ্রাসার ইসলামী দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক এবং সূফী আযানগাছী (রহঃ) হাক্কানী আঞ্জুমনের প্রবক্তা ও প্রচারক মওলানা সৈয়দ আবদুর রহমান (এম, এম, ও এম, এফ) সাহেব বলেন :-

পশ্চিম বাংলার যোগ্য, অনুসন্ধিৎসু ও গবেষক-আলেম প্রিয় মাওলানা হাফেজ আইনুল বারী সাহেব যুক্তি, তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর জীবন চরিত দিয়েই তার ভণ্ডামি ও দাবীর অসারতা অভূতপূর্বভাবে প্রমাণ করেছেন এই বইয়ে। আল্লাহ তাঁর এই মহৎ কাজকে কবুল করুন, এই প্রার্থনা করি।

ইতি-
সৈয়দ আবদুর রহমান
কলকাতা মাদ্রাসা

২১, হাজী মোঃ মোহসিন স্কোয়ার,
কলিকাতা- ১৬/৩/৮৬

---

(৩) বেলডাঙ্গা টাইটেল মাদ্রাসার সুযোগ্য শিক্ষক ও গবেষক-লেখক মওলানা হায়াতুল্লাহ আযহারী সাহেব বলেনঃ-

কলিকাতা মাদ্রাসার ছাত্র মুগ্ধকর অধ্যাপক ও তত্ত্বান্বেষী লেখক মওলানা হাফেজ শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী প্রণীত 'কাদিয়ানী- কাহিনী' বইটি পড়ে সম্মোহিত হলাম। কারণ, বইটি 'যার শীল তার নোড়া ভাঙবো তারই দাঁতের গোড়া' প্রবাদের মতো হয়েছে। ইদানিং কিছুদিন থেকে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন এলাকাতে কাদিয়ানী মতবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এমত পরিস্থিতিতে আমি মনে করি যে, এই বইটি পড়ে সাধারণ জনগণ যেমন কাদিয়ানীদের ভাঁওতাবাজি সম্পর্কে অবহিত হবেন তেমনি ওলামায়ে কেরাম কাদিয়ানী- বিরোধী একটি মোক্ষম অস্ত্র হাতে পাবেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে এরূপ বই প্রতিটি মুসলমানের ঘরে থাকা একান্ত উচিত। তাই দোআ করি আল্লাহ তাআলা লেখককে ইসলাম-বিরোধী অন্যান্য মতবাদেরও স্বরূপ উদ্ঘাটনের তওফীক দিন আমিন।

ইতি
হায়াতুল্লাহ আযহারী
১০/৩/৮৬

বেলডাঙ্গা সিনিয়র মাদ্রাসা
জেলা - মুর্শিদাবাদ

(৪) মুসলিম জাহান বিখ্যাত বিদ্বান ও আন্তর্জতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক এবং কলকাতা মাদ্রাসা আলিয়ার হাদীস ও তফসীরের স্বনামধন্য অধ্যাপক মাওলানা আবু মাহফুযুল করীম **মাসুমী সাহেব** বলেন :-

ইসলামের খাঁটি ও নির্ভেজাল আকিদার উৎস আল্লাহর কেতাব এবং তাঁর রসুলের সুন্নত । যাতে কোনপ্রকার মনগড়া ব্যাখ্যা ও গোঁজামিলের মিশ্রন নেই। তাই প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর উচিত জমহুর মুসলিম মিল্লাত তথা আহলে সুন্নত অলজামাআতের তরীকানুযায়ী কেতাব ও সুন্নত আঁকড়ে ধরে থাকা এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য জেনে রাখা। যাতে কোরে শয়তানরা কুটচক্রান্ত সহকারে তাদের নিকট হঠাৎ না এসে পড়ে এবং অভিশপ্ত দাজ্জালরা মিথ্যা ও ভাঁওতাবাজী দ্বারা তাদের উপর অকস্মাৎ হামলা না করে বসে।

কলিকাতা মাদ্রাসার আমার এক প্রিয় সহকর্মী শাইখ আইনুল বারী সাহেব ইসলাম বিধ্বংসী কাদিয়ানী আন্দোলনের পরিচয় স্বরুপ এই মূল্যবান শিক্ষনীয় বইটি তৈরী করেছেন। যাতে কোরে প্রত্যেক আত্মাভিমানী-মুসলিম কাদিয়ানী বাতিল মতবাদের প্রকৃতি এবং কোরআন ও হাদীসের বিরোধিতায় তাদের জঘন্য হামলার অপকীর্তি জানতে পারে। আল্লাহ তাআলা মোমেন ও মুসলিম পুরুষ এবং নারীদেরকে ওদের কুচক্রান্ত ও ভাঁওতা থেকে রক্ষা করুন- আমিন!

এই বই যার নাম 'কাদিয়ানী- কাহিনী গোলাম আহমাদীদের যবানী' আমার মতে এত তথ্যমূলক এবং উপকারী যা বাংলাভাষী মুসলমানদের যুবক, বৃদ্ধ এমনকি পর্দানশীন মেয়েদেরও পড়া উচিত। যাতে তারা সেইসব ভাঁওতাবাজী জানতে পারে যা সময়ে সময়ে ইসলামপন্থীদের মধ্যে প্রতারিত ব্যক্তিদের নিকটে সংগোপনে ঢুকে পড়ে। এই মহামূল্যবান বইটির প্রচার-প্রসার এবং **ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হওয়া উচিত।** সেই সঙ্গে আল্লাহ তাবারক অতাআলার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্য এই বইটি মুসলিম পুরুষ ও নারীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করাও স্বচ্ছল ব্যক্তিদের একান্ত কর্ত্তব্য। আল্লাহ তাআলা রসূলদের সর্দার শেষনবী মোহাম্মাদ সল্লাল্লা-হো আলায়হে অসাল্লাম এবং তাঁর বংশধর, তাঁর স্ত্রীগন ও তাঁর সহচরবৃন্দের উপর শান্তি বর্ষন করুন।

ইতি-
আবু মাহফুযুল করীম মাসুমী
২৮/০২/৮৬

কোলকাতা মাদ্রাসা
২১, হাজী মোহম্মদ মহসিন স্কোয়ার
কোলকাতা - ৭০০ ০১৬

هـذه الـرسـالة الـجـديـر ة بالاعتبار باللغة المحلية البنغالية تعريفا بـالـحـر كة القاد يانية الهدامة للاسلام خاصة ليطلع كل شخص غيـور من اهـل الاسلام على حقيقتها الباطلة وعلى محا ولا تها الـغـاشـمة ضد الكتاب والسنة، حفظ الله المؤمنين والمؤمنات واالمسلمين والمسلمات من مكائدها و مخالبها۔

هـذه الرسالة التى سماها المؤلف (قصة القاد يانية عن كتـب الـغـلام ـ احمدية) فيما أرى حقيقة بان يقر أ ها الشباب والشيـب من مسـلـمى بنغالة و كذالك ربات الخدور للاطلاع عـلى طرق الـمـخـادعـات التى تتطرق فى الفينة بعد الفينة الى الاغـرار من اهـل الاسـلام ـــ اذن يـنبـغى نشرها ونقلها الى غير البـنـغـالية من اللغات الهنديه و توزيعها مجانا على المسلمين و المسلمات ابتغاء لمرضاة الله تبارك وتعالى

ابو محفوظ الكريم المعصومى
المدرسة العاليه بكلكتا

تحريرا : ١٤٠٦/٦/١٨ ھ
١٩٨٦/٢/٢٨ ع

٢١ حاجى محمد محسن اسكوائر كلكتا ـ ٧٠٠٠١٦ ، الهند

التقريظ

قال فضيلة استاذ الحديث والتفسير فى المدرسة العاليه بكلكتا

واحد البحاثين المحققين فى العالم الأسلامى الشيخ

ابو محفوظ الكريم المعصومى مد ظله العالى :-

الحمد لله رب العالمين و الصلوٰة والسلام على رسول الله محمد خاتم النبيين، وعلى آ له الطاهرين وازواجه امهات المؤ منين واصحابه الغر المحجلين۔

امابعد فان العقيدة الصحيحة الاسلامية الصميمة نبعها كتاب الله وسنة رسول الله لايشوبها تأ ويل ولا تسويل، ولابد لكل مسلم ومسلمة ان يتشبث بالكتاب والسنة على سنن جمهور الشعب الاسلامى المعروف باهل السنة والجماعة، وان يميز بين الحق والباطل، حتى لاتباغته الشيا طين بمكائدها ولا تفا جئه الدجاجلة الملاعين باكاذيبها۔

ان الاخ العزيز الشيخ عين البارى احد زملائى فى المد... العالية الواقعة فى كلكتا عاصمة غرب البنغال قد ألف

এই লেখকের রচিত গ্রন্থাবলী

১) তফসীরে আইনী, আমপারা প্রথমার্ধ ২) ঐ শেষার্ধ। ৩) সূরা ফা-তিহার তফসীর ৪) তাফসীর সূরায়ে ইয়াসীন ৫) তাফসীর সূরা আর-রহমা-ন্ ৬) সলাতে মুস্তফা ১ম খণ্ড ৭) ঐ ২য় খণ্ড ৮) সিয়াম-ও রমাযান ৯) ঈদুল আয্‌হা ও কুরবানী ১০) আকীকা ও নাম রাখা ১১) বিশ্বনবীর অমৃতবানী ১২) প্রিয়নবীর অমিয়বাণী ১৩) নাবী ও রসূল ১৪) ঈমান ও আকীদা ১৫) একমাত্র অহিকেই মানতে হবে ১৬) দৈনন্দিন জীবন ও ইসলামী দর্পন ১৭) পাকা মাযার ও বিভিন্ন পাপাচার ১৮) স্বপ্নের দেশে তেইশ দিন। ১৯) সংক্ষেপে হজ্ব উমরা ও যিয়ারাহ্ ২০) মীলাদুন্নবী ও বিভিন্ন বার্ষিকী ২১) কাদিয়ানী কাহিনী ২২) কুরআন ও তাফসীরের ইতিবৃত্ত ২৩) হাদীসের ইতিবৃত্ত ২৪) হাদীসের সংরক্ষন যুগে যুগে । ২৫) চার-পাঁচশো হিজরীর বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও উসূলে-হাদীস ২৬) শরীআত বিরোধী প্রচলিত কিছু রীতি । ২৭) ভারতের মুসলিম পার্সোনাল 'ল'। ২৮) কালিমায়ে তৃইয়িবার শব্দাবলী ২৯) বিশ্বের অতুলনীয় প্রতিভা ইবনে তাইমিয়্যাহ। ৩০) সালাফী কায়েদা (আরাবী) ৩১) সালাফী বর্ণ পরিচয় ১ম ভাগ ৩২) ঐ ২য় ভাগ ৩৩) সালাফী সাহিত্য বীথি ৩৪) ইলয়্যাসী তবলীগ ও দ্বীনে ইসলামের তবলীগ ৩৫) তালাকপ্রাপ্তার খোরপোষ ও সুপ্রীমকোর্ট ৩৬) আকীদার শুদ্ধি (অনুবাদ) ৩৭) আহ্‌লে সুন্নাত অলজামাআতের আকীদা (অনুবাদ) ৩৮) ইংল্যান্ডে ১৪ দিন। ৩৯) অনুসরণ যোগ্য ছয় ব্যক্তিত্ব ৪০) রসূলুল্লাহর মি'রাজ । ৪১) ইসলাম ও মা-বাপ । ৪২) তফসীর সূরা মুল্‌ক ৪৩) তফসীর সূরা ক্ব-ফ্ । ৪৪) তফসীর সূরা ওয়া-ক্বিআহ ৪৫) ভাগ্য ও ইসলাম।

ماكان مُحَمَّدٌ ابا احدٍ من رِّجالكُم ولكن رَّسُولَ اللّٰه و خاتم النَّبيِّن

(سورة الا حزاب ٤٠ اية)

قصَّة القَاديَانيَة

عن كتب الغلام - الا حمدية

باللغة البنغالية

تاليف

الشيخ عبد البارى العالياوى

الاستاذ بالمدرسة العالية (كلية حكومية) بكلكتا

ورئيس التحرير لمجلة اهلحديث الشهرية الصادرة عن كلكتا

الطبعة الثانية : ربيع الثانى ١٤٢٤ه

يوزع مجانا